মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৫তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০২২

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে’ *(আবূদাঊদ হা/৪৮০৯)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية
جلد : ٢٥، عدد : ٧، شعبان ورمضان ١٤٤٣هـ/ أبريل ٢٠٢٢م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : ফারহাত পাশা মসজিদ, বানজালুকা, বসনিয়া। দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদটি ১৫৭৯ সালে ওছমানীয় খেলাফতকালে নির্মিত হয়।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Am Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

সদ্য প্রকাশিত বই ও দেওয়ালপত্র

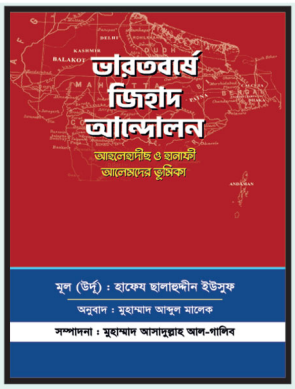

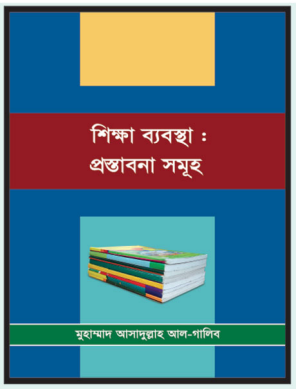

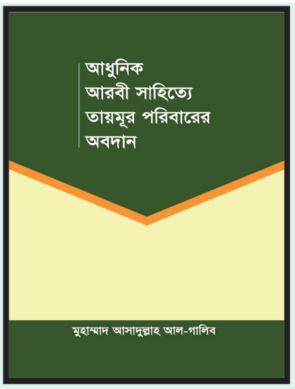

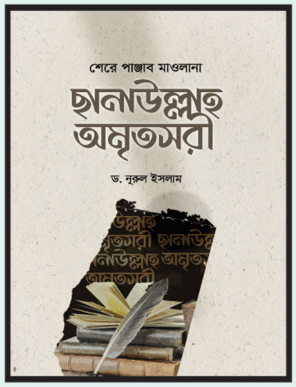

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

শা'বান-রামাযান	১৪৪৩ হি.
চৈত্র-বৈশাখ	১৪২৮-২৯ বাং
এপ্রিল	২০২২ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা — সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২

◆ **প্রবন্ধ :**

▶ দাওয়াত ও সংগঠন *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

▶ অমুসলিমদের নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সীরাত তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ০৫

▶ সুন্নাত আঁকড়ে ধরার ফযীলত ১০
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান

▶ ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ১৬
-আত-তাহরীক ডেস্ক

▶ ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল ১৮
-আত-তাহরীক ডেস্ক

▶ দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার *(৪র্থ কিস্তি)* ২০
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

◆ **মনীষী চরিত :**

▶ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) *(৭ম কিস্তি)* ২৬
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

◆ **সাময়িক প্রসঙ্গ :**

▶ আত্মহত্যা ও সামাজিক দায় *-মুহাম্মাদ ফেরদাঊস* ৩৩

◆ **হাদীছের গল্প :**

▶ উমাইয়া বিন খালাফের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ৩৭
-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার

◆ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**

▶ সামাজিক কুরবানী *-জাবির হোসাইন* ৩৮

◆ **কবিতা :** ৪০

▶ আকাঙ্ক্ষা ▶ আল-'আওন
▶ শিরক ▶ ঈদের খুশি

◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
◆ **মুসলিম জাহান** ৪২
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সুখী দেশ

এ বছর জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টে ১৪৬টি দেশের তালিকায় ২০১৮ সাল থেকে টানা পঞ্চমবারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ নির্বাচিত হয়েছে ফিনল্যাণ্ড। বাংলাদেশ ৯৪, পাকিস্তান ১২১ এবং ভারত রয়েছে ১৩৬ নম্বরে। তালিকা অনুযায়ী শীর্ষ ১০টি সুখী দেশ হ'ল ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, আইসল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, লুক্সেমবার্গ, সুইডেন, নরওয়ে, ইসরায়েল ও নিউজিল্যাণ্ড। অন্যদিকে পরাশক্তিগুলির মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ১২, জার্মানী ১৩, কানাডা ১৪, যুক্তরাজ্য ১৫, যুক্তরাষ্ট্র ১৬, ফ্রান্স ২০, রাশিয়া ৮০, চীন ৮৪। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে সুখী দেশ হ'ল নেপাল (৮৫)। প্রত্যেক দেশ সুখী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছে। বাংলাদেশ গত বছরের ১০১ থেকে ৭ ধাপ এগিয়ে এ বছর ৯৪ হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল প্রথম ১০টি সুখী দেশের তালিকায় ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে সঊদী আরব, কুয়েত, কাতার, মিসর, তুরস্ক, বাহরায়েন তথা তৈলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় দেশগুলির নাম নেই কেন? অথচ উন্নত দেশগুলি সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি প্রবাসী কর্মরত রয়েছে।

সুখী দেশের তালিকা করার ক্ষেত্রে মানুষের সুখের নিজস্ব মূল্যায়ন, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে শূন্য থেকে ১০ সূচকে নম্বর পরিমাপ করা হয়। পাশাপাশি প্রতিটি দেশের মানুষের ব্যক্তিগত সুস্থতার অনুভূতি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, জিডিপি ও দুর্নীতির মাত্রা বিবেচনায় নেওয়া হয়।

ইউরোপের সর্ব উত্তরের দেশগুলির অন্যতম ফিনল্যাণ্ড কেন বারবার সুখী দেশ সমূহের তালিকায় ১ম হচ্ছে? অথচ ৫৫ লাখ মানুষের এ দেশটি বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২০০ দিনই থাকে তীব্র শীতের মধ্যে। সেখানের শৈত্য প্রবাহের তীব্রতা কখনো কখনো পৌঁছে যায় মাইনাস ৫০ ডিগ্রীর কাছাকাছি। এছাড়াও বছরের অধিকাংশ সময় সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছে না। ফলে দেশটি প্রায় সর্বদা থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। ১৯৯০ সালে বিশ্বের ২য় আত্মহত্যা প্রবণ দেশ ছিল ফিনল্যাণ্ড। তাহ'লে মাত্র তিন দশকে এই দেশটি কিভাবে সুখী দেশে পরিণত হ'ল? প্রধানতঃ ৫টি বিষয়কে এর মূল কারণ হিসাবে ধরা হয়েছে। (১) শিক্ষাব্যবস্থা (২) সামাজিকতা (৩) বিনয় (৪) সন্তুষ্টি (৫) পর্যাপ্ত উপার্জনের সুবিধা।

২০১৯ সালে নির্বাচিত সেদেশের ৫ দলীয় জোট নেত্রী বর্তমান বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী ৩৪ বছরের সানা মেরিন। যিনি সচরাচর ক্যামেরার সামনে কথা বলেন না। তার মতে, সবুজ প্রযুক্তির বিকাশ ও রফতানী তার দেশের সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। সেদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে ভিন্ন। যেমন সেখানে ১৮ বছর পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তাদের একটি শিশু ৭ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। এ সময়ে তাকে কোন পরীক্ষা দিতে হয়না। এমনকি হোমওয়ার্ক করতে হয়না। ফলে তাদের পূর্ণ মানসিক বিকাশ ঘটে। অতঃপর ১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত তাদের হাইস্কুলে পড়ানো হয়। সেখানেও তাকে কোন হোমওয়ার্ক করতে হয়না। ফলে শিক্ষাস্থান বা শিক্ষাগ্রহণ তাদের কাছে কোন ভয়াবহ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়না। সেখানে সকলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। যাতে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই গড়ে তুলতে পারে। (২) সামাজিকতা। সেদেশের ৯৫ শতাংশ মানুষ বন্ধুবৎসল। যেকোন বিপদে পরিবারের বাইরের লোকদের থেকে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে তারা নিশ্চিন্ত থাকে। (৩) বিনয়। তাদের মধ্যে বিনয় খুব বেশী। নিজেদের সামাজিক ও আর্থিক উচ্চাবস্থান তাদেরকে অহংকারী বানায় না। যা তাদেরকে সুখী হ'তে সাহায্য করে। (৪) সন্তুষ্টি। তারা তাদের ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে তৃপ্ত থাকে। (৫) পর্যাপ্ত উপার্জনের সুবিধা। সেদেশে যোগ্যতা অনুযায়ী সকলের কাজ পাওয়ার অধিকার রয়েছে সকলের। তারা ধনী হ'তে চায়না। তবে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে সকলের। তারা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বড় করে দেখে এবং তারা তাদের সরকারকে বিশ্বাস করে। নরওয়ে ও রাশিয়ার সীমান্তে হওয়া সত্ত্বেও তারা রাশিয়া ও আমেরিকার পুঁজিবাদী লুণ্ঠন থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি বর্তমান রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের শরণার্থীদেরকেও তারা স্বাগত জানাতে প্রস্তুত আছে। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে প্রতিবেশী ইউক্রেনে রাশিয়ার সর্বাত্মক হামলায় ১ মাসে বাস্তুচ্যুত হয়েছে ১ কোটি মানুষ। দেশত্যাগী হয়েছে ৩৬ লাখ। এরপরেও বিশ্বে তেমন কোন সাড়া-শব্দ নেই। যেমন সাড়া-শব্দ ছিলনা মিয়ানমারে গণহত্যার শিকার ১১ লাখ বাস্তুচ্যুত মুসলমানদের বেলায়। এতে বুঝা যায়, সাম্রাজ্যবাদী লুটেরা পরাশক্তিগুলি না থাকলে এবং কারু উপরে তাদের কোন হস্তক্ষেপ না থাকলে বিশ্বের প্রায় সকল দেশই সুখী দেশে পরিণত হ'ত।

উপরের বিষয়গুলি একত্রিত করলে যেটা দাঁড়ায় তা এই যে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি সহজে সম্পন্ন হ'লে মানুষ তৃপ্তিবোধ করে। এগুলি যেদেশে যত বেশী সুলভ, সেদেশ তত বেশী সুখী। তার অর্থ এটা নয়, যেমন ফিনল্যাণ্ডে উদার সমাজ ব্যবস্থার নামে বিবাহহীন জীবন ও সমকামিতাকে অনুমোদন দেওয়া হয়। মহিলা প্রধানমন্ত্রী সানা মেরিন নিজেও বিবাহ ছাড়াই এক সন্তানের মা। এটি স্পষ্টভাবে পশু স্বভাব এবং মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। কাছাকাছি সুখী দেশ কানাডায় (১৪) রাস্তা-ঘাটে কোন ছবি-মূর্তি দেখা যায় না। সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবির বিলবোর্ড চোখে পড়েনা। এগুলিকে তারা অপচয় মনে করে। কারণ মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মে। মূর্তি-ভাস্কর্যে বা মিনার-বেদীতে নয়। আর ইসলাম মানুষের স্বভাবধর্ম। যেখানে আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। মানুষের আয়ুষ্কাল, কর্মকাণ্ড, রিযিক এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত। ইসলামী সমাজে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের স্থান নেই। রয়েছে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার। রয়েছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। রয়েছে আল্লাহ্র উপর নির্ভশীলতার সুদৃঢ় হাতল। রয়েছে তাক্বদীরে বিশ্বাসের সীমাহীন তৃপ্তি। ফেলে আসা স্বর্ণযুগের ইসলামী খেলাফত বিশ্ব ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দলীল। সুখী হওয়ার উপায় তাই মাত্র দু'টি : তাক্বদীর ও তাওয়াক্কুল।

ইসলামের রয়েছে কর্মদর্শন। সে সৎকর্ম করলে ইহকালে ও পরকালে পুরস্কৃত হবে। অসৎকর্ম করলে নিন্দিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এই দর্শন তাকে সুখী সমাজ গঠনে সাহায্য করে। এই দর্শনের আলোকে যে আল্লাহভীরু রাজনৈতিক প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তা তাকে সুখী হ'তে নিশ্চয়তা দেয়। যেকোন বিপদে সমাজ ও রাষ্ট্র তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। সে কখনো নিজেকে একাকী মনে করেনা। একাকীত্বের হতাশা তাকে গ্রাস করেনা। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা তাকে সাহসী করে। সে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে, 'আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(তওবা ৯/৫১)*। কঠিন বিপদে সে কেবল আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চায়। বিগত যুগে গুহায় আটকে পড়া ৩ জন যুবকের স্ব স্ব সৎকর্মের বিনিময়ে আল্লাহ্র হুকুমে অলৌকিকভাবে মুক্তির ইতিহাস তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৯৩৮)*। আল্লাহ আমাদের এই প্রিয় দেশকে আল্লাহভীরু, সৎকর্মশীল ও সর্বাবস্থায় তাঁর উপরে ভরসাকারী সুখী দেশ হিসাবে কবুল করুন- আমীন! *(স.স.)*।

দাওয়াত ও সংগঠন

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জামা'আতবদ্ধভাবে দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত :

জামা'আতবদ্ধ দাওয়াত যেমন অধিক কার্যকর, ফলপ্রসু ও প্রভাব বিস্তারকারী তেমনি সংঘবদ্ধ বা জামা'আতবদ্ধভাবে দা'ওয়াত প্রদানের বহু উপকারিতা রয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

১. সম্মিলিত প্রচেষ্টা :

জীবনে সমবেত প্রচেষ্টার এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। সকলে মিলে যে কোন কাজ সহজেই সমাধা করা যায়। এজন্য বলা হয়, 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' কিংবা 'দশের লাঠি একের বোঝা'। ব্যক্তির একক শক্তিকে একত্রিত করলে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। ফলে একার পক্ষে যে কাজ করা কষ্টসাধ্য, অনেকে মিলে করলে সে কাজ সহজেই সম্পন্ন করা যায়। তেমনি দাওয়াতী কাজ সাংগঠনিকভাবে করলে সহজেই তা সম্পন্ন করা যায়। আর সাংগঠনিকভাবে দাওয়াত দেওয়া আল্লাহ্র নির্দেশ। তিনি বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, তারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত হ'লেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও'।[১] এখানেও একাকী নয়, বরং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

২. মেধা ও দক্ষতা বিনিময় :

সাংগঠনিকভাবে যে কোন কাজ করলে তাতে বহু মানুষের বুদ্ধি-মেধা ও দক্ষতার সমন্বয় ঘটে। ফলে যে কোন কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। যেমন কবি বলেন,

ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
রচে যুগ-যুগান্তর অনন্ত মহান।

বিন্দু বিন্দু পানি যেমন বিশাল বারিধি তৈরী করে, তেমনি বহু মানুষের বুদ্ধি ও দক্ষতায় দাওয়াতী কাজ অধিক সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসু হয়।

৩. পরামর্শ ভিত্তিক দাওয়াত :

সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কাজ করলে অনেকের সাথে পরামর্শ করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়। আর কাজের ব্যাপারে পরামর্শ করা আল্লাহ্র নির্দেশ। তিনি স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 'যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, '(মুমিনরা) নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে' *(শূরা ৪২/৩৮)*। তাই সংগঠনের কর্মীদের সাথে পরামর্শ করে সময়োপযোগী ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম নির্বাচন করা যায় এবং দক্ষ দাঈ নিযুক্ত করা যায়। ফলে দাওয়াত সর্বজনগ্রাহ্য হয়। সুতরাং একাকী বা বিচ্ছিন্নভাবে দাওয়াত দিলে যতটুকু ফলপ্রসু হয়, সাংগঠনিক ভাবে দাওয়াত দিলে তদপেক্ষা অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসু হয়।

৪. পারস্পরিক সহযোগিতা :

অনেকের অংশগ্রহণে যে কোন কাজে সহযোগিতা পাওয়া যায়। তেমনি দাওয়াতী কাজ সাংগঠনিকভাবে করা হ'লে পরস্পরকে সহযোগিতা করা সম্ভব হয়। আর নেকীর কাজে সহযোগিতার মাধ্যমে সকলে ছওয়াবের অধিকারী হয়। আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، 'প্রত্যেক মুসলিম তার প্রতিপক্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে অন্য মুসলিমকে সাহায্য করবে। যার শক্তিশালী ও দ্রুত গতিসম্পন্ন সওয়ারী আছে, সে দুর্বল ও ধীর গতিসম্পন্ন সওয়ারীর অধিকারী ব্যক্তির সাথে থেকে চলবে'।[২] এ হাদীছেও একত্রিত চলার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দাওয়াতী কাজও একে অপরের সহযোগিতায় সম্পন্ন করার চেষ্টা করতে হবে।

৫. প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করা সহজ হয় :

দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিরোধী পক্ষ সামনে এসে দাঁড়ায় এবং তারা দাওয়াতী কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে একক ব্যক্তির পক্ষে বিরোধীদের মোকাবেলা করা কিংবা তাদের মোকাবেলায় দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কাজ করলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী হয়। তখন বিরোধীরা দূরে থাকে এবং সহসা কোন সংগঠনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বিরোধীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া বিরোধী কেউ থাকলে সাংগঠনিকভাবে তাদের মোকাবেলা করা সম্ভব হয়।

৬. দাওয়াতের স্থায়ী ভিত্তি স্থাপন :

ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করলে সাধারণতঃ ব্যক্তি মৃত্যুর সাথে সাথে তার কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যায়।

১. বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।

২. আবূ দাঊদ হা/২৭৫১; ছহীহুল জামে' হা/৬৭১২।

মাসিক আত-তাহরীক | এপ্রিল ২০২২ | ২৫তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

পক্ষান্তরে সাংগঠনিক দাওয়াতের ফলে একই আদর্শের অনুসারী একদল দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী হয়। ফলে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলেও তার অনুসারীদের তৎপরতায় তার দাওয়াত অব্যাহত থাকে।

৭. সময় সাশ্রয় :

এককভাবে কাজ করতে গেলে একটা কাজে বহু সময় ব্যয় হয়ে যায়। আর সেই কাজ অনেকে মিলে করলে তা সহজে ও স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। তদ্রূপ সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কাজ করলে অল্প সময়ে এক সাথে অনেককে দাওয়াত দেওয়া যায়। এতে করে সময় বাঁচে। আবার অল্প সময়ে বিভিন্ন স্থানে দাওয়াত পৌঁছে যায়। সাংগঠনিকভাবে এক ময়দানে সমবেত জনতার সামনে অনেকে এসে বক্তব্য দিতে পারেন। ফলে সমবেত জনতা অনেকের আলোচনায় অধিক উপকৃত হয়।

৮. উত্তম উপকরণ ব্যবহার :

ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত উপকরণ অপেক্ষা সামষ্টিকভাবে সংগৃহীত উপকরণ সুন্দর হয়। কারণ অনেকের সাথে পরামর্শ করে ও বহুজনের সহযোগিতায় আধুনিক ও মানসম্পন্ন এবং যুগোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা সহজ হয়। তাছাড়া সব উপকরণের ব্যবহারবিধি একার পক্ষে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। কিন্তু সংগঠনভুক্ত একদল কর্মীর একেকজন একেকটি উপকরণের ব্যবহার রপ্ত করবে ও ব্যবহার করবে। এতে ব্যবস্থাপনা সহজ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হবে।

৯. বহু মানুষের অংশগ্রহণ :

সাংগঠনিকভাবে দাওয়াত দিলে সেখানে বহু মানুষ অংশ গ্রহণ করতে পারে। ফলে দাওয়াতী কাজে যেমন অনেকের অংশগ্রহণে বিভিন্নমুখী দাওয়াত দেওয়া যায়, তেমনি বহু শ্রোতার সমাবেশ ঘটানো যায়। এতে উভয় শ্রেণীর মানুষ উপকৃত হয়।

১০. সুন্দর সমাপন :

যে কোন কাজ অনেকের অংশগ্রহণে সুন্দর ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। কারণ সেখানে থাকে বহু মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সম্মিলন ঘটে। ফলে কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। তাই দাওয়াতী কাজ জামা'আতবদ্ধভাবে করা অধিক ফলপ্রসু ও কার্যকর।

১১. দাওয়াতের ব্যাপক প্রসার :

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অপেক্ষা জামা'আতবদ্ধভাবে দাওয়াত দিলে তা ব্যাপকভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রমাণ আমরা দেখতে পাই রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনীতে। তাঁর মাক্কী জীবনে হাতে গণা কিছু ছাহাবী ইসলাম কবুল করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মাদানী জীবনে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের সুমহান বাণীকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ছাহাবীদের মাধ্যমে।

১২. আল্লাহ্‌র রহমত লাভ :

জামা'আতের উপরে আল্লাহ্‌র রহমত রয়েছে। সুতরাং জামা'আতবদ্ধভাবে দাওয়াতী কাজ করলে সেখানে অবশ্যই আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত নাযিল হবে। ফলে এ কাজে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

১৩. লক্ষ্যে পৌঁছা সহজ হয় :

বহু মানুষ একই লক্ষ্যে কাজ করলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা বা উদ্দেশ্য হাছিল করা সহজ হয়। অনেক মানুষ একই আদর্শের কথা প্রচার করলে দাওয়াত গ্রহণকারীর মনে সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস তৈরী হয়। ফলে তারা সে দাওয়াত গ্রহণ করে। এজন্য জামা'আতবদ্ধ দাওয়াত অত্যধিক ফলপ্রসু ও কার্যকর।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের প্রতিটি ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে তা সংঘবদ্ধভাবে সম্পন্ন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দাওয়াতী কাজের এই গুরু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও তা সাংগঠনিকভাবে করা যরূরী। এতে দাওয়াতী কাজে সফলতা লাভ করা যাবে এবং তা কার্যকরী ও ফলপ্রসু হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াতী খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

দারুল হাদীছ আইডিয়াল একাডেমী
হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান
মক্তব/হিফয, শিশু থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত
(আবাসিক/অনাবাসিক)
পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে
বিশেষ আয়োজন
- সকল শ্রেণীতে বিনামূল্যে ভর্তির সুযোগ।
- ১লা রামাযান থেকে কুরআন ও মাসনূন দো'আ শিক্ষা কোর্স।
- প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক তা'লিমী বৈঠক।

যোগাযোগ : বাড়ী-১০, এভিনিউ-১, কালশী রোড, (পূরবী বাস স্ট্যান্ডের বিপরীত পার্শ্বে) ব্লক-বি, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯৭২-৭৪৭১৮৩, ০১৯৭২-৭৪৭১৮৪।

অমুসলিমদের নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সীরাত তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*

এই ধরাধামে পা রাখার আগেই মানব শিশুর জন্য তার মায়ের স্তনে না চাইতেই দুধের ব্যবস্থা করেছেন যেই মহান প্রভু ও সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, সেই আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীনের সকল সৃষ্টিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে তাকে আশরাফুল মাখলূক্বাতের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। যেন সকল সৃষ্টি বরযাত্রী এবং মানুষ হচ্ছে বরপুত্র। তাইতো আল্লাহ বলেছেন, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، 'আর তিনি তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছুকে তাঁর পক্ষ হ'তে' *(জাছিয়া ৪৫/১৩)*।

যমীনের এই বরপুত্র, যার জন্য পুরো স্টেজ সাজানো হয়েছে, তাঁর মেযাজ ও স্বভাব কেমন এবং তার প্রয়োজন কতটুকু, তা তাঁর স্রষ্টা থেকে আর অধিক কে জানেন? যেমন তিনি বলেন, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، 'তিনি কি জানবেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন? বস্তুতঃ তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সবকিছু সম্যক অবহিত' *(মুলক ৬৭/১৪)*।

মানুষের স্রষ্টা ও রব মানুষের স্বভাবই এমন করে গড়েছেন যে, তার জন্য তিনি যে যে নে'মত তৈরি করেছেন তার ব্যবহার না জানা পর্যন্ত তা থেকে ফায়েদা লাভ সম্ভব নয়। কোন দামী থেকে দামী নে'মতেরও সঠিক ব্যবহার বিধি জানা না থাকলে তা থেকে উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা, অনেক সময় তার ব্যবহার মরণও ডেকে আনতে পারে। মহান স্রষ্টা মানুষকে সামাজিক জীব করে সৃষ্টি করেছেন এবং লম্বা সুতো, আড় সুতোর বুনুনির মাধ্যমে কাপড় তৈরির মতো করে মানব সমাজকে এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছেন। এজন্য প্রত্যেক মানুষ আল্লাহ্র দেওয়া নানা নে'মত কাজে লাগিয়ে বেশির থেকে বেশি ফায়েদা অর্জন করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে কিভাবে জৌলুসপূর্ণ করে গড়ে তুলবে? এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া, যেখানে তাকে আখিরাতের অনন্তকালীন জীবনের প্রস্তুতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানে আরাম-আয়েশ ও সম্মানের জীবন-যাপন শেষে মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জীবনে জাহান্নামের শাস্তি থেকে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করবে, কিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত ও তার আরাম-আয়েশের উপকরণ জোগাড় করবে সেজন্য সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা প্রথম দিনেই সর্বপ্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ)-কে ছহীফা জাতীয় আসমানী কিতাব প্রদান করেছিলেন। তারপর একের পর এক আগত নবী-রাসূলগণকে তিনি ছহীফা ও বড় বড় আসমানী কিতাব দিয়েছেন। সর্বশেষে কুরআন মাজীদকে আসমানী কিতাবের হালনাগাদ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাযিল করেছেন। মানুষের স্বভাবে এটাও রয়েছে যে, পসন্দনীয় কোন কাজ যথাযথভাবে শিখতে চাইলে তার জন্য শুধু বই হ'লে চলে না, বরং একজন হাতে-কলমে শিক্ষাদাতা শিক্ষকেরও প্রয়োজন পড়ে। কোন ব্যক্তি ড্রাইভিং এর উপর পিএইচ.ডি করলেও যদি ড্রাইভিংয়ের প্রশিক্ষক তাকে স্টিয়ারিং-এর পাশে বসে কার্যকরভাবে ড্রাইভিং না শেখায় তাহ'লে সে কখনও ড্রাইভার হ'তে পারে না। আল্লাহ পাক কত মেহেরবান! মানুষের এই সহজাত প্রয়োজন লক্ষ্য করে তিনি শুধু কিতাবই পাঠাননি বরং প্রথম দিনে প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ)-কে নবী করে পাঠিয়েছেন। পরবর্তীতে একের পর এক এবং প্রত্যেক এলাকার জন্য কম-বেশী সোয়া লাখ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। যাঁরা মানব জাতিকে এই জীবনরূপী গাড়ির ড্রাইভিং এবং আল্লাহ্র নে'মত ব্যবহারের কৌশল এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন। মানুষের স্বভাবের এটিও একটি দিক যে, তার বয়স যতই বাড়তে থাকে এবং তার বুদ্ধির বিকাশ যতই পরিপক্ক হ'তে থাকে ততই তার জীবনের নিয়ম-নীতি ও দাবী-দাওয়া বদলাতে থাকে। দুধের শিশুর দিন কাটানো এবং তার পানাহারের রীতি-নীতি আলাদা কিসিমের হয়ে থাকে। কিন্তু যতই সে বড় হ'তে থাকে ততই তার জীবন-যাত্রার নিয়ম-পদ্ধতি পাল্টাতে থাকে। যখন সে বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায় তখন তার উপর পুরো বিধি-বিধান মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।

একইভাবে মানব সভ্যতার বোধশক্তি যতই প্রসার লাভ করতে থাকে এবং তার মধ্যে আল্লাহ্র সৃষ্ট নে'মত সমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা বাড়তে থাকে, ততই দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা এক রেখে শরী'আতের নিয়ম-কানূনে পরিবর্তন হ'তে থাকে। এমনি করে সবার শেষ নবী রহমাতুল্লিল আলামীন (ছাঃ) আবির্ভূত হয়ে দ্বীন ও শরী'আতের পূর্ণতা সাধন করেছেন। তাঁর আমলেই দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার এবং নে'মত পূর্ণ করার ঘোষণা জারী করা হয়েছে, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*।

আগেকার নবীদের আনীত সংবিধান ও শারঈ আইন-কানূন ছিল অঞ্চল ভিত্তিক ও সাময়িক। একজন এক অঞ্চলের তো অন্যজন অন্য অঞ্চলের; একজন এক সময়ের তো অন্যজন অন্য সময়ের। কোন কোন নবী তো বিশেষ কোন খানদান বা বংশের এবং গোত্রের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খতমে নবুঅতের সীলমোহর লাগিয়ে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবকুলের নবী করে পাঠানো হয়েছে। এজন্য তাঁর পরে এখন শুধুই তাঁর প্রচারিত দ্বীনকে সমগ্র মানব জাতির দ্বীন এবং তাঁর চরিতাদর্শ ও জীবনীকে সকল মানুষের অনুসরণীয় আদর্শ নির্ধারণ করা হয়েছে।

* *বিনাইদহ।*

আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ’ল ইসলাম’ *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। অন্য আয়াতে এসেছে, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ‘আর যে ব্যক্তি ‘ইসলাম’ ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না’ *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

রাসূলের চরিতাদর্শ অনুসরণ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে’ *(আহযাব ৩৩/২১)*।

মহান আল্লাহ মানব সৃষ্টির আগে সকল রূহের নিকট থেকে তাঁকে রব হিসাবে মেনে চলার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। যুগে যুগে আগমনকারী প্রত্যেক রাসূল নিজেদের উম্মাত ও অনুসারীদেরকে সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে গেছেন এবং তাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে দ্বীন ইসলামের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা এবং শরী‘আতের পূর্ণাঙ্গ বিধি-বিধান নিয়ে শেষ যে রাসূল আসবেন তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে। তোমাদের মধ্যে যে বা যারাই তাঁকে পাবে তার বা তাদের মুক্তি কেবল তাঁরই অনুসরণে মিলবে, অন্য কোন মত কিংবা ধর্ম অনুসরণে নয়। একইভাবে ছোট বড় সকল আসমানী গ্রন্থে তাঁর আগমনের কথা এবং শেষ রাসূল হওয়ার খবর প্রদান করা হয়েছে। এই সৃষ্টি জগতের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক, আসমান-যমীনের প্রভু আল্লাহ যেহেতু কুরআন মাজীদকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের জীবনব্যবস্থা বানিয়েছেন, সেহেতু কুরআন মাজীদ হেফাযতের দায়িত্বও তিনি স্বয়ং গ্রহণ করে বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ‘আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী’ *(হিজর ১৫/৯)*।

একই সাথে তিনি মূর্ত কুরআন মাজীদ অর্থাৎ আখেরী নবী (ছাঃ)-এর চরিতাদর্শ ও জীবনীও সংরক্ষণের বিস্ময়কর ও বিরল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এজন্য তিনি আখেরী নবী (ছাঃ)-এর সাহচর্য ও বন্ধুত্বের জন্য ছাহাবীদের এমন এক হুঁশিয়ার, গুণগ্রাহী ও মূল্য অনুধাবনকারী জামা‘আত পয়দা করেন যাঁরা আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আখেরী নবী (ছাঃ)-এর পবিত্র জীবনী এবং তাঁর সুন্নাহ বা আদর্শ এমন সূক্ষ্মভাবে যাচাই করেছেন, বুঝেছেন এবং মযবূত সনদ সূত্রে খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত সংরক্ষণ করে মানবজাতির কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যে, আজকের ভিডিওগ্রাফির যুগেও তার থেকে বেশী সতর্কতার সাথে কারও জীবনের খুঁটিনাটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সংরক্ষণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মিডিয়া, ভিডিওগ্রাফি ও স্যাটেলাইটের এ যুগে দুনিয়ার বড় থেকে বড় কোন শাসনকর্তা, অভিনেতা, ক্রিকেটার, খেলোয়াড় ও নেতার জীবনী প্রযুক্তির এত উন্নতির পরেও আমাদের সামনে সেভাবে সংরক্ষিত নেই, যেভাবে চৌদ্দশত বছর পূর্বে ছাহাবীগণ তাঁদের নবী (ছাঃ)-এর আদর্শ ও জীবনী সংরক্ষণ করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আখেরী নবী (ছাঃ)-এর জীবনের এক একটি অংশ, এক একটি খণ্ড আমাদের সামনে সীরাত ও হাদীছের গ্রন্থগুলোতে সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। তা পড়লে তাঁকে আমাদের সম্মুখে একজন চলাফেরাকারী জীবন্ত মানুষ বলে খুব পরিষ্কারভাবে অনুভূত হবে। কিভাবে তিনি নখ কাটতেন, খাবার শেষে কোন নিয়মে আঙ্গুল চাটতেন, শোয়ার নিয়ম কেমন ছিল, হাঁটার পদ্ধতি কেমন ছিল মোটকথা তাঁর খানাপিনা, চলাফেরা, ওঠা-বসা ইত্যাদি জীবনের সবকিছুই এক এক অংশ হিসাবে আমাদের সামনে উন্মুক্ত বই আকারে ধরা রয়েছে।

ব্রিটিশ নাগরিক আইজ্যাক মোজেয (ইসহাক মূসা) নামক খৃষ্টীয় ইতিহাসের এক গবেষক ওরিয়েন্টালিস্টদের গবেষণাকেন্দ্র জার্মানীর ‘ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার অব মিউনিখ’-এ ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরোধিতা ও সমালোচনার উপর ভিত্তি করে ‘Hypocrisy of Muhammad’s Followers’ শিরোনামে তার পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ লেখা শুরু করেন। রিসার্চের মাঝে ব্যাপক অধ্যয়ন তাঁর মস্তিষ্কের জড়তা খুলে দেয়। তিনি তাঁর অভিসন্দর্ভের শিরোনাম পাল্টিয়ে ‘Historical miracle in life biografy of Muhammad and his Followers’ (হিস্টোরিক্যাল মিরাকেল ইন লাইফ বায়োগ্রাফি অব মুহাম্মাদ এন্ড হিজ ফলোয়ার্স) রাখেন। ব্রিটেনের নির্ভরযোগ্য ও বিখ্যাত অনেক পত্রিকায় এই রিসার্চের উপর সম্পাদকীয় লেখা হয়। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের জগতে এই লেখা এক ভূমিকম্প সৃষ্টি করে। কয়েক বছর পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এই গবেষণা প্রবন্ধের সূচনায় ডক্টর ইসহাক মূসা ১৯৬২ সালের এক গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন, যা ডক্টর বেঞ্জামিন জেকব আখেরী রাসূলের সীরাতের উপর করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ডক্টর বেঞ্জামিন জেকবও তাঁর রিসার্চ চলাকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ডক্টর ইসহাক মূসা লিখেছেন যে, ডক্টর বেঞ্জামিন জেকবের ১৯৬২ সালের গবেষণা সারা দুনিয়ার বিদ্বানদের মাঝে এ মর্মে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল যে, চৌদ্দশত বছর পূর্বে উট-বকরি চরানো বেদুঈনরা তাদের যাযাবর যুগে ইসলামের নবীর অনুসারী (ছাহাবী) হয়ে কেমন করে নিজেদের নবীর যিন্দেগীকে এত সূক্ষ্মভাবে দেখেছেন, বুঝেছেন ও যাচাই করেছেন! আর চূড়ান্ত সাবধানতার সাথে প্রামাণ্য উৎসসহ সংরক্ষণ করে তা পরবর্তীকালের লোকদের কাছে এমনভাবে পৌঁছিয়ে গেছেন যে, আজও সেসব উৎসমূলে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতী জীবনের দিনগুলোর এমন চার্ট তৈরী করা সম্ভব যে, তাঁর প্রথম দিন কি কি কাজে কেটেছে এবং দ্বিতীয় দিন কি কি কাজে অতিবাহিত হয়েছে। ডক্টর ইসহাক মূসা লিখেছেন, ‘কিন্তু আমি আমার রিসার্চকালে জীবনীগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে এবং হাদীছ গ্রন্থসমূহ তন্ন তন্ন করে খুঁজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ডক্টর বেঞ্জামিনের

গবেষণা ছিল অপূর্ণ। আল্লাহ্র নবীর ছাহাবীগণ নিজেদের নবীর যিন্দেগীকে এত সূক্ষ্মভাবে দেখেছেন, বুঝেছেন ও যাচাই করেছেন এবং চূড়ান্ত সতর্কতার সাথে প্রামাণ্য উৎসসহ আমাদের কাছে এমনভাবে পৌঁছিয়েছেন যে, তা দিয়ে আমরা আল্লাহ্র রাসূলের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ঘণ্টার চার্ট পর্যন্ত করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ হেরা গুহায় জিবরীল (আঃ)-এর সাথে তাঁর কতক্ষণ ধরে কি কি কথা হয়েছিল? জিবরীলের প্রস্থানের পর হেরা গুহায় তিনি কতক্ষণ দেরী করেছিলেন? হেরা গুহায় কোথায় পা দিয়ে নিচে নেমেছিলেন? কোন রাস্তা ধরে মক্কা মুকাররমায় গিয়েছিলেন? ঘরে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সঙ্গে কি কি কথা হয়েছিল? কতক্ষণ চাদর মুড়ি দিয়ে আরাম করেছিলেন? ওয়ারাকা বিন নওফেলের নিকট কোন রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন? সেখানে কতক্ষণ ধরে কি কি কথা হয়েছিল? এমনকি মৃত্যুর মুহূর্তের চার্ট পর্যন্তও করা সম্ভব।

যেহেতু অনাদি-অনন্তকালের সর্বময় জ্ঞান যাঁর নিকটে রয়েছে আসমান-যমীনের সেই স্রষ্টা শুধুই এবং শুধুই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহান সত্তাকে পুরো দুনিয়ার মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ (একক ও পূর্ণাঙ্গ রোল মডেল) বানিয়েছেন। তাই তাঁর বাণী ও কর্মকে সর্বপ্রকার কলুষতা এবং শয়তান ও বাতিলের দূষণ থেকে রক্ষার নিমিত্ত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মুহাদ্দিছ, জীবনীকার ও ইতিহাস লেখকদের মত জ্ঞানী-গুণীদের একটি দল সৃষ্টি করেন। যাঁরা এই ব্যবহারিক কুরআন তথা রাসূলের পবিত্র জীবনীকে সকল উল্টো-সিধে, ভালো-মন্দ এবং শয়তানী দাগাবাজি থেকে বাঁচাতে শাস্ত্রের পর শাস্ত্র রচনা করেছেন। যেমন করে বাঙ্ময় কুরআনের বিস্ময় কখনো শেষ হবার নয়, বিলকুল তেমনি করে এই ব্যবহারিক কুরআন রাসূলের পবিত্র জীবনীর বিস্ময়ও কখনো শেষ হবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধিত হ'তে থাকবে ততই তার বিস্ময় ও আজব দিক বেশী বেশী উন্মোচিত হ'তে থাকবে। কতই না বিস্ময়কর যে, জীবনী লেখকগণ তাঁর ছাগল, উট, ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্রের বর্ণনার উপর পৃথক পৃথক বই লিখেছেন। এমনকি তাঁর জুতা-স্যান্ডেলের বর্ণনা দিয়েও অনেক বই রচিত হয়েছে।

মাওলানা কালীম ছিদ্দীকী একবার মদীনা মুনাওয়ারায় এক সীরাত লাইব্রেরী পরিদর্শন করেছিলেন। সেখানে তিনি এক আলমারিতে ডক্টর আবদুল জাব্বার রিফাঈ রচিত একটি গ্রন্থ দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'মু'জামু মা কুতিবা আনির রাসূলি ওয়া আহলিল বায়ত' (রাসূল ও তাঁর পরিবারের উপর লিখিত বইসমূহের তালিকা)। এটি ছিল আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত তার পিএইচ.ডি গবেষণার অভিসন্দর্ভ। সম্ভবত গ্রন্থটি ১৮ খণ্ডে রচিত। তাতে তিনি কেবল পবিত্র জীবনীর উপর রচিত গ্রন্থসমূহের ফিরিস্তি ও সূচী তৈরি করেছেন। বইয়ের নাম, ভাষা, লেখকের নাম, ঠিকানা, পৃষ্ঠা সংখ্যা, প্রেসে ছাপা না হাতে লেখা, কোথা থেকে বইটি সংগৃহীত তা লেখার পর লেখক দু'চার লাইনে বইয়ের পরিচিতি তুলে ধরেছেন। তালিকায় (রেজিস্টারে) কত বই আছে তার সংখ্যা জানার জন্য মাওলানা কালীম ছিদ্দীকী শেষ খণ্ডটি হাতে নেন এবং দেখতে পান যে, সর্বশেষ গ্রন্থের নম্বর ২৯৭৭৪ (উনত্রিশ হাযার সাত শত চুহাত্তর)। এ গ্রন্থে ডক্টর আবদুল জাব্বার পবিত্র সীরাতের সেসব গ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরেছেন যা তিনি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থ ৮৫ খণ্ডে লিপিবদ্ধ ছিল, যাকে ডক্টর ছাহেব একটি গ্রন্থ ধরে হিসাব করেছেন। আরবীতে লেখা সিরিয়ার এক আলেমের একটি বই ছিল, যা শুধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'না'লাইন' বা জুতার উপর লেখা হয়েছিল।

এটা ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়। বরং জগতের স্রষ্টা ও পরিচালক পরওয়ারদিগার স্বীয় নিয়ম-নীতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বলে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে শুধুই এবং শুধুই আখেরী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মহান সত্তা ও তাঁর চরিতাদর্শকে সর্বকালের সকল দেশের মানবকুলের জন্য একমাত্র রোলমডেল, বরকতময় ও সুন্দর আদর্শ বানানোর সিদ্ধান্ত স্থির করেছিলেন। এজন্যই তাঁর পবিত্র জীবনীকে এমন প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য পন্থায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আখেরী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তুলনায় দুনিয়ার বড় বড় নেতৃবৃন্দ, ধর্মপ্রবক্তা, এমনকি নবীদের জীবনীরও হাযার ভাগের একভাগ পর্যন্ত সুরক্ষিত নেই। হযরত ঈসা (আঃ) যিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর সবচেয়ে নিকটকালের পয়গম্বর ছিলেন এবং বিজ্ঞান ও গবেষণার দুনিয়ায় সবচেয়ে সভ্য জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। খোদ সেই খৃষ্টানরাও স্বীকার করেন যে, ঈসা (আঃ)-এর জীবনের খুব সামান্যই জানা যায়।

কিছু ধর্মভীরু খৃষ্টান মনে করেন যে, ঈসা (আঃ)-এর জীবনের শুধুমাত্র আড়াই দিনের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় এবং তার শিক্ষারও ৩০%-এর বেশী সুরক্ষিত নেই। জানার এহেন স্বল্পতা হেতু কিছু খৃষ্টানের মনে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, ঈসা ইবনু মারিয়াম নামের কোন লোক আদৌ ছিলেন কি-না? বার্টান্ড রাসেল ও অন্য কয়েকজন পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী এমন প্রশ্নই তুলেছেন। এমনিভাবে হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে খোদ তাঁর অনুসারী পণ্ডিতগণ বলেছেন, তিনি একজন কাল্পনিক ব্যক্তি *(নাউযুবিল্লাহ)*। এছাড়াও মহাভারত, রামায়ণ ও ভারতীয় অন্যান্য ধর্মের প্রবক্তাদের সম্পর্কে সাধারণত এমন ধারণাই পোষণ করা হয় যে, ওগুলো নাটকের কাল্পনিক চরিত্রবিশেষ। অথচ আল্লাহ্র আখেরী রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের নানা দিকই কেবল চূড়ান্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ সহকারে বিদ্যমান নেই; বরং তাঁর সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সুরক্ষিত আছে। মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাসকারী একজন ধর্মীয় চিন্তাবিদ আলেম সকল নবীপত্নীর গৃহের বর্ণনা দিয়ে পুরো একটা বই লিখেছেন। তাতে তিনি ইতিহাসের নিরীখে গৃহগুলোর সাইজ, অবস্থানক্ষেত্র এবং তাদের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত করেছেন। হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের মধ্যে শুধুই কেবল এক মহান সত্তা রহমাতুল্লিল আলামীন নবীর জীবনী এবং তাঁর জীবনপদ্ধতিকে এভাবে প্রামাণ্য বরাত সহকারে সংরক্ষণ এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, জগৎসমূহের স্রষ্টা ও মালিক

শুধুই এবং শুধুই তাঁর মহান সত্তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানবকুলের জন্য বিশ্বব্যাপী একক রোলমডেল ও সুন্দরতম আদর্শ করে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে শুধুই তাঁর মহান সত্তাকে একক রোল মডেল ও সুন্দরতম আদর্শ করেছেন, সেহেতু পুরো মানবজাতির মধ্যে তাঁর মহান সত্তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য তাঁকে 'বিশ্ববাসীর প্রতি রহমত' করে পয়দা করেছেন। তিনি বলেছেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، 'আমরা তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*।

ভারতের বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক মাওলানা কালিম ছিদ্দীকী বলেন যে, তাঁর মুরশিদ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) বলতেন, মহান আল্লাহ্র সৃষ্টির মাহাত্ম্য দেখুন, আল্লাহ তা'আলা কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যাদের আকৃতি, মেযাজ, রুচি পৃথক পৃথক, তাদের দৃষ্টি, বাচনভঙ্গি এমনকি শোনাশুনির রুচি পর্যন্ত পৃথক। আমাদের এলাকায় ফর্সা রং পসন্দনীয়, আবার আফ্রিকার দেশগুলোতে চটকদার কালো রংকে কমনীয় ও আকর্ষণীয় ভাবা হয়। কেউ মিষ্টি পসন্দ করে তো অন্য কেউ তিতা পসন্দ করে, কারো একজনের চেহারা ভালো লাগলেও অন্যজন আবার আরেকজনকে পসন্দ করে। একইভাবে মানুষে মানুষে মানসিক রুচিবোধেও তারতম্য ঘটে। বিদ্যা মানুষের দামী অলঙ্কার। তারপরও দুনিয়াতে এমন মানুষও পাওয়া যাবে যাদের লেখাপড়া জানা মানুষের প্রতি বিদ্বেষ আছে। দানশীলতা মানুষের একটি মর্যাদাপূর্ণ গুণ, কিন্তু এই দুনিয়াতে এমন কৃপণও আছে যারা অন্যের দান-দক্ষিণাতেও এলার্জি বোধ করে। কিন্তু সারা দুনিয়া খুঁজে এমন একটা লোকও মিলবে না যার দয়া-অনুকম্পা পসন্দ নয়, দয়া-অনুকম্পা লাভ থেকে তার মন দূরে থাকতে চায় কিংবা দয়া-অনুকম্পা দেখে এলার্জি বোধ হয়। তাই আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। যাতে সারা দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ তাঁর সত্তা, তাঁর চরিত্র এবং তাঁর পবিত্র জীবনীর প্রতি মোহমুগ্ধ হয় এবং আকর্ষণ বোধ করে।

সেই ব্যক্তি বড়ই ভাগ্যবান, আল্লাহ্র রহমতে যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর বিশ্বব্যাপী দয়ালু সত্তার পরিচয় পেয়েছেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাঁর নবুঅতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখেছেন। এই জাতি ও উম্মাহকে 'শ্রেষ্ঠ উম্মাত'-এর পদমর্যাদা দিয়ে তাদের উপর এই পদকেন্দ্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়েছে। যাতে তারা পুরো মানববিশ্ব জুড়ে বিশ্ববাসীর জন্য করুণাময় রাসূল (ছাঃ), তাঁর শিক্ষা ও তাঁর দ্বীনের পরিচিতি তুলে ধরার কাজ চালিয়ে যায়। তাঁর মাধ্যমে অবতীর্ণ রহমত ও করুণাকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। আফসোস! এই উম্মত বর্তমানে শ্রেষ্ঠ উম্মত পদের প্রতি এমন অপরাধযোগ্য উদাসীনতা দেখিয়ে চলছে যে রহমতপূর্ণ রাসূল, তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর আনীত দ্বীনকে অন্যদের কাছে পৌঁছানো তো দূরে থাক নিজেরাই তাঁর রহমতপূর্ণ জীবন ও চরিত্র থেকে উদাসীন থাকার দরুন বিশ্ব মানবতা ও রহমতপূর্ণ রাসূলের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হেদায়াতনামা বা পথনির্দেশ বাঙময় কুরআন যাকে খোদ কুরআন সমগ্র মানবজাতির পথনির্দেশ বলেছেন, তার উপর এতটাই যুলুম-অবিচার করেছি যে, তাকে শুধু মুসলিম জাতির ধর্মীয় গ্রন্থ বলে পরিচিত করিয়েছি। একইভাবে ব্যবহারিক কুরআন রাসূলে রহমত (ছাঃ)-কে স্রেফ মুসলমানদের রাসূল আখ্যা দিয়েছি। অথচ না কুরআন মাজীদের কোথাও আছে, না রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন বাণীতে এ কথা বলা হয়েছে যে, কুরআন শুধুই মুসলিমদের জন্য এসেছে এবং তা কেবল তাদের ধর্মগ্রন্থ। কুরআন তো বরং পুরো বিশ্বের মানুষের জন্য পথনির্দেশ। মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও শুধু মুসলমানদের রাসূল নন। খোদ কুরআন যেখানে তাঁর পরিচয় তুলে ধরেছে সেখানে তাঁকে সমগ্র মানব জাতির রাসূল বলে আখ্যায়িত করেছে। এরশাদ হয়েছে, قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا 'তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)* অন্যত্র এসেছে, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، 'আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি' *(সাবা ৩৪/২৮)*।

সমগ্র মানবজাতির অধিকার ক্ষুণ্ন করে এবং কুরআন ও সীরাতের সাথে এরূপ অপরাধপূর্ণ আচরণ করে আমরা শুধুই নিজেদের শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার সম্মান খোয়াইনি, বরং সমগ্র মানবজাতিকে কুরআন ও সীরাতের খায়ের-বরকত থেকেও বঞ্চিত করেছি। যে কারণে মানবজাতি কুরআন মাজীদকে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ এবং নবীয়ে রহমত (ছাঃ)-কে মুসলিম জাতির পথপ্রদর্শক, মহাপুরুষ ও নেতা মনে করে। আজ তাঁর রেখে যাওয়া দাওয়াতের প্রতি আমাদের অপরাধভরা উদাসীনতা, আমাদের আমল-আখলাক এবং বাতিল, শয়তানী ও ত্বাগূতী প্রচার মাধ্যমের অহর্নিশ বিরূপ প্রোপাগাণ্ডার ফলে তাঁকে এমন এক জাতির রাসূল মনে করা হয় যারা তাদের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী, জঙ্গি, যালেম ও মূর্খ জাতি বলে বিবেচিত। অতএব কেন তারা এক কুখ্যাত জাতির বীরপুরুষ, নেতা ও রাসূলকে এবং তাদের ধর্মীয় গ্রন্থকে বুঝা, পড়া ও মানার জন্য চেষ্টা করবে?

বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের যেভাবে অনুবাদ ও তাফসীর হয়েছে, তাকে সত্যই বিস্ময় মানতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত এমন অনুবাদ ও তাফসীর ইসলামী পাঠাগারগুলোতে খুব কমই মিলবে যা দাওয়াত ও প্রচারের ময়দানে সক্রিয় আলেমদের হাতে লেখা হয়েছে এবং যা কোন দাওয়াতদানের জন্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে একজন দাওয়াতদাতা এই মর্মে তৃপ্ত হবেন যে, আমি তার মান-মর্যাদা, বোধ-বুদ্ধি, আক্বীদা-বিশ্বাস, সমাজ-

জামা'আতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার মাতৃভাষায় তার কাছে কুরআন মাজীদ পৌঁছাতে পেরেছি। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনী বিষয়ক এমন বইও খুব দুষ্প্রাপ্য যা দাওয়াতদানের জন্য উদ্দিষ্ট অমুসলিম ভাইকে দিয়ে দিল আশ্বস্ত হ'তে পারে যে, আমি একজন তার মেযাজ ও বোধ অনুযায়ী নবীজীবনী তার কাছে পৌঁছিয়েছি।

এটা কাকতালীয়ই বলি, আর শ্রেষ্ঠ উম্মত বা দাওয়াতদাতা উম্মতের উদাসীনতাই বলি, রাসূলের পবিত্র জীবনীর উপর এত বিস্ময়কর কাজ হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ বই পড়ে পাঠক বেশীর থেকে বেশী এটাই অনুভব করতে পারে যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছিলেন একজন সফল যোদ্ধা, সেনাপতি ও শাসক- যিনি বিস্ময়করভাবে বিশ্ব-ভূমণ্ডল জয় করে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন এবং তৎকালীন বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ অবধি তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। অথচ শ্রেষ্ঠ উম্মতের, বিশেষত ওলামায়ে উম্মতের দায়িত্ব ছিল আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে সারা দুনিয়ার মানুষের নিকট তাঁর পরিচয় তুলে ধরা এবং তাঁর শিক্ষা ও সত্য দ্বীন তাদের নিকট পৌঁছানো।

এটা খুবই প্রয়োজন ছিল যে, কুরআন ও সীরাত সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় এমনভাবে সাধারণ দৃশ্যপটে নিয়ে আসতে হবে, যাতে কুরআন শুধু মুসলমানদের দ্বীনী গ্রন্থ এবং আল্লাহ্র আখেরী রাসূল (ছাঃ) শুধুই মুসলমানদের রাসূল মনে করার মতো ভ্রান্ত ধারণা শুধু মুসলমানদের থেকেই দূরীভূত হবে না বরং অমুসলিমরাও তাতে কুরআন ও নবী করীম (ছাঃ)-এর আসল পরিচয়, প্রকৃত শিক্ষা এবং রহমত ভরা জীবনের সন্ধান পাবে। তার থেকেও বড় কথা অমুসলিম ভাইদের নিকট কুরআন ও সীরাত পাকের আসল পরিচয় পৌঁছে যাবে। আল্লাহ্র রাসূলের হেদায়াতমূলক কর্মকাণ্ড জানা ও মানার জন্যই এমন গ্রন্থ রচনা করা এবং পাঠ করা একান্ত দরকার। তাতে আল্লাহ চাহেন তো তারা কুরআন ও সুন্নাহ্র ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আল্লাহ আমাদের এ লক্ষ্যে কাজ করার তাওফীক দিন-আমীন!

[মাওলানা কালীম ছিদ্দীকী রচিত 'গায়ের মুসলিমূঁ মেঁ সীরাত পাক কা তা'আরুফ করানা ভি দাওয়াতী যিম্মাদারী হায়' (অমুসলিমদের মাঝেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সীরাত তুলে ধরা দাওয়াতী দায়িত্ব) প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত। সূত্র: মাসিক আরমুগান (উর্দূ), জানুয়ারী, ২০২১ সংখ্যা। ফুলাত, মুযাফ্ফরনগর, ইউপি, ইণ্ডিয়া। www.armughan.net]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

১৪৪৩ হিজরীর মাহে রামাযানে কর্মীদের প্রতি

আমীরে জামা'আতের আহ্বান

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

- পরপারের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হৌন!
- সর্বদা আল্লাহ্র দাসত্বের মধ্যে থাকুন!
- পরস্পরে মহব্বত বৃদ্ধি করুন ও সংগঠনকে সীসাঢালা প্রাচীরের মত গড়ে তুলুন।
- রামাযানে বেশী বেশী তেলাওয়াত করুন এবং ছিয়াম ও ক্বিয়াম (২য় সংস্করণ ২০২১) ও মৃত্যুকে স্মরণ (২য় সংস্করণ ২০২০) বই দু'টি বারবার পাঠ করুন!
- প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়' ও ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয়ের তহবিলে পরকালের জন্য স্থায়ী ছাদাক্বা পেশ করুন!

কক্সবাজার শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ নির্মাণকাজে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

আল্লাহ্র অশেষ রহমতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র বাজারঘাটা পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তা সংলগ্ন ৮ শতাংশ জমির উপর আহলেহাদীছ মসজিদ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যেখানে মসজিদসহ মক্তব, মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা, লাইব্রেরী, কমিউনিটি সেন্টার, মুসাফিরখানা ও সমাজসেবা কেন্দ্র থাকবে ইনশাআল্লাহ। পরিকল্পনা মোতাবেক ইতিমধ্যে ৪ শতাংশ জমি বায়না করা হয়েছে এবং অস্থায়ী টিনশেড মসজিদ নির্মাণ করে জুম'আসহ ওয়াক্তিয়া ছালাত এবং মক্তব চালু করা হয়েছে। এক্ষণে জমি ক্রয় ও নির্মাণাধীন বহুতল মসজিদ কমপ্লেক্সটি সম্পন্ন করার জন্য প্রায় ৬ কোটি টাকা প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। অতএব ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য ক্ষেত্রে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সাধ্যমত দান করার তাওফীক দিন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

(১) ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ কক্সবাজার, সঞ্চয়ী হিসাব নং- ০৪৭১১২০১১৭৫০১,
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কক্সবাজার শাখা।

(২) ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ কক্সবাজার, সঞ্চয়ী হিসাব নং- ৩০১০-১২১০০০১৪৭১৫,
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, কক্সবাজার শাখা।

বিকাশ ও নগদ : ০১৭৮৬-৫৬৯৪১১, **সার্বিক যোগাযোগ :** ০১৭১৭-১৭৩১৪১, ০১৭১৫০০৭৫২২।

সুন্নাত আঁকড়ে ধরার ফযীলত

*মূল : ড. আব্দুল্লাহ বিন ঈদ আল-জারবূঈ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান***

সুন্নাতের পরিচয়

সুন্নাতের শাব্দিক অর্থ : সুন্নাত (سُنَّةُ) শব্দটি আরবী, যা (سَنَّ) থেকে নির্গত। এর অর্থ সীরাত ও চলার পথ, তা ভাল হোক অথবা মন্দ। এর ভিত্তি হ'ল যেমন তারা বলে থাকে, আমি রেত দিয়ে কোন কিছুকে আঘাত করলাম অর্থাৎ সেটিকে তার উপর ঘষা দিয়ে অতিক্রম করালাম, যেন তাতে আঘাতের ছাপ ফেলে বা রাস্তা তৈরী করে।

বলা হ'য়ে থাকে, এর অর্থ- চলমান। সুতরাং আমরা যদি বলি, সুন্নাত; তাহ'লে এর অর্থ হবে, চলমান রাখার নির্দেশনা। যেমন তারা বলে থাকে, আমি পানিকে চলমান রেখেছি, তথা তা পর্যায়ক্রমে ঢেলেছি।[১]

আবুল হাসান ইবনে ফারিস বলেন, সুন্নাত অর্থ- ধারাবাহিকতা তথা কোন কিছুকে সহজেই চালু রাখা এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। এখান থেকেই বলা হয়, সুন্নাত। তা হ'ল, সীরাত। আর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত হ'ল তাঁর সীরাত।

সুন্নাত নামকরণ করা হয়েছে এ কারণে যে, তা চলমান। এজন্য বলা হ'য়ে থাকে, তুমি তোমার সুন্নাত মোতাবেক চল। বাতাস চলমান রয়েছে, যদি তা একইভাবে প্রবাহিত হয়।[২]

সুন্নাত শব্দটি শারঈ বিভিন্ন দলীলেও বর্ণিত হয়েছে, যেখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয় প্রশংসনীয় পথ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، 'আল্লাহ তোমাদের জন্য (হালাল-হারাম) ব্যাখ্যা করে দিতে চান এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের (সুন্দর) রীতি সমূহের প্রতি তোমাদের পথ প্রদর্শন করতে চান ও তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/২৬)*।

আবার সুন্নাত দ্বারা মন্দ পথও বুঝানো হ'য়ে থাকে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ 'যদি কোন ব্যক্তি মাযলূম হ'য়ে খুন হয়, তবে তার সে খুনের একাংশ (পাপ) আদম (আঃ)-এর পুত্র (ক্বাবীল)-এর উপর বর্তায়। কেননা সেই সর্বপ্রথম খুনের প্রচলন করেছিল'।[৩]

হুযালী খালিদ বিন যুহাইর বলেন, فَلَا تَجْزَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا- فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيْرُهَا. 'যে রীতির প্রচলন আপনি করেছেন তাতে নিজেই অস্থির হবেন না। কেননা কোন রীতির প্রতি সে-ই প্রথম সন্তুষ্ট ব্যক্তি, যে সেটার প্রচলন করে'।[৪]

কোন কোন দলীলে সুন্নাতের দু'টি অর্থই একত্রে এসেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ-

'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন সুন্দর রীতি চালু করল এবং পরবর্তী কালে সে অনুসারে আমল করা হ'ল, তাহ'লে আমলকারীর সমান প্রতিদান তার জন্য লিখা হবে। এতে তাদের প্রতিদানে কোন কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করল এবং তারপরে সে অনুযায়ী আমল করা হ'ল, তাহ'লে ঐ আমলকারীর সমান গুনাহ তার জন্য লিখা হবে। এতে তাদের পাপ সামান্য হ্রাস হবে না'।[৫]

সুন্নাতের পারিভাষিক অর্থ :

فَهِيَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنْهُ، وَنَدَبَ إِلَيْهِ قَوْلًا وَفِعْلًا مِمَّا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيْزُ-

'তা হ'ল এমন বিষয়, যা নবী করীম (ছাঃ) করতে আদেশ করেছেন ও যা থেকে নিষেধ করেছেন এবং কথা ও কর্ম দ্বারা এর প্রতি তিনি উৎসাহিত করেছেন, যে বিষয়ে মহিমান্বিত কিতাব বলেনি'। এজন্য শরী'আতের দলীলগুলি সম্পর্কে বলা হয়, কিতাব ও সুন্নাত। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছ।[৬]

যেমন নবী করীম (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তাঁর ইবাদতকে কম মনে করা তিনজন ব্যক্তিকে তিনি বলেন,

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لله، وَأَتْقَاكُمْ لَه، لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي-

'তোমরা কি ঐসব লোক, যারা এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশী অনুগত। অথচ আমি ছিয়াম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। ছালাত আদায় করি এবং নিদ্রাও যাই। নারীদেরকে বিবাহ করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ হবে, তারা

---

* শিক্ষক, মদীনা ইসলামী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

** পিএইচ. ডি গবেষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. জাওহারী, আছ-ছিহাহ ৫/১৭২১; তাহযীবুল লুগাত ১২/২৯৮; লিসানুল আরব ১৩/২২০; জুরজানী, তা'রীফাত ১৬১ পৃ:; ইরশাদুল ফুহূল, ১/৯৫।

২. মাক্বাইসুল লুগাত ১/৫৪৯-৫৫০।

৩. বুখারী হা/১০৩/৭৩২১; মুসলিম হা/১৩০৩, ১৬৭৭।

৪. লম্বা পংক্তির অংশবিশেষ। জাওহারী এটিকে হুযালীর বলে উল্লেখ করেছেন, আছ-ছিহাহ ৫/১৭২১।

৫. মুসলিম হা/২০৫৯/১০১৭।

৬. নিহায়াহ ফী গারীবিল আছার ২/৪০৯ পৃ:।

আমার দলভুক্ত নয়’।[৭]

ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ‘এখানে সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল, তরীক্বা বা পথ। এটা দ্বারা ফরযের বিপরীত কিছু উদ্দেশ্য নয়। আর কোন কিছু থেকে বিমুখ হওয়ার অর্থ, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। অর্থাৎ যে আমার পথ পরিত্যাগ করে অন্য কোন পথ গ্রহণ করল, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। তথা আমার পথের উপরে নেই’।[৮]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, السُّنَّةُ هِيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ اِعْتِقَادًا وَاقْتِصَادًا وَقَوْلًا وَعَمَلًا– ‘সুন্নাত হ’ল, রাসূল (ছাঃ), তাঁর ছাহাবীগণ আক্বীদা, মধ্যমপন্থা, কথা ও কর্মগত দিক দিয়ে যার উপরে ছিলেন’।[৯]

তিনি আরোও বলেন, সালাফের বক্তব্যে সুন্নাত শব্দটি দ্বারা ইবাদত ও আক্বীদার ক্ষেত্রে সুন্নাতকে বুঝানো হয়। যদিও তাঁদের অনেকেই সুন্নাত বিষয়ে গ্রন্থ সংকলন করে তা দ্বারা আক্বীদাকে উদ্দেশ্য করেছেন। এটি ইবনে মাসঊদ, উবাই বিন কা‘ব ও আবূ দারদা (রাঃ)-এর কথার ন্যায় اِقْتِصَادٌ فِيْ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اجْتِهَادٍ فِيْ بِدْعَةٍ، ‘সুন্নাত পালনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা বিদ‘আত পালনে ইজতেহাদ করার চেয়ে উত্তম’।[১০]

আবার সুন্নাতকে বিদ‘আতের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়। যেমন বলা হয়, অমুক সুন্নাতের অনুসারী, যখন সে নবী করীম (ছাঃ)-এর আমল অনুযায়ী আমল করে। চাই তা কিতাবে বর্ণিত হোক অথবা না হোক। তেমনি বলা হয়, অমুক বিদ‘আতী, যখন সে সুন্নাতের বিপরীতে আমল করে।[১১]

অনুরূপভাবে সুন্নাত দ্বারা ছাহাবীগণের আমলকেও বুঝানো হয়, তা কিতাবে অথবা সুন্নাতে বর্ণিত হোক অথবা না হোক। যেহেতু তা তাদের নিকট সাব্যস্ত সুন্নাত অনুসরণে আমল করা হয়েছে, যা আমাদের নিকট পৌঁছেনি। অথবা সে বিষয়ে তাঁদের সম্মিলিত ইজতেহাদের মাধ্যমে অথবা তাদের খলীফাগণের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত হয়েছে।[১২]

এরপর যখন বিভিন্ন বিষয়ক ইলম প্রকাশ পেল এবং পরিভাষা বিশেষজ্ঞরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল, তখন সুন্নাতকে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার শুরু হল প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে। আহ্লেহাদীছরা সুন্নাত বলতে বুঝান, مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ، وَكَذَا أَيَّامُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– ‘নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম, সম্মতি অথবা চারিত্রিক বা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সময়কাল’।

তাদের অনেকের নিকট সুন্নাত হাদীছের সমার্থবোধক শব্দ। অনেক উছূলবিদের নিকটও অনুরূপ।[১৩] উছূলবিদদের মতে সুন্নাত বলতে বুঝায়, مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ دَلِيْلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ– ‘নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম, সম্মতি যা শারঈ বিধানের দলীল হওয়ার উপযুক্ত’।[১৪]

ফক্বীহদের নিকটে সুন্নাত বলতে বুঝায়, اَلْفِعْلُ الْمَطْلُوْبُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ، وَهُوَ الَّذِيْ يُثَابُ فَاعِلُهُ، وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ– ‘এমন সব কর্ম যা করতে বলা হয়েছে, তবে জোরালোভাবে নয়। যার কর্তা ছওয়াব পায় কিন্তু পরিত্যাগকারী শাস্তিযোগ্য হয় না’।[১৫]

সুন্নাতের পারিভাষিক অর্থে এমন ইখতেলাফের কারণ হ’ল, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বানগণ স্ব স্ব ইলমের অর্থ ও উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে এটিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা। যেমন হাদীছ বিশারদগণ রাসূল (ছাঃ)-কে একজন সুপথপ্রদর্শক ইমাম, যাকে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা উত্তম আদর্শ ও নমুনা বলে জানিয়েছেন, এ সকল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা রাখে রাসূল (ছাঃ)-এর এমন সব বিষয়ে তারা গবেষণা করেন। যেমন তাঁর সীরাত, মর্যাদা, খবর, কথা ও কর্ম; তা দ্বারা শারঈ কোন হুকুম সাব্যস্ত হোক অথবা না হোক।

উছূলবিদগণ রাসূল (ছাঃ)-কে একজন শরী‘আত প্রবক্তা, যিনি তাঁর পরবর্তী মুজতাহিদদের জন্য মূলনীতি রেখে গেছেন এবং মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বর্ণনা করেন, সে হিসাবে তাঁকে নিয়ে গবেষণা করেন। সেজন্য তারা তাঁর কথা, কর্ম, সম্মতি যা আহকাম সাব্যস্ত করে ও নির্ধারণ করে এসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

ফক্বীহগণ রাসূল (ছাঃ)-এর এই দিকটি নিয়ে গবেষণা করেছেন যে, তাঁর কর্মসমূহ শারঈ বিধানের দলীল। তাই তারা বান্দাদের কর্মগুলি ওয়াজিব, হারাম অথবা বৈধ ইত্যাদি হওয়ার ক্ষেত্রে শরী‘আতের বিধান সম্পর্কে গবেষণা করেন।[১৬]

নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাত সম্পর্কে জানার গুরুত্ব :

আল্লাহ আমাদের রব। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি কোন কিছুকেই অনর্থক সৃষ্টি করেননি এবং তাদেরকে অহেতুক ছেড়েও দেননি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، ‘তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমরা

---

৭. *বুখারী হা/৩/৫০৬৩; মুসলিম হা/১০২০/১৪০১।*
৮. *ফাতহুল বারী ৯/৭-৮।*
৯. *মাজমূ ফাতাওয়া ৫/১১১।*
১০. *মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৮/১৭৮।*
১১. *মুওয়াফাক্বাত ৪/৪।*
১২. *মুওয়াফাক্বাত ৪/৪।*
১৩. *মাজমূ‘ ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া ১৮/৬-৭; ইরশাদুল ফুহূল, ৩৩পৃ:; ফাতহুল মুগীছ ১/১৪-১৫, ২১।*
১৪. *ইহকাম, আমেদী ১/২২৩।*
১৫. *কাওকাবুল মুনীর ১/৪০২; আনীসুল ফুক্বাহা ৩২পৃ:; হাশিয়াতুল আত্ত্বার ১/১২৭।*
১৬. *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা মিনাত তাশরী‘ইল ইসলামী ৬৭ পৃ:।*

তোমাদেরকে বৃথা সৃষ্টি করেছি এবং ভেবেছিলে যে, তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? অতএব মহামহিম আল্লাহ যিনি যথার্থ অধিপতি। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহান আরশের মালিক' *(মুমিনূন ২৩/১১৫-১১৬)*।

তিনি আরও বলেন, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ– 'আমরা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুকে বৃথা সৃষ্টি করিনি। এটি হ'ল কাফেরদের ধারণা মাত্র। অতএব কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ' *(ছোয়াদ ৩৮/২৭)*।

সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার বিষয়ে তাঁর অন্যতম হিকমত হ'ল, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীস্থাপন করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ– 'আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। তিনি আরোও বলেন, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا بِالْحُسْنَى، 'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র। যাতে তিনি অসৎ কর্মীদের প্রতিফল এবং সৎকর্মীদের উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন' *(নাজম ৫৩/৩১)*।

আর আল্লাহ্র ইবাদত করার কোন রাস্তা নেই তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি ব্যতীত, যিনি তাঁর শরী'আতের মুবাল্লিগ। সেজন্য তিনি তাকে কিতাব দান করেছেন, তাকে হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি জাগ্রত জ্ঞান সহকারে মানুষকে সেদিকে দাওয়াত দিয়েছেন। উম্মতের জন্য জানা আবশ্যক এমন সবকিছুই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, কোন কিছুই বাকী রাখেননি। যেসব বিষয় পরিত্যাগ করা আবশ্যক এমন সবকিছু সম্পর্কেই তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছেন। এভাবেই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَىُّ آيَةٍ قَالَ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا) قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ–

'জনৈক ইহুদী তাকে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইহুদী জাতির উপর নাযিল হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই আমরা সে দিনকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত? সে বলল, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)* এই আয়াতটি। ওমর (রাঃ) বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল তা আমরা জানি। তিনি সেদিন আরাফায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর দিনটি ছিল জুম'আর দিন'।[১৭]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, এই উম্মতের জন্য এটাই আল্লাহ্র দেয়া সবচেয়ে বড় নে'মত যে, তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছেন। সুতরাং তারা এই দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন দ্বীনের মুখাপেক্ষী নয়। তারা তাদের নবী ব্যতীত অন্য কোন নবীরও মুখাপেক্ষী নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে সর্বশেষ নবী করেছেন। তাকে মানব ও জিন সকলের জন্য প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি যা হালাল করেছেন তা ব্যতীত কোন হালাল নেই। আর তিনি যা হারাম করেছেন তা ব্যতীত কোন হারাম নেই। তিনি যে শরী'আত দিয়েছেন তা ব্যতীত কোন দ্বীন নেই। তিনি যা কিছু বলেছেন সবই হক ও সত্য। তাতে মিথ্যার লেশ মাত্র নেই, নেই কোন অসঙ্গতি।

যখন তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন, তখন তাদের জন্য নে'মতও পরিপূর্ণ হয়েছে। কেননা সেটা তো এমন মহান দ্বীন, যাকে আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেছেন, সেটাকে ভালোবেসেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলকে সেই দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং এর জন্য সর্বোত্তম কিতাব নাযিল করেছেন। আসবাত্ব সুদ্দী হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'এই আয়াতটি আরাফাতের দিন নাযিল হয়েছে। এরপর আর কোন হালাল ও হারাম বিধান নাযিল হয়নি। রাসূল (ছাঃ) ফিরে এসে মারা যান'।

আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا عِنْدَنَا مِنْهُ عِلْمٌ. 'রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে এমন অবস্থায় রেখে গেছেন যে, কোন পাখি তার দুই ডানার সাহায্যে উড়লে তাও আমরা জানতাম'।[১৮]

---

১৭. *বুখারী হা/৪৫; মুসলিম হা/৩০১৭।*

১৮. *ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/২৬৭/৬৫। আবূ হাতিম বলেছেন, এর অর্থ: রাসূল (ছাঃ)-এর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, খবর, কর্ম এবং তিনি যা কিছু হালাল করেছেন সবই আমরা জানতাম'। ইহসান ফী তাক্বরীবে ছহীহ ইবনে হিব্বান, শু'আইব আরনাঊত্ব, ১/২৬৭- অনুবাদক।*

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন। তার উম্মতের সকলের উপর এ দু'টি মেনে চলা আবশ্যক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ– 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(হাশর ৫৯/৭)*।

সুতরাং রাসূল (ছাঃ) কিতাব ও সুন্নাতের যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবই মেনে চলা আমাদের উপর আবশ্যক। তার অনুসরণ করা আমাদের উপর ওয়াজিব। এ দু'টি ইসলামী শরী'আতের এমন উৎস যার একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। এমনভাবে সংযুক্ত, যা আলাদা হওয়ার নয়। সুতরাং কিতাবের সাথে সুন্নাতের বন্ধন খুবই দৃঢ়। পরস্পরে সম্পর্ক খুবই মযবূত। তাই আপনি সুন্নাতকে দেখতে পাবেন, কুরআনে যা আছে তার বিশদ বর্ণনা করছে অথবা তারই গুরুত্ব বর্ণনা করছে বা তার সংক্ষিপ্ত বিধানকে বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করছে কিংবা তার 'মুত্বলাক'কে 'মুক্বাইয়াদ' করছে অথবা 'আম'কে 'খাছ' করছে বা দুর্বোধ্য বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছে।

এমনকি কুরআনে সুস্পষ্ট বলা নেই এমন শারঈ বিষয় তাতে পেয়ে যাবেন। অনুরূপ উম্মতের উপর তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা আবশ্যক করা হয়েছে। যদি হালাল হয়, তাহ'লে সেটাকে হালালই মনে করতে হবে। যদি হারাম হয়, তাহ'লে সেটাকে হারামই গণ্য করতে হবে। যদি সাব্যস্ত খবর হয়, তাহ'লে সেটিকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। আর এটাই হলো মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে আল্লাহ্র রাসূল এই সাক্ষ্যদানের পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، قَالَ: فَبَلَغَ امْرَأَةً فِي الْبَيْتِ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ؟ فَقَالَ: مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ، فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: " إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ، فَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] قَالَتْ:بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ.

'আল্লাহ লা'নত করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি, যারা অন্যের শরীরে উল্কি অঙ্কন করে, নিজেদের শরীরে উল্কি অঙ্কন করায়। যারা সৌন্দর্যের জন্য ভ্রূ উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। সেসব নারী আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি আনয়ন করে। এরপর বণী আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়াকূব নামের এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে সে এসে বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি লা'নত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যার প্রতি লা'নত করেছেন, আল্লাহ্র কিতাবে যার প্রতি লা'নত করা হয়েছে, আমি তার প্রতি লা'নত করব না কেন? তখন মহিলা বলল, আমি দুই ফলকের মাঝে যা আছে তা (পূর্ণ কুরআন) পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, তা তো এতে পাইনি। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে, তাহ'লে অবশ্যই তা পেতে। তুমি কি পড়নি যে, (আল্লাহ বলেছেন) রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা বর্জন কর' *(হাশর ৫৯/৭)*। মহিলাটি বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পড়েছি। তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বললেন, রাসূল (ছাঃ) এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন'।[১৯]

সেজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উপর নবীর সুন্নাতের জ্ঞানার্জন করা ও তা বুঝা আবশ্যক। বরং জ্ঞানার্জন, পানাহার, বাসস্থান, পোষাক ও সকল জীবিকার প্রয়োজনের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি তার দুই পাজরের মাঝখানের রূহের প্রয়োজনের চেয়েও বেশী প্রয়োজন। কেননা রূহ ব্যতীত সে মারা যেতে পারে। কিন্তু সুন্নাত ব্যতীত তাকে চিরস্থায়ী হতভাগা হয়ে থাকতে হবে।

এক: সুন্নাত আঁকড়ে ধরা রবের সন্তুষ্টি অর্জন, জান্নাত লাভ এবং তাঁর শাস্তি থেকে নাজাতের মাধ্যম :

এমর্মে আল্লাহ্র কিতাবে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য আল্লাহ্র রহমত অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/১৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ–

'আর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' *(তওবা ৯/৭১)*।

তেমনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ক্বিয়ামতের দিন সফলতা ও মহাবিজয় লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১৯. মুসনাদে আহমাদ হা/৪১২৯।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ–

'অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হ'তে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আর এরাই হ'ল সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হ'তে বেঁচে থাকে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১-৫২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে মহা সাফল্য অর্জন করে' *(আহযাব ৩৩/৭১)*।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ فَلاَ تَعُدُّوهُ 'সকল কাজের পিছনে থাকে প্রেরণা ও উদ্দীপনা। আর প্রত্যেক উদ্দীপনার পিছনেই লুকিয়ে থাকে অলসতা ও কর্মবিমুখতা। কাজেই যে লোক সোজা পথে চলে এবং নিজেকে মাঝামাঝি পর্যায়ে সোজাভাবে অবিচল রাখতে পারে, সে সাফল্য লাভের আশা করতে পারে। আর যদি তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা হয় (লোক দেখানো আমল করে) তাহ'লে তাকে সফলকাম ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য কর না'।[২০]

এসবই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(নিসা ৪/১৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا–

'বস্তুতঃ যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাথী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর এরাই হ'ল সর্বোত্তম সাথী' *(নিসা ৪/৬৯)*।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা করতে বলেছেন তা করল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা বর্জন করল, আল্লাহ তাকে তাঁর সম্মানজনক বাসস্থানে প্রবেশ করাবেন ও তাকে নবীগণের সাহচর্য দান করবেন। অতঃপর মর্যাদায় তাদের পরের স্তরে যারা রয়েছেন তাদেরও সাহচর্য দান করবেন। যেমন ছিদ্দীক্বগণ, এরপর শহীদগণ, এরপর সকল মুমিনগণ, তারা হ'লেন, সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ যাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল আমল সঠিক হয়েছে।[২১]

এ বিষয়ে নবীর সুন্নাতও বহন করে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا–

'আমার দৃষ্টান্ত সে লোকের মত যে আগুন জ্বালিয়েছিল। যখন তার চতুষ্পার্শ আলোকিত হ'ল, তখন পতঙ্গ ও সেসব জন্তু যা আগুনে পড়ে থাকে, তাতে পড়তে লাগল। আর সে লোক সেগুলিকে বাঁধা দিতে লাগল। তবে এরা তাকে হারিয়ে দিয়ে তাতে ঢুকে পড়তে লাগল। তিনি বললেন, এটাই হ'ল তোমাদের ও আমার অবস্থা। আমি আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধগুলি ধরে টানি ও বলি যে, আগুন হ'তে দূরে থাক, আগুন থেকে দূরে থাক। অথচ তোমরা আমাকে পরাস্ত করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ছ'।[২২]

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي– 'আমার ও তোমাদের উপমা সেই ব্যক্তির উপমার মত, যে আগুন জ্বালাল, ফলে ফড়িং ও পতঙ্গ তাতে ঝাপিয়ে পড়তে লাগল। আর সে লোক সেগুলিকে তা থেকে বিতাড়িত করতে লাগল। আমিও আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমর বন্ধ ধরে টানছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে যাচ্ছ'।[২৩]

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمْ

২০. *তিরমিযী হা/২৪৫৩।*

২১. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ২/৩৫৩।*
২২. *বুখারী হা/৬৪৮৩; মুসলিম হা/২২৮৪।*
২৩. *মুসলিম হা/২২৮৫।*

الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ الْحَقِّ.

'আমার ও আমাকে আল্লাহ যা কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হ'ল এমন যে, এক লোক কোন এক সম্প্রদায়ের কাছে এসে বলল, হে কওম! আমি নিজের চোখে সেনাবাহিনীকে দেখে এসেছি। আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। কাজেই তোমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। কওমের কিছু লোক তার কথা মেনে নিল। সুতরাং তারা রাতের প্রথম প্রহরে সে স্থান ছেড়ে রওনা হ'ল এবং একটি নিরাপদ জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। ফলে তারা রক্ষা পেল। তাদের মধ্যকার আরেক দল লোক তার কথাকে মিথ্যা মনে করল। ফলে তারা নিজেদের জায়গাতেই রয়ে গেল। সকাল বেলায় শত্রুবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ চালাল এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দিল ও উৎপাটিত করে দিল। এটাই হ'ল তাদের উদাহরণ যারা আমার আনুগত্য করে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করে। আর যারা আমার কথা অমান্য করে তাদের দৃষ্টান্ত হ'ল আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে'।[২৪]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، 'আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই অস্বীকার করবে'।[২৫]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'একদল ফেরেশতা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসল। তিনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। তাদের কেউ কেউ বলল, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। কেউ কেউ বলল, তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বলল, তোমাদের এই সাথীর একটি উদাহরণ আছে। সুতরাং তাঁর উদাহরণ তোমরা বর্ণনা কর। তখন তাদের কেউ বলল, তিনি তো ঘুমন্ত। আবার কেউ বলল, তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত, তবে অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বলল, তাঁর উদাহরণ হ'ল সেই লোকের মত, যে একটি বাড়ী তৈরী করল। তারপর সেখানে খানার আয়োজন করল এবং একজন আহ্বানকারীকে (লোকদের ডাকতে) পাঠাল। যারা আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল, তারা ঘরে প্রবেশ করে খানা খাওয়ার সুযোগ পেল। আর যারা আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল না, তারা ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং খানাও খেতে পারল না।

ফেরেশতারা বলল, উদাহরণটির ব্যাখ্যা করো, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। তখন কেউ বলল, তিনি তো ঘুমন্ত। আবার কেউ বলল, তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত, কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তখন তারা বলল, ঘরটি হ'ল জান্নাত, আহ্বানকারী হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল, তারা আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল, তারা আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল'।[২৬] সুতরাং 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল' অর্থাৎ তিনি খাবারের মালিকের রাসূল। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল, তাঁর দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত হ'ল, সে খাবার খেল। এতে জান্নাতে প্রবেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে'।[২৭] *(ক্রমশঃ)*

২৪. বুখারী হা/৬৪৮২; মুসলিম হা/৭২৮৩।

২৫. বুখারী হা/৭২৮০।
২৬. বুখারী হা/৭২৮১।
২৭. ফাতহুল বারী ১৩/২৭০।

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহু। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত **'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে'** মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারণ করা যরূরী হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে বহুতল বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সাধ্যমত দান করার তাওফীক দিন- আমীন!!

মাস্টারপ্লান

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফান্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা
মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ছওম বা ছিয়াম : অর্থ বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হ'তে বিরত থাকাকে 'ছওম' বা 'ছিয়াম' বলা হয়। ২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হয়।

ছিয়ামের ফাযায়েল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ পর্যন্ত প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য ভাষায় নিয়ত পড়া বিদ'আত।

২. ইফতারের দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩] ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু... হাদীছটি 'যঈফ'। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ' (পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল)।[৪]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার দ্রুত করবে। কেননা ইহূদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৫] তিনি বলেন, তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর।[৬] তিনি আরো বলেন, 'আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের ছিয়ামের পার্থক্য হ'ল সাহারী খাওয়া'।[৭]

৪. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৮] বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৯]

৫. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।[১০]

৬. তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।[১১]

৭. তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা : (ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান বা রামাযানের বাইরে (তিন রাক'আত বিতরসহ) এগার রাক'আতের বেশী রাতের নফল ছালাত আদায় করতেন না'।[১২]

(খ) হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'ওমর ফারূক (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে লোকদেরকে সাথে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন'।[১৩] এ সময় তাঁরা প্রথম রাত্রিতে ইবাদত করতেন।[১৪] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুওয়াত্ত্বায় *(হা/৩৮০)* ইয়াযীদ বিন রূমান কর্তৃক যে বর্ণনাটি এসেছে যে, 'লোকেরা ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়ত' একথাটি 'যঈফ'। কেননা ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যামানা পাননি।[১৫] অতএব ইজমায়ে ছাহাবা কর্তৃক ওমর, ওছমান ও আলীর যামানা থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি 'মুদরাজ' বা পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট। এতদ্ব্যতীত চার খলীফার কারো থেকেই ছহীহ সনদে ২০ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়।[১৬] বিশ রাক'আত তারাবীহ-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল।[১৭]

---

১. *বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।*
২. *বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৩. *বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।*
৪. *আবুদাঊদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।*
৫. *আবুদাঊদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫।*
৬. *ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৩৯৮৯।*
৭. *মুসলিম হা/১০৯৬।*
৮. *বুখারী হা/১৯১৯; মুসলিম হা/১০৯২; নায়লুল আওত্বার ২/১২০ পৃঃ।*
৯. *ফাৎহুল বারী হা/৬২২-২৩-এর ব্যাখ্যা, 'ফজরের পূর্বে আযান' অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪; নায়লুল আওত্বার ২/১১৯।*
১০. *আবুদাঊদ হা/২৩৫০, মিশকাত হা/১৯৮৮।*
১১. *মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।*
১২. *বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।*
১৩. *মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৭৯, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০২, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।*
১৪. *বুখারী, মিশকাত হা/১৩০১।*
১৫. *দ্রঃ আলবানী, মিশকাত, হা/১৩০২ টীকা-২।*
১৬. *হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৭১-এর হাশিয়া-৭, 'রামাযানে ছালাত' অধ্যায়; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২।*
১৭. *আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫, ২/১৯১ পৃঃ।*

(গ) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৮] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৮. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুবুন তুহিববুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ-'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৯]

৯. ই'তিকাফ : ই'তিকাফ তাক্বওয়া অর্জন করার একটি বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন'।[২০] নারীদের জন্য বাড়ীর নিকটস্থ মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম।[২১]

২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে।[২২] তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে আগপিছ করা যাবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।[২৩]

১০. ফিৎরা : (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[২৪] ঈদুল ফিতরের ১ বা ২ দিন আগে বায়তুল মাল জমাকারীর নিকট ফিৎরা জমা করা সুন্নাত, যা ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।[২৫]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'যারা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর 'রায়'-এর অনুসরণ করেন মাত্র'।[২৬] (গ) মদীনার হিসাবে এক ছা' এদেশের আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল। টাকা দিয়ে ফিৎরা আদায় করার কোন দলীল নেই।

১১. ঈদের তাকবীর : ছালাতুল ঈদায়েনে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[২৭] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[২৮]

১২. মহিলাদের ঈদের জামা'আত : মহিলাগণ শারঈ পর্দা বজায় রেখে পুরুষদের ঈদের জামা'আতে শরীক হ'তে পারবেন। উম্মে 'আতিয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদেব ঋতুবতী এবং বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ঋতুবতী মহিলারা ঈদগাহে মুসলমানদের জামা'আতে ও তাদের দো'আতে শরীক হবে। কিন্তু ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে।[২৯]

১৩. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা ওয়াজিব হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয় *(নিসা ৯২; মুজাদালাহ ৪)*। (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[৩০]

১৪. ছিয়ামের অন্যান্য বিধান : (ক) অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা অসুস্থ তথা যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[৩১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[৩২] (খ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[৩৩] ফিদইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' চাউল অথবা গম।[৩৪] তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

---

১৮. *মিশকাত হা/১৩০২।*
১৯. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।*
২০. *বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭।*
২১. *ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা।*
২২. *সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬ 'ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়' অনুচ্ছেদ।*
২৩. *বুখারী হা/২০২৯।*
২৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১৮১৫, ১৮১৬।*
২৫. *বুখারী হা/১৫০৮-১২; ঐ দ্রঃ ফাৎহুল বারী, ৩/৪৩৬-৪১।*
২৬. *দ্রঃ ফাৎহুল বারী (কায়রো : ১৪০৭ হি), ৩/৪৩৮ পৃঃ।*
২৭. *আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
২৮. *আলোচনা দ্রষ্টব্য : নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ২০৬-১২।*
২৯. *বুখারী হা/৯৮০-৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
৩০. *শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃঃ।*
৩১. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত।*
৩২. *বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃঃ।*
৩৩. *নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।*
৩৪. *বায়হাক্বী হা/৮০০৫-০৬, ৪/২৫৪ পৃঃ।*

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

প্রচলন : ঈদায়নের ছালাত ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে চালু হয়। এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এটি আদায় করেছেন এবং ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (ক) তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন। (খ) তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন। পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং চলার পথে অধিকহারে সরবে তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। (গ) মুক্বীম-মুসাফির সবাই ঈদের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। (ঘ) এ দিন সকালে মিসওয়াক সহ ওযূ-গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে উত্তম পোষাকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে তাকবীর দিতে দিতে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব। (ঙ) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত পড়বে। (চ) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।

ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত।[১] অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

তাকবীর ধ্বনি : আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য সময়ে দুই বা তিনবার করে এবং ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। এটি হ'ল 'ঈদের নিদর্শন' (شعار العيد)। এ সময় আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন'।[২]

ঈদায়নের ছালাত ও অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[৩] ১ম রাক'আতে 'আঊযুবিল্লাহ'-'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে স্রেফ 'বিসমিল্লাহ' বলবে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।[৪] চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৫] তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[৬]

ছয় তাকবীরের তাবীল : 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়'।[৭] বলে ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' (تأويل) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই। অনুরূপভাবে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ *(বোম্বাই ১৯৭৯, ২/১৭৩)*-তে বর্ণিত 'নয় তাকবীর' থেকে তাকবীরে তাহরীমা এবং ১ম ও ২য় রাক'আতের রুকূর তাকবীর দু'টিসহ মোট তিনটি ফরয তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হয়। এভাবেই তাবীল করে ছয় তাকবীর করা হয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কাউকে দেননি।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়।[৮] তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক'আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক'আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'। অথচ এ বিষয়ে ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানেরা অন্ত তঃ বৎসরে দু'টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারত।[৯]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[১০] এটি ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন সমূহের

---

১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮ পৃঃ।*
২. *দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ২৬-২৮ পৃঃ।*
৩. *আবূদাঊদ হা/১১৪৯; দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১৭০৪; বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' বই 'ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর' অধ্যায়, ৫ম সংস্করণ ২০০৯, ৩৩-৪২ পৃঃ।*
৪. *মির'আত ৫/৫৪ পৃঃ; আল-মুগনী, মাসআলা ১৪১৫, ২/২৮৩ পৃঃ; বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।*
৫. *মির'আত ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃঃ।*
৬. *মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩ পৃঃ।*
৭. *আবূদাঊদ হা/১১৫৩।*
৮. *ছহীহাহ হা/২৯৯৭।*
৯. *দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ২১১-১২ পৃঃ।*
১০. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১০২-১১৩ আয়াত।*

অন্যতম। হজ্জ ও ওমরাহ্র তালবিয়াহ পাঠ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[১১] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। না জানলে যেকোন সূরা পড়বে। জামা'আতে পড়লে ইমাম সরবে এবং মুক্তাদীগণ নীরবে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। একাকী পড়লে দু'টিই পড়বেন'।

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি করবে। এ সময় কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করা ঠিক নয়। ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরে ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল'।[১২]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১৩] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' 'ঈদে মি'রাজুন্নবী' প্রভৃতি নামে নানাবিধ ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রয়োজনে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। খুৎবার মাঝেও ইমামের তাকবীরের সাথে মুছল্লীগণ তাকবীর বলবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল তাকবীর বলবেন ও খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১৪] ছাহেবে মির'আত বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবার বক্তব্য সমূহ এবং ওয়ায-নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৫]

বিবিধ : (১) ঈদায়নের ছালাত ময়দানে হওয়াটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে 'বাত্বহান' (بَطْحَان) প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন এবং একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (২) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। (৩) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। (৪) জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম হিসাবে দু'টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি। অবশ্য দু'টিই আদায় করা যে অধিক ছওয়াবের কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৫) চাঁদ ওঠার খবর পরদিন পূর্বাহ্নে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে ঈদের ময়দানে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। নইলে পরদিন ঈদ পড়বে।

(৬) মক্কার সাথে মিলিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং স্রেফ হঠকারিতা মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো'।[১৬] এতে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ একই দিনে রামাযান পায় না এবং একই সময়ে চাঁদ দেখতে পায় না। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা মক্কায় যখন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, ঢাকায় তখন ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট রাত হয়। তখন ঢাকার লোকদের কিভাবে বলা যাবে যে, তোমরা চাঁদ না দেখেও ছিয়াম রাখ বা ঈদ করো? ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার ছিয়াম ও ঈদ মক্কার একদিন পরে চাঁদ দেখে হবে'।[১৭] (৭) কুরবানী ও আক্বীক্বা একই দিনে হ'লে এবং দু'টিই করা সাধ্যে না কুলালে আক্বীক্বা অগ্রাধিকার পাবে। কেননা সাত দিনে আক্বীক্বা করাই ছহীহ হাদীছ সম্মত।[১৮] (৮) দুই ঈদের দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১৯] আর আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ খানা-পিনার দিন।[২০]

(৯) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন *'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা'* (আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।[২১] অতএব পরস্পরে 'ঈদ মুবারক' বললেও উক্ত দো'আটি পাঠ করা সুন্নাত। এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[২২] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ ও মেলামেশা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

---

১১. বুখারী হা/১।
১২. মাসায়েলে কুরবানী ২৯-৩২ পৃঃ।
১৩. আবূদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯।
১৪. বুখারী হা/৯৮০; মিশকাত হা/১৪৩১।
১৫. মির'আত ৫/৩১।
১৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭০।
১৭. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০৫-০৬ পৃঃ।
১৮. তিরমিযী হা/১৫২২; আবূদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩।
১৯. বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/২০৪৮।
২০. মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।
২১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪২।
২২. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১।

দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(৪র্থ কিস্তি)

ত্যাগ স্বীকারের পথে বাধা সমূহ

দ্বীনের পথ মূলতঃ সফলতার পথ। আল্লাহ্র দেওয়া অভ্রান্ত সত্যের পথ। যে পথের শেষ ঠিকানা জান্নাত। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন নবীর যুগেই এপথ সহজ ছিল না। বরং এ পথে চলতে গিয়ে নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীগণ নানা বিপদ-মুছীবত ও কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হয়েছেন। যারা তাদের ঈমান ও ধৈর্যের সাথে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তারাই সফলতার মনযিলে মাকছূদে উপনীত হয়েছেন। আর যারা ত্যাগ স্বীকার করতে পারেননি, তারা মূলতঃ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার ঘেরাটোপে পড়ে ব্যর্থ হয়েছেন। এই পর্যায়ে আমরা সেই ব্যর্থতার কতিপয় কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

১. ইখলাছহীনতা :

যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য একনিষ্ঠতা প্রয়োজন। তবে দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার করার জন্য একনিষ্ঠতা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ্র পথে যে কোন কষ্ট স্বীকার ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর ইখলাছ বিহীন কোন ইবাদত আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না। পার্থিব স্বার্থে যতই কষ্ট স্বীকার করা হোক না কেন, তা যদি স্রেফ আল্লাহ্র জন্য না হয়ে থাকে, তাহ'লে এর কোন পরকালীন উপকারিতা নেই। উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি মনে করেন- যে ছওয়াব ও খ্যাতি উভয়টি লাভের জন্য যুদ্ধ করে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَا شَيْءَ لَهُ، 'তার জন্য কিছুই মিলবে না'। তিনি কথাটি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ আমল কবুল করেন না, যা তাঁর জন্য খালেছভাবে করা হয় না এবং এর দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য করা হয় না'।[১] তাছাড়া কারো ভিতর যদি খুলুছিয়াত না থাকে, তাহ'লে যে কোন ত্যাগ স্বীকার তার পক্ষে সম্ভব হবে না। যেমন কেউ যদি আল্লাহ্র ইবাদতে মুখলিছ না হ'তে পারে, তাহ'লে রাতের সুখনিদ্রা ভঙ্গ করে তাহাজ্জুদে দাঁড়ানো তার জন্য খুবই কঠিন হবে অথবা সম্ভবই হবে না। কারণ খুলুছিয়াত শূণ্য হৃদয়ে ত্যাগের পথে পা বাড়লেও শেষতক তার ওপর অবিচল থাকা সম্ভব হয় না। যেমন মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার দল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ওহোদ যুদ্ধে রওনা দিয়েছিল বটে, কিন্তু পরে মিথ্যা অযুহাত দিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল। অনুরূপভাবে খুলুছিয়াতের কারণে হাবীল তার পালের শ্রেষ্ঠ দুম্বা কুরবানী করেছিল এবং আল্লাহ তাঁর কুরবানী কবুল করেছিলেন। কিন্তু ইখলাছহীনতার কারণে কাবীল তার উৎকৃষ্ট সম্পদ কুরবানী করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সে তার উৎপাদিত নিকৃষ্ট ফসল উৎসর্গ করেছিল। ফলে তার এই উৎসর্গ কবুল হয়নি। যুগে যুগে যারাই আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, তারা বুকের প্রদীপ্ত ঈমানী বলে ত্যাগের বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। কেননা একনিষ্ঠতা ছাড়া জান্নাতের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পথ পাড়ি দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

২. অলসতা :

অলসতা অন্তরের একটি মারাত্মক ব্যাধি। অলসতা অভ্যাসে পরিণত হ'লে দৈহিক মৃত্যুর আগেই মানসিক মৃত্যু ঘটে। ধীরে ধীরে ইবাদতের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। পার্থিব ও পরকালীন উভয় জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। সেজন্য ভিতর থেকে অলসতার রোগ দূর করতে না পারলে দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার করা আদৌ সম্ভব হয় না। উন্নত জীবন গঠনে ও পরকালীন মুক্তির জন্য অলসতা পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। শয়তান গাফেল বান্দাকে এবং কখনো কখনো ঈমানদার ব্যক্তিকেও অলসতার মাধ্যমে ধোঁকায় ফেলে। যেমন তাবূকের যুদ্ধে তিনজন আনছারী ছাহাবী খাঁটি মুমিন হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে পড়েছিলেন। এদের মধ্যে কা'ব বিন মালেক (রাঃ) ছিলেন মক্কায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক বায়'আতে আক্বাবায় অংশগ্রহণকারী জালীলুল ক্বদর ছাহাবী। তারা সাময়িক অলসতার কারণে জিহাদে যোগদান করতে পিছিয়ে পড়েছিলেন। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বয়কটের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতিহাসে তারা 'আল-মুখাল্লাফূন' (الْمُخَلَّفُوْنَ) নামে পরিচিত হয়ে আছে।

তাছাড়া ইবাদতের কষ্টে অলসতা করা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، 'যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়' *(নিসা ৪/১৪২)*। সেজন্য যত বেশী অলসতা দূর করা যাবে, ইবাদত-বন্দেগীতে ত্যাগ স্বীকারের মাত্রাও তত বেশী তরান্বিত হবে। শারীরিক রোগ-ব্যাধি নিয়ে যেমন স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করা যায় না, তেমনি অলসতার রোগ নিয়ে দ্বীনের পথে চলাও সম্ভব হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা এই ব্যাধি থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[২] আনাস (রাঃ) বলেন, খায়বার যুদ্ধে রওনা দেওয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবূ ত্বালহাকে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খেদমত করবে। আবূ ত্বালহা আমাকেই তাঁর সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে আসলেন। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমত করতে থাকলাম। যখনই তিনি কোন মনযিলে অবতরণ করতেন, আমি তাকে বলতে শুনতাম, اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ

* এম.এ (অধ্যয়নরত) আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. নাসাঈ হা/৩১৪০; ছহীহাহ হা/৫২।

২. মুসলিম হা/২৭২৩; মিশকাত হা/২৩৮১।

وَالْجَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৩] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان وآفة العبادة الكسل، 'প্রত্যেক বস্তুরই বিপদ রয়েছে। জ্ঞানের বিপদ হ'ল ভুলে যাওয়া। আর ইবাদতের বিপদ হ'ল অলসতা'।[৪]

৩. বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা :

বিলাসী ও আরামপ্রিয় মানুষ মানব সমাজে কোন অবদান রাখতে পারে না। সমাজের স্বার্থে নিজে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। দেশ ও জাতি তাদের কাছ থেকে কোন উপকার হাছিল করতে পারে না। শুধু বৈষয়িক ব্যাপারেই নয়; বরং দ্বীন পালনের ক্ষেত্রেও বিলাসী মানুষ সবসময় পশ্চাদগামী হয়। ফলে আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য কোন অবদান রাখা ও ত্যাগ স্বীকার করা তার জন্য সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে বিলাসিতা পরিহার করার নির্দেশ দিতেন। তিনি যখন মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাকে কতিপয় উপদেশ দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম উপদেশ ছিল, يَا مُعَاذُ! إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ، عِبَادُ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ، 'হে মু'আয! নিজেকে বিলাসিতা থেকে বাঁচিয়ে রেখ। কেননা আল্লাহ্র খাছ বান্দাগণ বিলাসী জীবন যাপন করে না'।[৫] কারণ প্রকৃত মুমিন বান্দা জান্নাতের সুখ-শান্তির জন্য সকল পার্থিব আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে থাকেন। কাফের-মুশরিকদের বিলাসী জীবন যাপনের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ- وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ- وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ- 'যদি (দুনিয়ার মোহে) সকল মানুষ (কুফরীতে) একাট্টা হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তাহ'লে যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে, আমরা তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপরে তারা আরোহণ করত। আর তাদের গৃহের জন্য দিতাম দরজা ও পালংক, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। এবং দিতাম স্বর্ণনির্মিত আসবাবপত্র। আর এগুলি সব পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু বৈ কিছুই নয়। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের নিকট আখেরাত হ'ল আল্লাহভীরুদের জন্য' *(যুখরুফ ৪৩/৩৩-৩৫)*।

সুতরাং দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারের জন্য বিলাসিতা পরিহার করা অপরিহার্য। কেননা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ (ছাঃ) বিলাসী জীবন যাপন করেননি। তার জীবন যাপনে কোন জৌলুসের ছাপ ছিল না। অনন্তর তিনি খাদ্য কষ্টে দিনাতিপাত করেছেন। শি'আবে আবী ত্বালেবে দুর্বিষহ কষ্ট সহ্য করেছেন। জিহাদের ময়দানে রক্ত দিয়েছেন। ছাহাবায়ে কেরামও সেই ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাদের ত্যাগপূত পরিশ্রমের মাধ্যমেই সারা বিশ্বে ইসলামের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে। সেজন্য দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে এবং জীবনের বাঁকে বাঁকে বিলাসিতা পরিহার করা কর্তব্য। এমনকি জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও বিলাসিতা পরিহার করা যরূরী। প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক আল-জাহেয বলেন, الْعِلْمُ عَزِيزٌ الْجَانِبِ، لَا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلَّكَ، وَأَنْتَ إِذَا أَعْطَيْتَهُ كُلَّكَ كُنْتَ مِنْ إِعْطَائِهِ إِيَّاكَ الْبَعْضَ عَلَى خَطَرٍ، 'ইলম এমন দামী জিনিস, তুমি নিজেকে তার কাছে পরিপূর্ণরূপে সোপর্দ না করা পর্যন্ত সে তোমাকে জ্ঞানের এক কানাকড়িও দিবে না। আর যখন তুমি নিজের সবকিছু তাকে দিয়ে দিবে, তখন সে তার থেকে সামান্য কিছু ইলম তোমার অন্তরে ঢেলে দিবে'।[৬] ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাছীর (রহঃ) বলেন, لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ، 'শারীরকে আরাম দিয়ে কখনো জ্ঞান অর্জন করা যায় না'।[৭] রাসূল (ছাঃ) ইলম অর্জনের জন্য হেরা গুহায় ধ্যান করছেন। নবী মুসা (আঃ) বিদ্যা লাভের জন্য সফর করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর খাছ দো'আ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুর পরে ছাহাবীদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ইলম হাছিল করেছেন। জাবের (রাঃ) একটি হাদীছের জন্য শত শত কিলো পথ পাড়ি দিয়েছেন। সুতরাং পৃথিবীর কোন সুখদ বিষয় এমনিতেই লাভ করা যায় না; বরং তার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। সেকারণ চিরসুখের জান্নাত পেতে হ'লে বিলাসিতা ছেড়ে ইবাদতের কষ্টে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

৪. দুর্বল ঈমান :

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম আক্বীদা হ'ল আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পাপের মাধ্যমে ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যদি পাপাচার বাড়তে থাকে, তাহ'লে হৃদয় অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে মানুষ যেমন জীবনের স্বাদ উপভোগ করতে পারে না, তেমনি ঈমানী দুর্বলতার কারণে ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না এবং

৩. *বুখারী হা/৫৪২৫; মুসলিম হা/২৭০৬।*
৪. *আবূ ত্বালেব মাক্কী, কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহবূব ১/১৩৮।*
৫. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৫৭৬৬; ছহীহুত তারগীব হা/২১৪৬; ছহীহাহ হা/৩৫৩; মিশকাত হা/৫২৬২, সনদ হাসান।*
৬. *আবূ হেলাল আসকারী, আল-হাছছু 'আলা ত্বালাবিল ইলম, তাহক্বীক্ব: ড. মারওয়ান ক্বাব্বানী (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.) পৃ.৪২।*
৭. *ইমাম নববী, বুস্তানুল আরিফীন পৃ: ৪০।*

আল্লাহ্র রেযামন্দি হাছিল করতে পারে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الْخَلِقُ، فَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ– 'নিশ্চয়ই তোমাদের দেহাভ্যন্তরে ঈমান জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, যেমনভাবে কাপড় জীর্ণ-শীর্ণ হড়ে পড়ে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা কর; যেন তিনি তোমাদের অন্তঃকরণে ঈমানকে নবায়ন করে দেন'।[৮] অর্থাৎ ধূলা-বালু লেগে কাপড় যেমন ময়লা ও জীর্ণ হয়ে যায় এবং সাবান দিয়ে সেটা পরিষ্কার না করা পর্যন্ত গায়ে দেওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে না, ঠিক তেমনি পাপের প্রভাবে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে নিষ্ঠার সাথে তৃপ্তিভরে ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য অন্তর প্রস্তুত হ'তে পারে না। তাই সর্বদা যিকির-আযকার ও দো'আ-দরূদের মাধ্যমে ঈমানকে সতেয রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা মযবূত ঈমান না থাকলে বান্দা ত্যাগ স্বীকারের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে।

৫. ভীরুতা ও কাপুরুষতা :

দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারের অন্যতম বাধা হ'ল ভীরুতা ও কাপুরুষতা। বাতিলের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য এবং শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে লড়াই করার জন্য সাহসিকতার কোন বিকল্প নেই। শয়তানের যাবতীয় অপশক্তিকে পরাভূত করতে হ'লে কাপুরুষতা পরিত্যাগ করা যরূরী। কেননা পৃথিবীর ইতিহাসে মর্দে মুজাহিদ বীর পুরুষরাই দ্বীনের পতাকা উড্ডীন করেছেন। বিশ্বের দরবারে অহি-র বাণী সাহসী কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। বাতিলের রক্তচক্ষু ও ভ্রূকুটিকে কখনো ভয় করেননি; বরং তেজদীপ্ত লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষকে ত্বাগূতের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহ্র দাসত্বের দিকে আহ্বান করেছেন। সমাজের বুকে চেপে বসা শিরক-বিদ'আতের জগদ্দল পাথরকে অপসারণ করে সেখানে তাওহীদ ও সুন্নাতের ভীত রচনা করেছেন। সুতরাং অহিভিত্তিক সমাজ বিপ্লবে মুমিন বান্দা নিজেকে সবসময় আল্লাহ্র সৈনিক মনে করবে। নব্য জাহেলিয়াতের যাবতীয় প্রতিকূল পরিবেশে ঈমানের উপর ইস্তিক্বামাত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সর্বত্র আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর অমিয় বাণী ছড়িয়ে দিবে পৃথিবীর আনাচে কানাচে। এতে কোন নিন্দুকের নিন্দা-তোহমতকে আদৌ পরওয়া করবে না। কেননা আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে ভীরুতা প্রদর্শন করা মুনাফিক্বের কাজ। যেমন তাবূক যুদ্ধে মুনাফিক্বদের কাপুরুষতার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ– 'তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহ্র কসম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা হ'ল এমন একটি সম্প্রদায়, যারা (তোমাদের) ভয় করে। যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল, গুহা বা পালাবার স্থান পেত, তাহ'লে অবশ্যই সেদিকে ক্ষিপ্রগতিতে ধাবিত হ'ত' *(তওবা ৯/৫৬-৫৭)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যারা আল্লাহ্র শত্রুদের ভয় পায় এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকে, তারা মুনাফিক। এই আয়াতের মাধ্যমে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে'।[৯] আয়েশা (রাঃ) বলেন, إن لله خلقا، قلوبهم كقلوب الطير، كلما خفقت الريح خفقت معها، فأفّ للجبناء، أفّ للجبناء، 'আল্লাহ্র কিছু সৃষ্টি আছে। যাদের অন্তরগুলো পাখিদের অন্তরের ন্যায়। যখন বাতাস আন্দোলিত হয়, তখন বাতাসের সাথে এরাও কাঁপতে থাকে। সুতরাং শত ধিক! সেই ভীতু-কাপুরুষদের জন্য'।[১০]

৬. কৃপণতা :

অন্তরের একটি সাংঘাতিক রোগ হ'ল কৃপণতা। দ্বীনের পথে মাল-সম্পদ উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে কৃপণ ব্যক্তি কখনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ– 'আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এটাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যেসব মালে তারা কৃপণতা করে, সেগুলিকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ীবদ্ধ করা হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকারী হ'লেন আল্লাহ। অতএব (গোপনে ও প্রকাশ্যে) তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ খবর রাখেন' *(আলে ইমরান ৩/১০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، 'তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা এই কৃপণতাই তোমাদের আগেকার কওমকে ধ্বংস করেছে। এই কৃপণতা তাদেরকে পারস্পরিক রক্তপাত ঘটাতে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং হারাম বস্তুসমূহকে বৈধ মনে করতে প্রলোভন দিয়েছে'।[১১] কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন, কৃপণ ব্যক্তি তার কৃপণতার কারণে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১২]

---

৮. *মুস্তাদরাক হাকেম হা/৫; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৫৮৮; ছহীহাহ্ হা/১৫৮৫, সনদ হাসান।*

৯. *ইবনে তায়মিয়াহ, 'কায়েদাতুল ইনগিমাস, তাহক্বীক্ব: আবূ মুহাম্মাদ আশরাফ (মিসর : আযওয়াউস সালাফ, ১ম প্রকাশ, ১৪২২হি/২০০২ খৃ.) পৃ. ৪১।*

১০. *নুওয়াইরী, নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব (কায়রো : দারুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.) ৩/৩৪৭।*

১১. *মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।*

১২. *নববী, শরহ মুসলিম ১৬/১৩৪।*

মাসিক আত-তাহরীক | এপ্রিল ২০২২ | ২৫তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

শুধু সম্পদের ক্ষেত্রে নয়; বরং জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে যারা হক জেনেও তা গোপন করবে, তারা জ্ঞানগত কৃপণ হিসাবে সাব্যস্ত হবে। যেমন আল্লাহ ইহূদী আলেমদের বদস্বভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِيْنًا– ‘যারা কৃপণতা করে ও লোকদের কৃপণতা করার আদেশ দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা গোপন করে। আর আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি’ *(নিসা ৪/৩৭)*। ইবনু আব্বাস, সাঈদ ইবনু জুবাইর, হাযরামী প্রমুখ বলেন, ‘এখানে ইহুদী আলেমদের কথা বলা হয়েছে, যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, কিন্তু তারা সেটা গোপন করত’।[১৩]

ইমাম ত্বাবারী স্বীয় তাফসীরে বলেন, إنَّ بخلهم الذي وصفهم الله به إنما كان بخلًا بالعلم الذي كان الله آتاهموه، فبخلوا بتبيينه للناس، وكتموه دون البخل بالأموال، ‘আল্লাহ তাদের (ইহুদীদের) যে কৃপণতার কথা বর্ণনা করেছেন, সেটা হ’ল জ্ঞানের কৃপণতা। আল্লাহ তাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, জনসাধারণের কাছে তা প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তারা কৃপণতা করেছিল এবং তা গোপন করেছিল। কেননা তারা মাল-সম্পদের ব্যাপারে কৃপণ ছিল না’।[১৪]

৭. আপোষকামী মনোভাব :

দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারের আরেকটি বড় অন্তরায় হ’ল বাতিলের সাথে আপোষকামী মনোভাব। সূরা মুজাদালার শেষ আয়াতে মহান আল্লাহ বাতিলের শিখণ্ডীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তারা নিকটাত্মীয় হ’লেও। খোলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী সময়গুলোতে ইসলামের মূল স্পিরিটে যে ভাটা পড়েছিল, এর বহু অনুঘটকের মধ্যে অন্যতম ছিল ‘জাহেলিয়াতের সাথে আপোষকামিতা’। রাজনৈতিক স্বার্থে হোক অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থে হোক মুসলমানরা যখনই বিধর্মীদের সাথে তাল মিলানোর চেষ্টা করেছে, তখনই তাদের নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদায় বিজাতীয় দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে ঈমান ও আমলের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি নবী-রাসূলদের ত্যাগপূত জীবনের দিকে তাকাই, তাহ’লে দেখতে পাব যে, তারা কখনোই বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। ফলে তাদের উপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানো হয়েছে। কাউকে করাত দিয়ে কেটে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কাউকে সমাজে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। সার্বিকভাবে বয়কট করা হয়েছে। তথাপি তারা বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। দমে যাননি। বরং প্রদীপ্ত ঈমানী জযবায় মানুষকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) সহ মহামতি ইমামগণ ইসলামের জন্য কারাবরণ করেছেন, শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, কিন্তু বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। তাদের রক্তে লেখা ইতিহাস যুগ-যুগান্তরে ত্যাগী মুসলিমের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘ঈমান ও কুফর, ইসলাম ও জাহেলিয়াত কখনো একত্রে বাস করতে পারে না। বর্তমানে মুসলিম সমাজে ব্যাপক অধঃপতনের মূল কারণ হ’ল জিহাদ বিমুখতা। আর জিহাদবিমুখতার প্রধান কারণ হ’ল আপোষকামিতা। তথাকথিত ‘হেকমতের’ দোহাই পেড়ে সর্বত্র জাহেলিয়াতের সংগে আমরা আপোষ করে চলেছি। কি আলেম কি সমাজনেতা সবাই যেন আমরা একই রোগে ভুগছি। আমরা আপোষ করেছি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ‘তাক্বলীদে শাখছী’র সঙ্গে, যা কুরআন ও সুন্নাহর নিরপেক্ষ অনুসরণের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা। আমরা আপোষ করেছি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা, সামরিকতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাথে- যা এলাহী সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ বরখেলাফ। আমরা আপোষ করেছি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে, যা ইসলামী অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা আপোষ করেছি সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজের সঙ্গে, যা ইসলামী সংস্কৃতির সাথে অনেক ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ।..

আমাদেরকে অবশ্যই আপোষকামী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। যেমন করেছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর মাক্কী জীবনে। জাহেলী সমাজে বাস করেও তিনি জাহেলিয়াতের সঙ্গে আপোষ করেননি। সমাজ তাঁকে একঘরে করেছে। তাঁর জন্য বাজার নিষিদ্ধ করেছে। গাছের ছাল-পাতা খেয়ে তিনি জীবন ধারণ করেছেন। তথাপি সমাজের সঙ্গে আপোষ করেননি। মর্মান্তিক অগ্নি পরীক্ষা সত্ত্বেও আপোষ করেননি পিতা ইবরাহীম (আঃ) তৎকালীন সমাজ ও সরকারের সাথে। শুধু পিতা ইবরাহীম কেন দুনিয়ার সকল নবীর ইতিহাস জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদের ইতিহাস। কোন নবীই স্বীয় জীবনে স্বীয় সমাজের মেজরিটির সমর্থন পাননি। এমনকি ক্বিয়ামতের দিন কোন কোন নবী মাত্র একজন উম্মত নিয়ে হাযির হবেন।[১৫] সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না পাওয়ার অর্থ কি তাঁরা বাতিলপন্থী ছিলেন? (নাঊযুবিল্লাহ)। তাঁরা ক্ষমতা ও পদমর্যাদার লড়াই করেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন আল্লাহ্র পাঠানো অভ্রান্ত সত্যকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে। হক্ব-এর আওয়াযকে বুলন্দ করতে। বাতিলকে বাতিল হিসাবে চিহ্নিত করতে। আমাদেরকেও নবীগণের পথ বেছে নিতে হবে। সে পথ ভোটারের মনস্তুষ্টির পথ নয়, সে পথ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথ। সে পথ শুধু চেয়ার পরিবর্তনের পথ নয়, সে পথ সমাজ পরিবর্তনের পথ, সমাজ বিপ্লবের পথ, আপোষহীন জিহাদের পথ’।[১৬]

---

১৩. সুয়ূত্বী, আদ-দুররুল মানছূর ২/৫৩৮।
১৪. তাফসীরে ত্বাবারী (জামে‘উল বায়ান) ৭/৪২।
১৫. মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪৪।
১৬. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সমাজ বিপ্লবের ধারা (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৯) পৃ: ১৬-১৭।

www.at-tahreek.com

৮. ত্যাগ স্বীকারের প্রশিক্ষণ ও মানসিকতা না থাকা :

সঠিক পরিচর্যা ছাড়া যেমন একটি চারাগাছ বিকশিত হয় না। ঠিক তেমনি সঠিক প্রশিক্ষণ ছাড়া মানব হৃদয়ে ত্যাগ স্বীকারের বীজ অঙ্কুরোদগম হয় না। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঈমানদীপ্ত জীবন থেকে ত্যাগ স্বীকারের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে জান্নাতের পথে তারা নানা ঘাত-প্রতিঘাত অকাতরে সহ্য করতে সক্ষম হয়েছেন এবং আল্লাহ্র রাহে সময়, শ্রম, জান, মাল সবকিছু কুরবাণী করে দিয়েছেন। এমনকি ক্ষুদে ছাহাবীরাও ছিলেন সেই ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপিত। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাদের ছেলে-মেয়েদের শৈশব থেকেই ত্যাগ স্বীকারের প্রশিক্ষণ দিতেন। তাদের ছোটরা বড়দের সাথে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি শারঈ ইবাদত-বন্দেগী পালনে চেষ্টা করতেন। বদর যুদ্ধে দুই কিশোর সহোদর মু'আয ও মু'আউভিয বিন আফরার জিহাদী তামান্না এবং ওহোদের যুদ্ধে রাফে' বিন খাদীজ ও সামুরা বিন জুনদুবের জিহাদের অংশগ্রহণের কাহিনী সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৭]

ভারত উপমহাদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র সিংহপুরুষ শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী যে সামাজিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন এবং স্বীয় পরিবারের মাঝে তাওহীদী চেতনা প্রোথিত করেছিলেন, সেখান থেকেই মূলতঃ জিহাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারে তাক্বলীদের বিরুদ্ধে তার গগণবিদারী তূর্যধ্বনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। অলিউল্লাহ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর মাদ্রাসা রহীমিয়া ছিল ইসলামী নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন মর্দে মুজাহিদ তৈরীর সূতিকাগার। যেখানে সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন রাজনৈতিক ও ইলমী অঙ্গনে নেতৃত্বদানকারী আল্লামা ইসমাঈল, আল্লামা আব্দুল হাই ও সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর মত সূর্যসন্তানদের। পরবর্তীতে দেহলভী ছাহেবের স্বনামধন্য পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ ও ভাবশিষ্য সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে একদল যিন্দাদিল ত্যাগী মানুষ তৈরী হয় এবং তাদের মাধ্যমেই জিহাদ আন্দোলন সশস্ত্ররূপে পূর্ণতা লাভ করে। সেই জিহাদ আন্দোলনের অবদানেই ভারত উপমহাদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার কার্যক্রম তরান্বিত হয়। পরবর্তীতে সেই সশস্ত্র জিহাদ বন্ধ হয়ে গেলেও আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের জিহাদ আজও জারী আছে।

সুতরাং যমীনের বুকে আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন আদর্শিক আন্দোলন জাগরুক থাকা প্রয়োজন, যে আন্দোলনের ছায়াতলে দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ত্যাগী মানুষ গড়ে ওঠার সিলসিলা জারী থাকবে। কিন্তু আমরা যদি জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টায় সেই আন্দোলন জারী রাখতে না পারি এবং আমাদের প্রজন্মকে দ্বীনের পথে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে না পারি, তাহ'লে তাদের মাঝে ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা তৈরী হবে না। দ্বীনের পথে জান-মাল উৎসর্গ করতে তারা প্রণোদিত হবে না। বাতিলের বিপক্ষে সাহসী পদক্ষেপে গর্জে উঠতে সক্ষম হবে না। ফলে দেশ ও জাতি শনৈঃশনৈঃ জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত হবে।

৯. পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাওয়া :

মানুষের পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা যত বেড়ে যায়, আখেরাতের প্রস্তুতি নিতে সে ততই পিছিয়ে পড়ে। দীর্ঘ আশার চোরাবালিতে ডুবে সে মৃত্যু থেকে গাফেল হয়ে যায়। কারণ সে যখন জীবনকে ঘিরে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার জাল বোনে, তখন মৃত্যুকে অনেক দূরবর্তী মনে করে। ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে তার ঈমান। গাফলতি চলে আসে ইবাদত-বন্দেগীতে। দ্বীনের জন্য কষ্ট স্বীকারের মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যু ও আখেরাতকে ভুলে যাওয়ার অন্যতম বড় কারণ হ'ল পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার সুদীর্ঘ ফিরিস্তী।

আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী (রহঃ) বলেন, একবার সুলায়মান বিন আবদে ক্বায়েস (রহঃ) আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, عَلَيْكَ بِمَا يُرَغِّبُكَ فِي الْآخِرَةِ، وَيُزَهِّدُكَ فِي الدُّنْيَا، وَيُقَرِّبُكَ إِلَى اللهِ، 'তুমি এমন বিষয়ে অধিক জোর দাও, যা তোমাকে আখেরাতের প্রতি আগ্রহী করবে, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী করে তুলবে এবং যা তোমাকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দিবে'। আবুল মুতাওয়াক্কিল বললেন, সেটা কিভাবে করব? তখন তিনি বললেন, تُقْصِرُ أَمَلَكَ فِي الدُّنْيَا، وَتُكْثِرُ رَغْبَتَكَ فِي الْآخِرَةِ، حَتَّى تَكُوْنَ بِالدُّنْيَا بَرِمًا، وَبِالْآخِرَةِ كَرِثًا. فَإِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْكَ وُرُودًا مِنَ الْمَوْتِ، وَلَا شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيْكَ مِنَ الْحَيَاةِ، 'তুমি পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা হ্রাস করবে এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। ফলে তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়বে এবং আখেরাতের ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত থাকবে। যদি তুমি এমন করতে পার, তাহ'লে তোমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক প্রিয়তর এবং জীবনের চেয়ে অপ্রিয় কোন বস্তু থাকবে না'।[১৮] ইসলামের স্বর্ণযুগের দিকে তাকালে আমরা এর অসংখ্য নযীর দেখতে পাই। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আল্লাহ্র দীদার লাভের জন্য সর্বদা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত থাকতেন। দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে কখনো পিছপা হতেন না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বদর প্রান্তরে জিহাদের ঘোষণা দিয়ে বললেন, قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، 'তোমরা এগিয়ে চলো জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত'। এটা শুনে জনৈক আনছার ছাহাবী উমায়ের ইবনুল হুমাম বাহ! বাহ! (بَخٍ بَخٍ) বলে

১৭. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর পৃ. ৩০৪, ৩৪৪ দ্রষ্টব্য।*

১৮. *ইবনু আবীদ্দুনয়া, কাছরুল আমাল, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ (বৈরূত : দারু ইবনে হাযম, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭খ্রি.) পৃ.৫৩।*

উঠলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি সেই জান্নাতের অধিবাসী হ’তে চাই’। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বললেন, فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ‘নিশ্চয়ই তুমি তার অধিবাসী হবে’। একথা শুনে ছাহাবী থলি থেকে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। কিন্তু খেতে খেতে বলে উঠলেন, لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ، ‘আমি যদি এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে সেটাতো দীর্ঘ জীবন হয়ে যাবে’। একথা বলে তিনি সাথে থাকা সব খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে শহীদ হয়ে গেলেন।[১৯] সুতরাং মুমিন বান্দা পার্থিব আশা যত কম করবেন, আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য জান-মাল উৎসর্গ করতে তিনি ততটাই আগ্রহী হয়ে উঠবেন এবং যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকারে উদ্গ্রীব থাকবেন। সেজন্য আকাঙ্ক্ষার লাগাম টেনে ধরে সাধ্যানুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী করে পাপমুক্ত জীবন গঠন করাই হবে বুদ্ধিমান মুমিনের পরিচয়।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إتباع الهوى وَطول الأمل مَادَّة كل فَسَاد فَإِن اتِّبَاع الْهوى يعمي عَن الْحق معرفَة وقصدا وَطول الأمل ينسي الْآخِرَة ويصد عَن الاستعداد لَهَا، ‘সকল অকল্যাণের মূল হ’ল প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা। কেননা প্রবৃত্তির অনুরসরণ হক্ব জানা ও বোঝার পরেও তা গ্রহণ করা থেকে অন্ধ করে রাখে। আর দীর্ঘ আশা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেয়া থেকে বিরত রাখে’।[২০]

দাঊদ আত্ব-ত্বাঈ (রহঃ) বলেন, لَوْ أَمَّلْتُ أَنْ أَعِيشَ شَهْرًا لَرَأَيْتُنِي قَدْ أَتَيْتُ عَظِيمًا وَكَيْفَ أُؤَمِّلُ ذَلِكَ وَأَرَى الْفَجَائِعَ تَغْشَى الْخَلْقَ فِي سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ‘যখন আমার মনে এই আশা দেখা দেয় যে, আমি পুরো মাস জীবিত থাকব, তখন আমার মনে হয় যে, হয়ত আমার দ্বারা বড় কোন গুনাহ হয়ে গেছে (আর এই দীর্ঘ আশা সেই গুনাহের ফল)। আর আমি সেই আশা করতে পারিই বা কিভাবে, যখন আমি দেখি যে, দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্তে বালা-মুছীবত সৃষ্টিকূলকে ঘিরে রেখেছে’?[২১]

১০. দুনিয়াদার ও প্রবৃত্তিপূজারীর সাহচর্যে থাকা :

দীর্ঘদিন কারো সাহচর্যে থাকলে কিংবা তার সাথে ওঠাবসা করলে পারস্পরিক হৃদ্যতা সৃষ্টি হয় এবং ভাবের আদান প্রদান হয়। ফলে একে অপরের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। সেজন্য দুনিয়াদার ও প্রবৃত্তিপূজারীর সাথে কেউ ওঠাবসা করলে তার মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। বিশেষ করে কেউ যদি দুর্বল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়, তাহ’লে তার প্রভাবিত হওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ফলে তার জন্য আল্লাহ্র পথে ত্যাগ স্বীকার করাও অসম্ভব হয়ে যায়। এজন্য সালাফে ছালেহীন দুনিয়াদার ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে ওঠাবসা করতে নিষেধ করতেন। আবূ কিলাবা (রহঃ) বলেছেন, لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ، ‘তোমরা খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে ওঠাবাসা করো না এবং তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ো না। কেননা আমার ভয় হয় যে, তারা তোমাদেরকে গোমরাহীর মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে অথবা চেনা-জানা নিশ্চিত বিষয়ে তোমাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিতে পারে’।[২২]

যুন্নুন আল-মিছরী (রহঃ) বলেন, ثَلَاثَةٌ مِنْ أَعْلَامِ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ: التَّوَاضُعُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُتَذَلِّلِينَ، وَتَرْكُ تَعْظِيمِ الْأَغْنِيَاءِ، وَتَرْكُ الْمُخَالَطَةِ لِأَبْنَاءِ الدُّنْيَا الْمُتَكَبِّرِينَ، ‘আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হওয়ার নিদর্শন তিনটি। (১) দরিদ্র ও অসহায় লোকদের প্রতি দয়াশীল হওয়া, (২) ধনিক শ্রেণীকে বিশেষ সম্মান দেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং (৩) অহংকারী দুনিয়াদারের সঙ্গ পরিত্যাগ করা’।[২৩]

আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ) বলেন, ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ اليَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ، ‘দুনিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর পরকাল সম্মুখে আসছে। আর এদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা পরকালের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা আজ আমলের সময়, এখানে কোন হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেখানে কোন আমল নেই’।[২৪] সুতরাং আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য জান-মাল উৎসর্গ করার সৎ সাহস সঞ্চয় করার জন্য দুনিয়াদার ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের সংসর্গ ত্যাগ করা অবশ্যক। কেননা দ্বীনের পথে একনিষ্ঠভাবে ত্যাগ স্বীকারে তারাই সবচেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করুন এবং দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারের সকল প্রতিবন্ধকতা পায়ে দলে সার্বিক জীবনে তাঁর দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

(ক্রমশঃ)

---

১৯. মুসলিম হা/১৯০১; মিশকাত হা/৩৮১০।
২০. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ: ৯৯।
২১. কাছরুল আমাল, পৃ.৪৭; ইবনুল মুবারাক, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ২৯৩।
২২. দারেমী হা/৪০৫, সনদ ছহীহ।
২৩. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ২/৪৬৪।
২৪. বুখারী হা/৬৪১৭-এর তা'লীক্ব, কিতাবুর রিক্বাক্ব, অধ্যায়-৮১, অনুচ্ছেদ-৪; মিশকাত হা/৫২১৫।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(৭ম কিস্তি)

বিধি-বিধান সংশ্লিষ্ট রচনাবলী

১. ছিফাতু ছালাতিন্নবী (ছাঃ) : এটি ছালাতের উপর বিশুদ্ধ হাদীছ ভিত্তিক রচিত বহুল প্রচারিত একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি তিনটি সংস্করণে প্রকাশিত হয়। প্রথমটি হ'ল- *আছলু ছিফাতি ছালাতিন্নবী (ছাঃ) মিনাত তাকবীরে ইলাত তাসলীমে কাআন্নাকা তারাহা*। ১২১৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি আলবানী (রহঃ) ১৯৫১ সালে রচনা করেন। এখানে তিনি আলোচনাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। উপরাংশে কেবল হাদীছের মূল মতন এবং আলোচনা ধারাবাহিকভাবে বিন্যাসের জন্য কিছু বাক্য উল্লেখ করেছেন। আর নিম্নাংশটি মূল আলোচনার ব্যাখ্যা হিসাবে এনেছেন। এখানে তিনি বিস্তারিত তাখরীজ উপস্থাপন করে তা থেকে গ্রহণযোগ্য যে সিদ্ধান্ত বের করে এনেছেন, তা উপরাংশে বিবৃত করেছেন।[১]

দ্বিতীয়টি হ'ল- *ছিফাতু ছালাতিন্নবী (ছাঃ)*। এটা প্রথমটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এর নতুন ও পুরাতন দু'টি সংস্করণ রয়েছে। পুরাতনটি আল-মাকতাবুল ইসলামী থেকে এবং নতুনটি ১৯৯১ সালে মাকতাবাতুল মা'আরেফ থেকে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়। নতুনভাবে প্রকাশের কারণ ছিল এই যে, মাকতাবুল ইসলামীর পরিচালক শায়খ যুহাইর শাবীশ পুরাতন সংস্করণে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পাদনা ও সংযোজন-বিয়োজন করেছিলেন। এখানেও আলোচনা দু'ভাগে বিভক্ত। উপরাংশ পূর্বোক্ত বইয়ের অনুরূপ। আর নিম্নাংশে সংক্ষিপ্ত তাখরীজ, কঠিন শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তা'লীক্ব পেশ করেছেন।[২]

তৃতীয়টি আরো সংক্ষিপ্ত। মাত্র ৩৬ পৃষ্ঠায় তিনি এটি রচনা করেন। সংক্ষিপ্ত হ'লেও এটিও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যেমন অধিকাংশ মাসআলার সাথে সেটির হুকুম তথা রুকন, ওয়াজিব না সুন্নাত তা বর্ণনা করেছেন।[৩] বইটির উপসংহারে তিনি মুসলিম উম্মাহর প্রতি সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের সাথে সাথে খুশূ-খুযূ সহকারে ছালাত আদায়ের আহ্বান জানিয়েছেন এবং একেই মহান প্রভুর সামনে বান্দার দণ্ডায়মান হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে নীতি অবলম্বন করেছেন তা হ'ল- (১) বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থে সংকলিত হাদীছ থেকে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কেবলমাত্র ছহীহ বর্ণনাগুলো সংকলন করেছেন। এমনকি দো'আ-দরূদ বা ফাযায়েলের ক্ষেত্রেও তিনি কোন যঈফ হাদীছকে প্রশ্রয় দেননি। (২) নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করেননি।[৪] (৩) যেসব ক্ষেত্রে কুরআন বা হাদীছের সরাসরি নির্দেশনা পাওয়া যায় না এবং যেসব হাদীছের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে তিনি সালাফে ছালেহীন ও মুহাদ্দিছগণের মতামত থেকে সাহায্য নিয়েছেন।[৫]

২. আহকামুল জানায়েয ও বিদ'উহা : গ্রন্থটিতে শায়খ আলবানী জানাযা সংশ্লিষ্ট গোসল, ছালাত, কাফন, দাফন প্রভৃতি ফিক্বহী হুকুম-আহকাম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এখানে তিনি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহের দলীল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে অনুসন্ধানের প্রয়াস পেয়েছেন এবং ওলামায়ে কেরামের মতামতের উপর ভিত্তিশীল বিধানসমূহ এড়িয়ে গেছেন। গ্রন্থের শেষাংশে তিনি জানাযা কেন্দ্রিক সমাজে প্রচলিত মোট ২১৪টি বিদ'আত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৬] মূল বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫১। তবে পরবর্তীতে তিনি ১১৩ পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি হাদীছের তাখরীজ ও তা'লীক্বসমূহ বাদ দিয়েছেন।[৭]

৩. আদাবুয যিফাফ ফিস সুন্নাতিল মুত্বাহহারাহ : বিবাহ সংশ্লিষ্ট উক্ত গ্রন্থটি ছোট পরিসরে রচিত গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। এখানে তিনি বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে বাসর রাতে ও পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রীর জন্য করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং বিবাহের বিভিন্ন স্তরে কি কি সুন্নাত অনুসরণীয় ও কোন কোন বিদ'আত বর্জনীয়, সে বিষয়ে বিশুদ্ধ হাদীছভিত্তিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।[৮] মিসরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন খত্বীব[৯] এ বইটির ভূমিকা লেখেন।

---

১. *আলবানী, আছলু ছিফাতি ছালাতিন্নবী, পৃ. ১৯-২০।*
২. *হিন্দাকানী, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ লিল আলবানী মিন খিলালি কিতাবি ছিফাতি ছালাতিন্নবী (রিয়াদ : দারুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৫৪-৫৫।*
৩. *আলবানী, তালখীছু ছিফাতি ছালাতিন্নবী (দামেশক : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ৫ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৪।*
৪. *ছিফাতু ছালাতিন্নবী, পৃ. ৪৩-৪৪।*
৫. *ছিফাতু ছালাতিন্নবী, পৃ. ৬৯।*
৬. *গ্রন্থটি রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলবানী বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি তার আত্মীয় মারা যাওয়ার প্রেক্ষিতে আমার কাছে জানাযার ইসলামী আদব সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু লিখে দেওয়ার আবেদন করেন। ফলে বিষয়টি নিয়ে আমি ইস্তিখারা করলাম। অতঃপর পেশাগত সামান্য কাজ ও প্রয়োজনীয় ঘুম ব্যতীত প্রায় তিনমাস যাবৎ একাধারে এ বিষয়ের উপর গবেষণা ও পর্যালোচনার মাঝে ডুবে রইলাম এবং রাত-দিন কাজ করে গেলাম। ফলে গ্রন্থটি রচনা করতে সক্ষম হলাম'। দ্র. আলবানী, আহকামুল জানায়েয ওয়া বিদ'উহা (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৮-৯।*
৭. *জুহূদুশ শায়খ আলবানী ফিল হাদীছ, পৃ. ৫০।*
৮. *বইটি রচনার প্রেক্ষাপট হ'ল- আলবানীর নিকটতম বন্ধু প্রফেসর আব্দুর রহমান আলবানী তার বিবাহ উপলক্ষে এ বিষয়ে কিছু লেখার জন্য আহবান জানালে তিনি বইটি রচনা করেন। অতঃপর তিনি তা প্রকাশ করেন এবং বিবাহের পর মানুষের মাঝে মিষ্টি বিতরণের পরিবর্তে উক্ত বইটি বিতরণ করেন'। দ্র. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী : মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৯।*
৯. *মুহীব্বুদ্দীন খত্বীব (১৮৮৬-১৯৬৯ খৃ.) মিসরের প্রখ্যাত সালাফী লেখক, সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি 'মাজাল্লাতুল ফাৎহ' ও 'যাহরা' নামে দু'টি পত্রিকা চালু করেন এবং কিছুকাল 'আযহার' ও 'আহরাম' পত্রিকায় সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। 'জম'ঈয়াতুশ শুব্বানিল মুসলিমীন' নামে একটি সংগঠনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি মাতবা'আতুস সালাফিইয়াহ নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর বইসহ বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দ্র. আল-আ'লাম, ৫/২৮১-৮২।*

৪. হাজ্জাতুন নবী (ছাঃ) কামা রাওয়াহা আনহু জাবের (রাঃ) : ছিফাতু ছালাতিন্নবী-এর আদলে 'ছিফাতু হাজ্জাতিন্নবী' নামে এ গ্রন্থ লেখার ব্যাপারে বহু মানুষের আবেদনের প্রেক্ষিতে আলবানী উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি ১০ম হিজরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর বিদায় হজ্জের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটির সকল রেওয়ায়াত একত্রিত করেন এবং তার ভিত্তিতে হজ্জের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় দলীলসহ বর্ণনা করেন। ১৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বইটির শেষাংশে তিনি হজ্জব্রত পালনের সংকল্প করা থেকে শুরু করে হজ্জ শেষে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত হাজীগণ যেসব বিদ'আতে লিপ্ত হন, সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এছাড়া মাসজিদুন নববী ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস যিয়ারত সংক্রান্ত বিদ'আতসহ এখানে মোট ১৭৫টি বিদ'আত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বইটির ভূমিকায় তিনি পাঠক ও হজ্জপালনকারীদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু উপদেশ পেশ করেছেন। পরবর্তীতে তিনি 'মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ' নামে ৬৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী এর সংক্ষিপ্ত একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তবে সেখানে অতিরিক্ত কিছু তাখরীজ ও তা'লীক্ব সংযুক্ত হয়েছে।

৫. তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবূরি মাসাজিদ : কবরপূজারীদের বিরুদ্ধে লিখিত এই বইটি তাঁর প্রথম জীবনের লেখনীসমূহের অন্যতম। ২৪০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে তিনি সেযুগে মানুষের মাঝে প্রচলিত কবর সংশ্লিষ্ট নিকৃষ্ট বিদ'আত সমূহের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। যেমন- নেককার মানুষদের কবরকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা, তার উপর মসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ করা, সেদিকে ফিরে ছালাত আদায় করা ইত্যাদি। বইটি সম্পর্কে আলবানী বলেন, কবর কেন্দ্রিক এই মাসআলাই অধিকাংশ শায়খদের সাথে আমার পৃথক হওয়ার প্রথম কারণ ছিল। এক্ষেত্রে তারা আমার পিতার অনুসারী ছিলেন।[১০]

৬. তাহরীমু আলাতিত ত্বারাব : ২১৬ পৃষ্ঠার এই বইটিতে তিনি বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার বিষয়টি বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মূলতঃ ১৩৭৩ হিজরীতে মাজাল্লাতু ইখওয়ানিল মুসলিমীন পত্রিকায় প্রসিদ্ধ একজন আযহারী বিদ্বান বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার জায়েয মর্মে ফৎওয়া প্রকাশ করায় তার প্রতিবাদে তিনি বইটির রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। এছাড়া এখানে তিনি বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে ইবনু হাযম আন্দালুসী কর্তৃক শিথিলতা প্রদর্শনেরও দলীল ভিত্তিক খণ্ডন করেছেন।

৭. তাওয়াসসুল আনওয়া'উহূ ওয়া আহকামুহূ : ১৭৫ পৃষ্ঠার এ বইটি মূলতঃ চারটি অধ্যায় নিয়ে রচিত হয়েছে। (১) তাওয়াসসূলের আভিধানিক অর্থ (২) বৈষয়িক ও শারঈ মাধ্যমসমূহ (৩) শরী'আতসম্মত অসীলা প্রার্থনা ও তার প্রকারসমূহ (৪) কিছু সংশয় ও তার জবাব।

৮. জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ : ২৬০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে মুসলিম নারীর জন্য কি কি পোষাক পরা ওয়াজিব সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া নারীদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় 'আওরাত বা পর্দার অন্তর্ভুক্ত কি-না, সে ব্যাপারে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

৯. আর-রাদ্দুল মুফহাম 'আলা মান খা-লাফাল ওলামা : 'জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ' বইটি প্রকাশ পাওয়ার পর সমসাময়িক অনেক বিদ্বান এই মাসআলার বিরোধিতা করেন। তাদের মতে আলবানীর পূর্বে কোন আলেম এরূপ মত পোষণ করেননি। যার প্রেক্ষিতে তিনি ১৮৪ পৃষ্ঠার এই বইটি রচনা করেন। এখানে তিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে বিরোধীদের দলীলসমূহের জবাব দিয়েছেন এবং পূর্ববর্তী অনেক ওলামায়ে কেরাম যে এ ব্যাপারে মতামত পেশ করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। আলোচনার শেষভাগে তিনি স্পষ্ট দলীল ছাড়াই আবেগের বশবর্তী হয়ে দ্বীনের কোন বিষয়ে কঠোরতা আরোপের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং নারী-পুরুষদের সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ মানহাজের উপর গড়ে তোলার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও দাঈদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

১০. আল-আজবিবাতুন নাফে'আহ : ১৫১ পৃষ্ঠার এই বইটিতে তিনি মূলতঃ জুম'আর ছালাতের মাসআলা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং শেষাংশে জুম'আ সম্পর্কিত মোট ৭৭টি বিদ'আত সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

এছাড়া শারঈ বিধি-বিধান সম্পর্কিত তিনি আরো কয়েকটি বই লিখেছেন। যেমন ছালাতুল কুসূফ বিষয়ে ছিফাতু ছালাতিন্নবী লি ছালাতিল কুসূফ, দাড়ির বিধান সম্পর্কে 'আল-লিহইয়াতু ফী নাযরিদ দীন', কুয়েতের 'ফাইলাকা' দ্বীপে খিযির (আঃ)-এর কথিত নিদর্শন সম্পর্কে 'হুকমু তাতাব্বুএ আছারিল আম্বিয়া ওয়াছ ছালেহীন', আল-ইসরা ওয়াল মি'রাজ, হুকমু তা-রিকিছ ছালাত, ক্বিয়ামু রামাযান, ছালাতুত তারাবীহ, ছালাতুল ঈদায়েন ফিল মুছাল্লা খারিজিল বিলাদ, দিফা' আনিল হাদীছিন নববী, তাছহীহু ইফতারিছ ছায়েম ক্বাবলা সাফারিহী বা'দাল ফাজর ইত্যাদি।

অন্যান্য রচনাবলী

১. আয-যাব্বুল আহমাদ 'আন মুসনাদিল ইমাম আহমাদ : আব্দুল কুদ্দূস হাশেমী নামক জনৈক আলেম এক প্রবন্ধে মুসনাদে আহমাদ-কে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-এর রচনা হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, (১) ইমাম আহমাদের ছেলে আব্দুল্লাহ এর বর্ণনাসমূহে বৃদ্ধি করেছেন (২) ইমাম আহমাদের নিকট থেকে শ্রবণকারী মূল রাবী আবূ বকর কাতী'ঈ[১১]-এর নিকটে অপরিচিত সূত্রে এর বর্ণনাসমূহ পৌঁছেছে (৩) কাতী'ঈ ছিলেন ভ্রান্ত আক্বীদা ও দুষ্ট চরিত্রের নিকৃষ্ট মানুষ। (৪) তিনি এর মধ্যে বহু মাওযূ' হাদীছ সংযুক্ত করেছেন। সঊদী আরবের

১০. *ওলামা ওয়া মুফাক্কিরূন 'আরাফতুহুম, ১ম/২৮৯।*

১১. *আবূ বকর আহমাদ ইবনু জা'ফর আল-কাতী'ঈ (৮৮৭-৯৭৯ খ্রি.)। বাগদাদে জন্মগ্রহণকারী এই মুহাদ্দিছ সম্পর্কে ইমাম দারাকুৎনী বলেন, তিনি দুনিয়াবিমুখ ছিক্বাহ রাবী। আমি শুনেছি তার দো'আ কবুল করা হয়। দ্র. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/২৬৩।*

www.at-tahreek.com

তৎকালীন গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ বিন বায (রহঃ) বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে শায়খ আলবানীকে এর প্রতিবাদে কিছু রচনার আহ্বান জানান। অতঃপর আলবানী মুসনাদে আহমাদে বিভিন্ন সংস্করণ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাকর্ম হিসাবে এই বইটি রচনা করেন।

আলবানী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার হ'ল- আহলে ইলমগণ মুসনাদে আহমাদকে ইমাম আহমাদের সংকলন হিসাবে কবুল করে নিয়েছেন, এর পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন এবং সুন্নাহ্র অন্যতম আবশ্যিক উৎস হিসাবে গণ্য করেছেন। যাদের মধ্যে আছেন হাফেয ইবনু আসাকির, যিয়াউদ্দীন মাক্বদেসী, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনু কাছীর, নববী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, যায়লাঈ, ইরাক্বী, সুয়ূত্বীসহ বহু ওলামায়ে কেরাম। ফলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুফাসসির, মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহগণের রচিত অধিকাংশ গ্রন্থেই উক্ত মুসনাদ থেকে হাদীছ সংকলিত হয়েছে। এক্ষণে হয় বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয় এরূপ হাদীছ গ্রন্থের উপর নির্ভর করে বড় বড় আলেমগণ ভুল করেছেন অথবা হাশেমী বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রান্তের এইসব বিদগ্ধ বিদ্বানগণের বিরোধিতা করে নিজেই ভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছেন।

অতঃপর তিনি হাশেমীর বক্তব্যের খণ্ডনে ইলমী আলোচনা পেশ করেছেন এবং যুক্তিপূর্ণ ও দলীল সমৃদ্ধ রচনার মাধ্যমে তার দাবীকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। বইটি ১৩৯৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। তবে পরবর্তীতে অনেকবার তিনি বইটি পরিমার্জন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ টীকা সংযোজন করেন।[১২]

২. নাছবুল মাজানিক লিনাসাফি কিছছাতিল গারানীক :

এই বইটি আলবানী (রহঃ) ইসলাম বিদ্বেষীদের অতি লোভনীয় হাতিয়ার গারানীক্ব কাহিনীর অসারতা প্রমাণে রচনা করেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান থেকে একদল ওলামায়ে কেরাম আলবানীর নিকটে উক্ত কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র লিখলে তিনি তার জবাবে উক্ত বইটির রচনা করেন। এ সম্পর্কিত ঘটনাটি হ'ল, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা চত্বরে ছালাত আদায় করেন। সেখানে তিনি সরবে সূরা নাজম পাঠ করেন। সূরার শেষে তিনি সিজদা করেন। তখন উপস্থিত মুসলিম-মুশরিক সবাই সিজদায় পড়ে যায়।[১৩] কাফিরদের সিজদা করার উক্ত ঘটনা সত্য এবং এটি ছিল নিঃসন্দেহে সূরা নাজমের অশ্রুতপূর্ব আসমানী খবর ও অনন্য সাধারণ ভাষালংকারের অপূর্ব দ্যোতনার বাস্তব ফলশ্রুতি। ভাষাগর্বী নেতারা যার সামনে অবচেতনভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়ে ও নবীর সাথে সাথে সিজদায় পড়ে যায়। কারণ উক্ত সূরার শেষ আয়াতটি ছিল, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا 'অতএব তোমরা আল্লাহ্র জন্য সিজদা কর ও তাঁর ইবাদত কর'।[১৪]

অথচ এর প্রেক্ষাপট হিসাবে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, উক্ত সূরার ১৯ ও ২০ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى- وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত' ও 'উযযা' সম্বন্ধে?' 'এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে?' এরপরেই শয়তান গায়েবী আওয়ায দিয়ে বলে, تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى + وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى 'ঐগুলো হ'ল মহান শ্বেত-শুভ্র উপাস্য। আর তাদের সুফারিশ অবশ্যই কামনা করা হয়'। এতে কাফেররা বলে যে, ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ কখনো আমাদের উপাস্যদের ভাল বলেনি, আজ বলেছে। অতএব তারা খুশী হয়ে তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে যায়'।[১৫]

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) উক্ত কাহিনীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলেও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) একে শক্তিশালী সাব্যস্ত করেছেন। উক্ত গ্রন্থে আলবানী ইবনু হাজারের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন এবং বিভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে গারানীক্ব কাহিনী পুরোপুরি মিথ্যা ও বানোয়াট বলে প্রমাণ করেন। তাঁর মতে, এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে মিথ্যা তোহমত চাপানো হয়েছে মাত্র।[১৬]

৩. আর-রাদ্দু 'আলা রিসালাতি ইবাহাতিত তাহাল্লি বিয যাহাবিল মুহাল্লাক : শায়খ ইসমাঈল আনছারী[১৭] রচিত বইয়ের প্রতিবাদে লিখিত উক্ত আলোচনাটি তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম শায়বানী রচিত 'হায়াতুল আলবানী' গ্রন্থের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। আলবানী স্বীয় 'আদাবুয যিফাফ' বইয়ে নারীদের জন্য স্বর্ণালংকার ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত করে যে আলোচনা পেশ করেছেন, তার জবাবে শায়খ আনছারী একটি রিসালা লিখে আলবানীর নিকটে পাঠান। তিনি এর জবাবে ভিন্ন আঙ্গিকে এবং কিছু অতিরিক্ত আলোচনাসহ পুনরায় এই বইটি রচনা করেন।

৪. কাশফুন নিক্বাব 'আম্মা ফী কিতাবি আবী গুদ্দাহ :

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (১৯১৭-১৯৯৭ খৃ.) সিরিয়ার একজন বিশিষ্ট আলেম হওয়া সত্ত্বেও কট্টর হানাফী হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি সালাফীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। বিশেষত শায়খ আলবানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িমসহ অনেকের বিরুদ্ধে তিনি গুরুতর অভিযোগ ও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেন। যেমন তার মতে, 'নজদ থেকে ফিৎনা ছড়িয়ে পড়বে' মর্মে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা মুহাম্মাদ

১২. *আলবানী : মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ৭৫।*
১৩. *বুখারী, হা/৪৮৬৩; মুসলিম হা/৫৭৬; মিশকাত হা/১০৩৭।*
১৪. *সূরা নাজম ৬২।*
১৫. *তাফসীর ইবনু কাছীর, ৫/৪৪২; সূরা হজ্জ ৫২।*
১৬. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছা.), ৩য় প্রকাশ ২০১৬ খ্রি., পৃ. ১৫২-১৫৫।*
১৭. *শায়খ ইসমাঈল আনছারী (রহঃ) ১৩৪০ হিজরীতে আফ্রিকার মরু এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় ওলামায়ে কেরামের নিকটে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পর ১৩৬৮ হিজরীতে তিনি সঊদী আরবে হিজরত করেন এবং সেখানেই পড়াশুনা শেষ করেন। কর্মজীবনে তিনি সঊদী আরবের দারুল ইফতা এবং হাইআতু কিবারিল উলামা-র সদস্য ও গবেষক, রিয়াদের উচ্চ আদালতের বিচারক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং বেশ কিছু গ্রন্থের তাখরীজ করেন। ১৪২১ হিজরীতে তিনি রাজধানী রিয়াদে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. ইসমাঈল আনছারী, তাছহীহু হাদীছিত তারাবীহ ইশরীনা রাক'আতান (রিয়াদ : মাকতাবাতুল ইমাম শাফেঈ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৫৪-৫৯।*

www.at-tahreek.com

ইবনু আব্দুল ওয়াহহাবকে বুঝানো হয়েছে'। এছাড়া বিভিন্ন বিতর্কিত ফৎওয়া যেমন মাদক দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয ইত্যাদি ফৎওয়া প্রদান করেন। আলবানী তার এসব বাতিল মতামত ও মিথ্যারোপ থেকে জনগণকে সাবধান করার লক্ষ্যে কলম ধরেন এবং বইটি রচনা করেন।

৫. মুখতাছার ছহীহুল বুখারী :

ইমাম বুখারী (রহঃ) সংকলিত ছহীহুল বুখারীর সংক্ষিপ্ত এই সংকলনটি প্রভূত ফায়েদা ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কারণে আলবানী তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় কর্ম হিসাবে গণ্য করেছেন। সংক্ষিপ্ত অথচ ওলামায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলমদের জন্য দারুণ উপকারী এরূপ বৈশিষ্ট্যে পূর্ববর্তী কোন মুহাদ্দিছ ছহীহ বুখারীর সংক্ষেপণ করেননি। সংকলনটির অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো হ'ল- (১) তিনি কেবল বর্ণনাকারী ছাহাবী ব্যতীত হাদীছের বাকী সনদ বাদ দিয়েছেন (২) ছহীহ মুসলিমের সংকলনপদ্ধতির অনুসরণে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হাদীছসমূহ পুনরাবৃত্তি ছাড়াই একই অধ্যায়ে জমা করেছেন। অর্থাৎ অন্য সনদে অতিরিক্ত কিছু থাকলে বন্ধনীর মধ্যে একই মতনের সাথে উল্লেখ করেছেন অথবা 'অন্য বর্ণনায় রয়েছে' বা 'অন্য তুরুকে এসেছে' এরূপ বলে অতিরিক্ত অংশটুকু মূল হাদীছের নীচে এনেছেন[১৮] (৩) বুখারীর বাবসমূহ তিনি স্ব অবস্থায় রেখেছেন (৪) মূল হাদীছ ব্যতীত বিভিন্ন অধ্যায়, বাব ও হাদীছের সাথে সংযুক্ত ছহীহ হওয়ার শর্তমুক্ত মু'আল্লাক্ব হাদীছ ও আছারসমূহের সংক্ষিপ্ত তাহক্বীক্বসহ হুকুম বর্ণনা করেছেন (৫) কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন (৬) মুসনাদ ও মু'আল্লাক্ব হাদীছ ও আছারসমূহ অধ্যায় ও অনুচ্ছেদভিত্তিক সাজিয়েছেন। ১৩৯৯ হিজরীতে তিনি কাজটি সম্পন্ন করেন। অতঃপর ১৪১৬ হিজরীতে তিনি এটি পুনরায় সংস্কার করেন। প্রথমে একত্রে বৃহৎ একটি খণ্ডে প্রকাশ হলেও পরবর্তীতে তা চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[১৯]

৬. মুখতাছার ছহীহ মুসলিম লিল মুনযিরী :

এটি হাফেয মুনযিরী (রহঃ) কৃত মুখতাছার ছহীহ মুসলিমের উপর আলবানীকৃত তাহক্বীক্ব। এখানে তিনি তাহক্বীক্বের সাথে সাথে এর হাদীছসমূহ নতুনভাবে সাজিয়েছেন, দুর্বোধ্য শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন এবং অনেক উপকারী টীকা সংযোজন করেছেন। মুনযিরীকৃত মুখতাছারটির মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটি এবং ঘাটতি দেখে তিনি এটি পুনরায় তাহক্বীক্ব করার সিদ্ধান্ত নেন এবং আল্লাহ্র রহমতে সে সুযোগও পেয়ে যান। ১৩৮৯/১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকজন ওলামায়ে কেরামের সাথে তিনি গ্রেফতার হন এবং দামেশকের কিল'আ কারাগারে বন্দী হন। কয়েক মাস পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং কয়েকমাস কারান্তরীণ রাখার জন্য একটি দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। অতঃপর এখানে বসেই তিনি কাজটি সুসম্পন্ন করেন।[২০] উল্লেখ্য যে, প্রথমবার কারান্তরীণ হওয়ার পর তিনি মুনযিরীকৃত মুখতাছারটি নয় বরং পৃথকভাবে ছহীহ বুখারীর ন্যায় ছহীহ মুসলিম সংক্ষেপনের কাজ সম্পন্ন করেন। তবে এর মূল পাণ্ডুলিপি পরবর্তীকালে হারিয়ে যায়।[২১]

৭. মুখতাছার শামায়েলে মুহাম্মাদী লিত তিরমিযী :

এটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শামায়েলে মুহাম্মাদী'-এর তাহক্বীক্বসহ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

৮. ফিহরিসু মাখতূতাতিয যাহেরিয়া ফী ইলমিল হাদীছ :

আলবানী স্বীয় গবেষণাকর্মের পাদপীঠ দামেশকের মাকতাবাতুয যাহেরিয়ায় সংরক্ষিত ইলমে হাদীছ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে পরবর্তীদের জ্ঞাতার্থে বহুদিনের পরিশ্রমে এই সূচীটি রচনা করেন। সূচীপত্র রচনার ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর বিশেষ কোন দক্ষতা ছিল না। এছাড়া হাদীছ শাস্ত্রে নিরন্তর গবেষণায় লিপ্ত থাকায় এক্ষেত্রে কিছু করার মত বিস্তর সময়ও তাঁর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাউকে দিয়ে কিছু করাতে চাইলে তার জন্য কারণ সৃষ্টি করে দেন। উক্ত সূচীটি রচনার পিছনেও মোড় পরিবর্তনকারী এক অনন্য সাধারণ প্রেক্ষাপট ছিল। যা 'একটি হারানো পৃষ্ঠার কাহিনী' হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধ।[২২]

৯. ছওতুল 'আরাব তাসআল ওয়া মুহাদ্দিছুশ শাম ইউজীব :

এটি আলবানীর নিকট থেকে দামেশকের ছাওতুল 'আরাব পত্রিকা কর্তৃক গৃহীত একটি সাক্ষাৎকার। যেখানে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের[২৩] আওক্বাফ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত হাদীছ পরিষদ সম্পর্কে নানা আলোচনা, মুহিব্বুদ্দীন আল-খাত্বীব, মুহাম্মাদ আল-গাযালী, আব্দুর রাযযাক আল-'আফীফী প্রমুখ বিদ্বানের সাক্ষাৎ লাভ; কায়রোর বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন, নিজের ঘড়ি মেরামতের পেশায় জড়িত থাকার কারণ, ৪০ খণ্ডের হাদীছ সংকলন সম্পন্ন হওয়াসহ জীবন ও সমাজের নানা দিক উঠে এসেছে।

প্রবন্ধসমূহ

গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি আলবানী অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যা সমকালীন 'আত-তামাদ্দুনুল ইসলামী' ও 'আল-মুসলিমূন'সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে

---

১৮. যেমন বুখারী ১২৭৭ হাদীছের যে মতন, তার চেয়ে কিছু বেশী রয়েছে ২০৯৩ ও ৬০৩৬ নং হাদীছের মতনে। আলবানী ১২৭৭ নং হাদীছটি উল্লেখ করে বাকি দুটি বর্ণনায় যা অতিরিক্ত রয়েছে, তা একত্রিত করেছেন এবং তা মোটা অক্ষরে চিহ্নিত করেছেন।

১৯. নাছিরুদ্দীন আলবানী, মুখতাছার ছহীহুল বুখারী, ১/১০-১৬।

২০. আলবানী বলেন, প্রায় তিন মাস আমি একাজেই নিবিষ্ট ছিলাম। কোন ক্লান্তি ও বিরক্তি ছাড়া দিন-রাত আমি কাজ করে যেতাম। ফলে কারান্তরীণ করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর শত্রুরা আমার উপর যে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, তা আমার জন্য নে'মতে পরিণত হল। ...অতএব সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যার অনুগ্রহে সকল শুভ কাজসমূহ সম্পন্ন হয়ে থাকে। দ্র. মুখতাছার ছহীহুল ইমাম আল-বুখারী, ভূমিকা দ্র. ১/৮-৯।

২১. ইমাম আলবানী হায়াতুহু ওয়া দা'ওয়াতুহু, পৃ. ৩৭-৩৯; নাছিরুদ্দীন আলবানী: মুহাদ্দিছুল 'আছর ওয়া নাছিরুস সুন্নাহ, পৃ. ২৮।

২২. আলবানী, ফিহরিসু মাখতূতাতি দারিল কুতুবিয যাহিরিইয়াহ ফী ইলমিল হাদীছ (রিয়াদ : মাকতাবুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৮-১২।

২৩. এটি ১৯৫৮ সালে মিসর, সিরিয়া ও উত্তর ইয়ামন নিয়ে গঠিত একটি কনফেডারেশন। মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাছের ছিলেন এর প্রধান। ১৯৬১ সালে এই প্রজাতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে।

১৯টি প্রবন্ধ পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশ পায়। গবেষক নূরুদ্দীন আবূ তালিব এগুলো জমা করে 'মাক্বালাতুল আলবানী' নামে পৃথক বই সংকলন করেছেন।

অপ্রকাশিত, অসমাপ্ত ও অপ্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিসমূহ

শায়খ আলবানী তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সকল গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর সেখানকার অনেক পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখনও এমন অনেক অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যা পরবর্তীতে আর প্রকাশিত হয়নি। এছাড়া তাঁর আরো অনেক গ্রন্থ সম্পর্কে জানা যায়, যা বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে গেছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল-

১. আল-আহাদীছুয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ফী উম্মাহাতিল কুতুবিল ফিক্বহিইয়াহ :

ফিক্বহের মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে যে সমস্ত যঈফ ও জাল হাদীছ রয়েছে, সেগুলির সমন্বয়ে আলবানী একটি গ্রন্থ রচনা করার মনস্থ করেছিলেন। মৌলিক পাঁচটি গ্রন্থের উপর তিনি কাজটি করতে চেয়েছিলেন। যথা- (১) হানাফী ফিক্বহের বিখ্যাত গ্রন্থ বুরহানুদ্দীন মারগেনানী রচিত 'আল-হেদায়া' (২) মালেকী ফিক্বহের উপর আব্দুর রহমান বিন আবুল কাসেম উতাক্বীর 'আল-মুদাউওয়ানা' (৩) শাফেঈ ফিক্বহের উপর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম আর-রাফে'ঈর লিখিত 'শারহুল ওয়াজীয' (৪) হাম্বলী ফিক্বহের উপর ইবনু কুদামা রচিত 'আল-মুগনী' (৫) তুলনামূলক ফিক্বহের উপর ইবনু রুশদের লিখিত 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ'। গ্রন্থটিতে তিনি ছয় হাযার পর্যন্ত হাদীছ জমা করেছেন এবং দীর্ঘ একটি ভূমিকা লিখেছেন। কিন্তু তা সমাপ্ত করতে পারেননি।[২৪]

২. মুখতাছারু তুহফাতিল মাওদূদ ফী আহকামিল মাওলূদ : আলবানী নবজাতকের বিধি-বিধান সম্পর্কে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর লিখিত বৃহদায়তন এই গ্রন্থটি সংক্ষিপ্তকরণের কাজ শুরু করে সূচীপত্রসহ ৩১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাজ করে গেছেন।

৩. ওয়াছফু রিহলাতিল উলা ইলাল হেজাযি ওয়ার রিয়ায : ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তীন যুদ্ধের পর সঊদী সেনাবাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় আলবানী উক্ত বাহিনীর সাথে হেজায ও রিয়াদ সফর করেন। অতঃপর সফরের বর্ণনায় এই বইটি রচনা করেন। তবে মূল পাণ্ডুলিপি অতি বিবর্ণ আকার ধারণ করায় তা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৪. আত-তা'লীকাতুল জিয়াদ 'আলা যাদিল মা'আদ : এটি ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ যাদুল মা'আদের বিস্তারিত তাখরীজ ও তা'লীক্ব। কিন্তু পরবর্তীতে তা হারিয়ে যায়।

৫. আল-মুগনী ফী হামলিল আসফার : ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন-এর তাখরীজে হাফেয ইরাক্বীকৃত উক্ত গ্রন্থটি আলবানী তার প্রথম জীবনে নিজ হাতে হুবহু কপি করেন। প্রথমে অর্ধেক পর্যন্ত করার পর পুনরায় সংক্ষিপ্ত টীকা ও দুর্বোধ্য শব্দসমূহ বিশ্লেষণসহ প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত অনুলিপি করেন।[২৫] আলবানীর ছাত্র শায়খ মাজযূব বলেন, শায়খ আমাকে এর নুসখাটি দেখিয়েছিলেন। হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপিটি ছিল ৩ খণ্ডে ২০১২ পৃষ্ঠা।[২৬]

৬. তাখরীজু আহাদীছিল বুয়ূ' ও আছারিহী : ব্যবসা-বানিজ্যের উপর বর্ণিত হাদীছ ও আছারসমূহের তাখরীজ সংক্রান্ত এই বইটি তিনি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্লিয়া শার'ঈয়াহ-এর উদ্যোগে প্রকাশিতব্য 'মাওসূ'আতুল ফিক্বহিল ইসলামী'-এর জন্য রচনা করছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এই উদ্যোগ থেকে সরে আসলে তিনিও কাজটি বন্ধ করে দেন। ফলে কাজটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

৭. মু'জামুল হাদীছিন নববী : প্রায় ৪০ খণ্ডে রচিত উক্ত গ্রন্থটির প্রতি খণ্ডে ৪০০ পৃষ্ঠা এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ১টি করে হাদীছ তাখরীজসহ উল্লেখ করা হয়েছে। আলবানী এভাবে প্রায় ১৬ হাযার হাদীছ আরবী বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। এসব হাদীছ তিনি দামেশকের 'মাকতাবা যাহেরিয়াহ' হলবের 'মাকতাবাতুল আওক্বাফ আল-ইসলামিইয়াহ, মসজিদে নববীর 'মাকতাবা মাহমূদিয়াহ, মদীনার 'মাকতাবা আরিফ হিকমত' প্রভৃতি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহ থেকে সংকলন করেন।[২৭] শায়বানী বলেন, শায়খ আমাকে এর পাণ্ডুলিপি দেখিয়েছিলেন।[২৮] তবে অপর এক গবেষকের মতে, উক্ত সংকলনটি ৪৯ খণ্ডে সমাপ্ত এবং আলবানী ৩০ বছর যাবৎ এটি সংকলন করেন।[২৯]

৮. আত-তা'লীকুর রাগীব 'আলাত তারগীব ওয়াত-তারহীব : এটি ছহীহ ও যঈফ তারগীব নয়। বরং পৃথক একটি সংকলন। আলবানী এখানে অনেক বিস্তারিত তাখরীজ পেশ করেছেন। তবে তা আজও প্রকাশিত হয়নি।

বিভিন্ন রচনা ও বক্তব্য থেকে সংকলিত রচনাবলী

১. আত-তাওহীদ আউয়ালান ইয়া দু'আতাল ইসলাম :

এটা মূলতঃ রেকর্ডকৃত একটি টেপ থেকে সংকলিত বই। 'মুসলমানদের নবজাগরণের পথ কি এবং কোন পথে চললে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন?' মর্মে একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি উত্তরটি প্রদান করেন।[৩০]

---

২৪. *মুহাম্মাদ খায়ের রামাযান ইউসুফ, মু'জামুল মুওয়াল্লিফীন আল-মু'আছিরীন (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিইয়া, ১ম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৭৩০-৩১।*

২৫. *ইমাম আলবানী হায়াতুহু ওয়া দা'ওয়াতুহু, পৃ. ১২-১৩; হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু ওয়া ছানাউল ওলামা 'আলাইহি, পৃ. ৪৭।*

২৬. *ওলামা ওয়া মুফাক্কিরূন 'আরাফতুহুম, ১/২৯২।*

২৭. *ইরওয়াউল গালীল, ৮/৩০৮; ছহীহুল জামি'ঈছ ছগীর, ১/১৭।*

২৮. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু, পৃ. ৫৭৮।*

২৯. *আব্দুল বারী ফাৎহুল্লাহ মাদানী, মুকাম্মাল নামাযে নববী (আহলেহাদীছ সোসাইটি, ইউপি ইণ্ডিয়া, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৭।*

৩০. *আলবানী, তাওহীদ আউয়ালান ইয়া দু'আতাল ইসলাম (মানছূরাহ, মিসর : দারুল হুদা আন-নববী, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৪।*

২. আত-তাছফিইয়াহ ওয়াত-তারবিয়াহ ওয়া হা-জাতুল মুসলিমীনা ইলাইহিমা :

এটিও রেকর্ডকৃত বক্তব্য থেকে সংকলিত বই : ১৩৯০ হিজরীতে আম্মানের একটি শরী'আহ ইন্সটিটিউটে তিনি এই বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এখানে তিনি মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় বিশুদ্ধ মানহাজ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আর এজন্য তিনি দু'টি শব্দ উল্লেখ করেছেন। (১) তাছফিয়াহ বা বিশুদ্ধকরণ (২) তারবিয়াহ বা প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ ইসলামী আক্বীদাকে সকল বাতিল মতবাদ, শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে হবে; জাল, ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও দুর্বল হাদীছ থেকে ছহীহ ও হাসান হাদীছসমূহকে পৃথক করে সুন্নাহকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং ফিক্বহকে বিশুদ্ধ দলীল বিরোধী মতামত থেকে মুক্ত করতে হবে। অতঃপর বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমলের ভিত্তিতে প্রথমে নিজেকে অতঃপর অন্যদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। আলবানী নিজের পুরো জীবন ও সার্বিক কর্মকাণ্ড এই নীতির উপরেই পরিচালিত করেছেন।

৩. উজূবুল আখযি বি হাদীছিল আহাদি ফিল আক্বীদাতি ওয়াল আহকাম : বইটি ১৩৭৭ হিজরীতে দামেশকে আয়োজিত একটি যুবসম্মেলনে আলবানী প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি। যা পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশিত হয়। বইটিতে খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীছ যে কেবল আহকামগত বিষয়ে নয় বরং আক্বীদাগত বিষয়েও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য, তা অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এর বিরোধীদের দলীলসমূহ খণ্ডন ও তার ক্ষতিকর দিকসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. মানযিলাতুস সুন্নাহ ফিল ইসলাম : বইটি ১৩৯২ হিজরী রামাযান মাসে দোহায় প্রদত্ত একটি ভাষণ। যেখানে ইসলামী শরী'আতে হাদীছের গুরুত্ব, কুরআনের বাণী প্রচারে সুন্নাহ্র ভূমিকা, কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে সুন্নাহ্র প্রয়োজনীয়তা, আহলে কুরআনের ভ্রষ্টতা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

৫. আল-হাদীছু হুজ্জাতুন বিনাফসিহী ফিল 'আক্বায়েদে ওয়াল আহকাম : বইটি ১৯৭২ সালে স্পেনের গ্রানাডা শহরে আয়োজিত এক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি। এখানে তিনি সুন্নাহ বা হাদীছের প্রতি একজন মুসলিমের নীতি, হাদীছের মর্যাদা ও প্রামাণিকতা, তাক্বলীদের অনিষ্টকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

৬. কিছছাতুল মাসিহিদ দাজ্জাল : শেষ যামানায় দাজ্জালের ফিৎনার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন হাদীছের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করলেও এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ ও বড় বড় বিদ্বানদের মাঝে অবহেলা, অবিশ্বাস এবং অমনযোগিতা লক্ষ্য করে আলবানী বইটি রচনার পরিকল্পনা করেন।[৩১] উক্ত বইয়ে তিনি দাজ্জালের আগমন ও ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী সম্পর্কিত আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটির বিভিন্ন তুরুক একত্রে জমা করেছেন। অতঃপর বিভিন্ন রাবী কর্তৃক বর্ণিত এই বিষয়ে সকল বিশুদ্ধ বর্ণনা একত্রিত করে তাহক্বীক্বসহ ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করেছেন। ১৪২১ হিজরীতে 'মাকতাবুল ইসলামী' থেকে প্রকাশিত এই বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৬।

৭. সাওয়াল ওয়া জাওয়াব হাওলা ফিক্বহিল ওয়াক্বে' :

রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী অনুযায়ী শেষ যামানায় মুসলিম জাতি সংখ্যায় বেশী হলেও দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও মৃত্যুকে অপসন্দ করার কারণে তাদের হৃদয়ে দুর্বলতা চেপে বসবে। সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতিতে মুসলমানদের অবস্থা যার সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। এরূপ প্রেক্ষিতে তাদের করণীয় কি হ'তে পারে, উক্ত বইটি সে ব্যাপারে আলবানী প্রদত্ত জবাবের লিখিত রূপ। ৫৪ পৃষ্ঠার এই বইটিতে তিনি মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার কারণ, করণীয়, আল্লাহ্র সাহায্য কিভাবে আসবে, দাঈদের করণীয়, আধুনিক রাজনীতির ক্ষতিকর দিক প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। রেকর্ডকৃত এই জবাবটি তাঁর প্রিয় ছাত্র আলী হাসান হালাবী লিখিতরূপে সংকলন করার পর আলবানী তা পুনর্নিরীক্ষণ করেন এবং প্রকাশ উপযোগী করে দেন।

৮. কাইফা ইয়াজিবু আলাইনা আন নুফাসসিরুল কুরআন :

বইটি অডিও টেপ থেকে অনুলিখনের পর আলবানী কিছুটা সংস্কার করেন। এখানে তিনি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করার ক্ষেত্রে একজন তাফসীরকারের জন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা ওয়াজিব তা বর্ণনা করেছেন। বিশেষত তাফসীরের ক্ষেত্রে হাদীছের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে 'নয়টি প্রশ্নের উত্তর নামে' বইটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

৯. হাযা দা'ওয়াতুনা : অডিও টেপ থেকে অনুলিখিত এই বইটিতে আলবানী শারঈ ইলমের পরিচয়, সালাফী দাওয়াতের রুকন, বিভিন্ন বাতিল ফিরক্বা উদ্ভবের কারণ, কুরআন-হাদীছ ছাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী অনুধাবনের গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন।

১০. ফিৎনাতুত তাকফীর : খারেজীদের তাকফীরী মতবাদের বিরুদ্ধে রচিত এই বইটি মূলতঃ ১৯৯৩ সালে আলবানীর রেকর্ডকৃত একটি বক্তব্যের লিখিতরূপ।

১১. শারহু উছূলিদ দাওয়াহ আস-সালাফিইয়াহ :

আমর আব্দুল মুন'ঈম সালীম সংকলিত উক্ত গ্রন্থটি সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি সম্পর্কে আলবানী প্রদত্ত একটি বক্তব্যের লিখিত রূপ ও তার ব্যাখ্যা। এখানে আলবানী সালাফী দাওয়াতের পরিচয়, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতিমালা, সালাফদের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ, তাক্বলীদের উৎপত্তি, দ্বীনের মধ্যে মতবিরোধের কারণ, খবরে ওয়াহেদ হাদীছের প্রামাণিকতা, আল্লাহ্র ছিফাতী নামসমূহের ব্যাপারে বিভিন্ন আক্বীদা গোষ্ঠীর নানা মতভেদ এবং এ ব্যাপারে সালাফদের

৩১. *আলবানী, কিছছাতুল মাসীহিদ দাজ্জাল (আম্মান : আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.), পৃ. ৬-৭।*

সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সংকলক এর সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তারিত টীকা সংযোজন করে পাঠকের জন্য বইটি অধিক উপকারী হিসাবে তুলে ধরেছেন।

১২. কামূসুল বিদ' (قاموسُ البـــدع) **:** আলবানী জীবদ্দশায় সমাজে প্রচলিত নানা বিদ'আতী কর্মকাণ্ড নিয়ে উক্ত নামে একটি গ্রন্থ রচনার সংকল্প করেছিলেন এবং ফিক্বহী অধ্যায় অনুসারে কয়েক পৃষ্ঠা লিখেছিলেন। কিন্তু তা শেষ করা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্র আবূ ওবায়দা মাশহূর ইবনু হাসান আলবানী লিখিত এবং তাহক্বীক্ব ও তা'লীক্বকৃত ১১৯টি বই ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে বিভিন্ন বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ও বক্তব্যসমূহ সংকলন করে বইটি প্রকাশ করেন। কাতারের 'দারুল ইমাম বুখারী' থেকে প্রকাশিত এর একটি সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৩৮।

১৩. সাওয়ালাতু লিল আল্লামা আল-আলবানী : মিসরীয় বিদ্বান শায়খ আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ রচিত উক্ত বইটি হাসান হাদীছ কেন্দ্রিক সংশয় এবং ইলমে হাদীছ ও জারহ-তা'দীলের বিধি-বিধান সম্পর্কে শায়খ আলবানীর একটি সাক্ষাৎকার। এখানে আলবানী ইলমে হাদীছ বিষয়ক বহু প্রশ্ন ও সংশয়ের জবাব দিয়েছেন এবং বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে মুহাদ্দিছীনে কেরামের নীতিমালা ও বিভিন্ন মন্তব্যের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। মোট ৭টি মজলিসে তিনি এই সাক্ষাৎকারটি প্রদান করেন। এর কয়েকমাস পরেই আলবানী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে ইন্তেকাল করেন। কায়রোর মাহবাতুল অহী থেকে প্রকাশিত উক্ত বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯২।

১৪. আদ-দাওয়াহ আস-সালাফিইয়াহ আহদাফুহা ওয়া মাওক্বিফুহা মিনাল মুখালিফীনা লাহা : এটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত না হ'লেও পরবর্তীতে তাঁর ছাত্র 'ইছাম মূসা হাদী তাঁর বিভিন্ন বই ও অডিও রেকর্ড থেকে সংকলন করে একই নামে একটি বই প্রকাশ করেন। যেখানে সালাফী দাওয়াতের পরিচয়, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতিমালা ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৫. তারাজু'উল আল্লামা আলবানী ফীমা নাছছা আলাইহি তাছহীহাহ ওয়া তাযঈফান : কোন বিষয়ে সত্য উদ্ভাসিত হলে পূর্বেকৃত ভুল থেকে ফিরে আসাই যুগে যুগে সালাফে ছালেহীন, আইম্মায়ে 'এযাম ও মুহাদ্দিছীনের অনুসৃত নীতি। শায়খ আলবানীও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি হাযার হাযার হাদীছের তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ করেছেন এবং হুকুম প্রদান করেছেন। এর মধ্যে অনেক হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে একটি হুকুম প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট কারণে মত পরিবর্তন করে ভিন্ন হুকুম প্রদান করেছেন। যেমন কোন গ্রন্থে কোন হাদীছকে 'যঈফ' বলেছেন। পরবর্তীতে তাঁর রচিত অন্য গ্রন্থে বা উক্ত গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তা পরিবর্তন করে 'ছহীহ' বলেছেন। এরূপ মত পরিবর্তনের ব্যাপারে তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই নিজে সেটা উল্লেখ করেছেন। আর বাকীগুলো পরবর্তী গবেষকগণ একত্রিত করেছেন। আবুল হাসান মুহাম্মাদ হাসান আশ-শায়খ সংকলিত ও সম্পাদিত ২ খণ্ডে রচিত উক্ত বইটিতে এরূপ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকৃত মোট ৬২১টি হাদীছ জমা করা হয়েছে।

১৬. আত-তাম্বীহাতুল মালীহাহ 'আলা মা তারাজা'আ আনহুল আল্লামা মুহাদ্দিছ আলবানী মিনাল আহাদীছিয যঈফাহ আবিছ ছহীহাহ : শায়খ আব্দুল বাসিত আল-গারীব সংকলিত উক্ত গ্রন্থটিতে আলবানীর তাখরীজ সংশ্লিষ্ট মোট ২৮টি গ্রন্থ পর্যালোচনা করে হুকুম পরিবর্তনকৃত মোট ৪৭৩ টি হাদীছ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থের শুরুতে তিনি আলবানীর ব্যাপারে চরম বিদ্বেষী হাসান সাক্কাফ এর একটি বই সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছেন এবং উক্ত বইয়ে তিনি আলবানীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে যেসব প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন, তা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।[৩২]

১৭. ফিক্বহুল আলবানী বাইনাস সাওয়ালি ওয়াল জাওয়াব : বৃহদায়তন এই গ্রন্থটিতে আলবানীর বিভিন্ন বই থেকে ফিক্বহী মাসআলাসমূহ সংকলন করে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর আকারে সাজানো হয়েছে। আলবানীর শেষ জীবনের ছাত্র ড. আবূ ইবরাহীম আহমাদ ইবনু নাছরুল্লাহ ছাবরী কাজটি সম্পন্ন করেন। মিসরের দারুছ ছাহাবা লিত তুরাছ ৪ খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৪৮।

১৮. আর রওযুদ দানী ফিল ফারাইদিল হাদীছিইয়াহ :

এটা আলবানীর ঘনিষ্ট ছাত্র ইছাম মূসা হাদী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ। দুই শতাধিক পৃষ্ঠার এই বইটিতে তিনি আলবানীর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ইলমে হাদীছ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা সমূহ জমা করেছেন। এখানে হাদীছ গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি, তাহক্বীক্বের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের নীতি-পদ্ধতি, হাদীছের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা তথা ইল্লত সংশ্লিষ্ট আলোচনা, হাদীছের বিভিন্ন পরিভাষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ইলমে হাদীছের ছাত্রদের জন্য বইটি খুবই উপকারী।

১৯. আল-জামেউল মুফাহরাস লি আত্বরাফিল আহাদীছ ওয়াল আছার আল্লাতি খাররাজাহাল আলবানী :

এটি আলবানীর প্রকাশিত বইসমূহে তাখরীজকৃত হাদীছ ও আছারসমূহের একটি সূচীপত্র। ২ খণ্ডে প্রকাশিত এই বইটি শায়খ আবূ উসামা সালীম ইবনু 'ঈদ আল-হেলালী সংকলন করেন। এখানে আলবানীর মোট ৬৭টি গ্রন্থে প্রায় ৪০ হাযার তাখরীজকৃত হাদীছ আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে এবং প্রতিটি হাদীছ তাঁর কোন গ্রন্থের কত নম্বর বা কোন পৃষ্ঠায় রয়েছে, সেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর সংকলিত সুনানুল আরবা'আহ-এর তাখরীজ, মুখতাছার ছহীহুল বুখারী এবং মুখতাছার ছহীহ মুসলিমের হাদীছসমূহ উক্ত সংকলন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

---

৩২. *আব্দুল বাসিত আল-গারীব, আত-তাম্বীহাতুল মালীহাহ 'আলা মা তারাজা'আ আনহুল আল্লামা মুহাদ্দিছ আলবানী মিনাল আহাদীছিয যঈফাহ আবিছ ছহীহাহ, পৃ. ৯-১৪।*

আত্মহত্যা ও সামাজিক দায়

-মুহাম্মাদ ফেরদাউস*

ফেইসবুক লাইভে এসে নিজের হতাশার বহিঃপ্রকাশ অতঃপর আত্মহত্যা। ছেলেবেলায় জন্মানোর পর প্রত্যেক শিশুই বড় হবার স্বপ্ন দেখে। বড় হয়ে কত কী না করার পরিকল্পনা তার। শিশুর সরল মনে তার চারপাশের অবস্থা দাগ কেটে যায়। একসময় সে বড় হয়, সব অভিজ্ঞতা আর শিক্ষা কাজে লাগিয়ে জীবনে হয় সফল বা ব্যর্থ। তারপর একসময় অতীত হয় তার অস্তিত্ব। গতানুগতিক এই জীবনধারার ছন্দপতন ঘটে নানা অঘটনে। আজ তেমনই একটি বিষয় আত্মহত্যা নিয়ে কথা বলতে চাই, যা একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

আত্মহত্যা বিষয়টিকে অনেক মনোবিজ্ঞানী মানসিক চাপের ফল হিসাবে অভিহিত করেছেন। মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনায় করোনাকালে বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষিত বেকার বৃদ্ধি ও জনসাধারণের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ে। নতুন করে দরিদ্র হয় প্রায় আড়াই কোটি মানুষ।[১] করোনায় উৎপাদন কমে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর জনমনে হতাশার মিটারের পারদ চূড়ায় পৌঁছে। এক গবেষণায় পাওয়া তথ্যমতে, করোনায় বাংলাদেশের বেশীরভাগ মানুষের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, স্বাস্থ্যগত বিষয় নিয়ে উদ্বেগ, শিক্ষা সমাপন ও ভবিষ্যত ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় ছেদ পড়ার কারণে।[২]

পারিবারিক প্রত্যাশা, সামাজিক ভ্রূকুটি, বেকারত্ব, যোগ্যতানুযায়ী কর্মপ্রাপ্তির অভাবে একসময় ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে তরুণরা। আশঙ্কার বিষয় হ'ল, অধুনা এ কাতারে ক্যারিয়ার সফল প্রৌঢ় ও বালক-বালিকারাও যোগ দিচ্ছে। সমাজের জন্য যা উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। জানা যায়, ২০২০ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে করোনায় মারা গেছেন ৫২০০ মানুষ। আর তারও দ্বিগুণ প্রায় ১১০০০ মানুষ মারা গেছে আত্মহত্যায়।[৩] এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে ৩.৭% মানুষ আত্মহত্যায় মারা যায়।[৪] বেসরকারী একটি ফাউণ্ডেশনের তথ্যমতে, ২০২০ সালে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা ১৪,৪৩৬ জন। যা ২০১৯ সালে ছিল ১০ হাযারের কিছু বেশী। ১ বছরে ৪ হাযার আত্মহত্যা বৃদ্ধির ঘটনাকে তারা 'অশনিসংকেত' হিসাবে চিহ্নিত করেছে।[৫] তথ্যমতে, আত্মহত্যার হার বেশী নারীদের (৫৭%) মধ্যে এবং নিহত ব্যক্তিদের ৪৯ শতাংশই ২০ থেকে ৩৫ বছর বয়সী। সবচেয়ে কম (৫%) আত্মহত্যাকারী হচ্ছেন ৪৬ থেক ৮০ বছর বয়সী। আত্মহত্যার প্রধান দু'টি কারণ হ'ল পারিবারিক সমস্যা ও সম্পর্কের টানাপোড়েন। যা যথাক্রমে ৩৫ ও ২৪ শতাংশ আত্মহত্যার কারণ।[৬] এর মধ্যে কিছু পদক্ষেপ রোধ সম্ভব হয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রচেষ্টায়। ২০১৭ সালে জাতীয় যরূরী সেবা ৯৯৯ চালুর পর প্রায় ১৪৯২টি সম্ভাব্য আত্মহত্যা প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে সিআইডি।[৭]

এদিকে আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা। বিগত ২০২১ সালে ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। যার মধ্যে ৬২ জন বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।[৮] এ বিষয়ক মানসিক স্বাস্থ্য গবেষণাকারীগণ শিক্ষা সংক্রান্ত চাপ, পরীক্ষায় ব্যর্থতা, পারিবারিক অভিমান, প্রেমঘটিত সম্পর্কের টানাপোড়েন, একাকীত্ব, বেকারত্ব ইত্যাদিকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৯] এগুলোর ফলে তীব্র সামাজিক ও পারিবারিক চাপ থেকে অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

পাশের দেশ ভারতে এক গবেষণায় দেখা গেছে, করোনায় আত্মহত্যাকারীগণের অধিকাংশই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রথম সপ্তাহেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সবচেয়ে বেশী এ পথ বেছে নিয়েছে ৩০ থেকে ৫৯ বছর বয়সী (৬১.৩%)। এরমধ্যে ফাঁস গ্রহণ করে ৫৩.৮% ও ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করে ১২.৯% মানুষ।[১০] বাংলাদেশে গলায় ফাঁস দিয়ে ও বিষপানে আত্মহত্যার হার সর্বাধিক।

করোনাকালে সামাজিক জীব মানুষকে সঙ্গনিরোধে (কোয়ারেন্টাইনে) উদ্বুদ্ধ করা হয়। এতে স্বভাবসুলভ মানব মন বিক্ষুব্ধ হয় তবুও সইতে হয়। কখনো হয়ত মন মানে না, মানা যায় না। বাঁচার তাকীদে মানুষ বাইরে ছুটে যায়। এরপর যখন সে দেখে ইতিবাচক কাজ করার সুযোগ নেই, নেতিবাচক কাজের মতো অসৎ সাহস নেই। তখন এ সমাজ

---

* এম. এড., শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. দেশে নতুন দরিদ্র এখন ২ কোটি ৪৫ লাখ : জরিপের ফলাফল, প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০২১, সংগৃহীত : https://cutt.ly/IPeIJbt

২. Amit,S., Barua, L. & Al Kafy, A. (2021), A perception-based study to explore COVID-19 pandemic stress and its factors in Bangladesh, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, Volume 15, Issue 4, ISSN 1871-4021, https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.05.002.

৩. কোভিডে যখন ৫ হাযার মৃত্যু, দ্বিগুণ মানুষের আত্মহত্যা : পরিসংখ্যান সচিব, বিডি নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২১ সংগৃহীত : https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1860758.bdnews.

৪. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/suicide-rate-by-country

৫. এক বছরে আত্মহত্যা করেছে ১৪ হাযারের বেশী মানুষ, প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০২১। সংগৃহীত: https://cutt.ly/KP5nvXI

৬. ঐ

৭. লাইভে মহসিন আত্মহত্যা করবেন, ফেসবুক প্রথমে বুঝতে পারেনি: সিআইডি প্রধান, প্রথম আলো, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২২, সংগৃহীত: https://cutt.ly/FP5QzQM

৮. আঁচল ফাউন্ডেশন। মাধ্যম : মতিউর রহমান চৌধুরী (২০২২), গত এক বছরে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে, ভয়েস অব অ্যামেরিকা, জানুয়ারী ২৯, ২০২২ সংগৃহীত : https://www.voabangla.com/a/6418113.html

৯. ঐ

১০. Sripad, M.N., Pantoji, M., Gowda, G.S., Ganjekar, S., Reddi, V.S.K. & Math, S. B. (2021), Suicide in the context of COVID-19 diagnosis in India: Insights and implications from online print media reports, Psychiatry Research, Volume 298, 2021, 113799, ISSN 0165-1781, https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113799.

ও জগতের প্রতি একরাশ ঘৃণা নিয়ে জগত সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এটা যে চরম নেতিবাচক ও অনৈতিক কাজ তা মনে করে না। মহান আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়েও অসন্তুষ্টিতে ভোগে। এ দায় কি একমাত্র তারই? সমাজ কি এ দায় এড়িয়ে যেতে পারে? সমাজে বসবাসকারী হিসাবে আমাদের প্রত্যেককেই এই দায়িত্বশীলতা নিয়ে ভাবতে হবে।

সম্মানিত পাঠক! আমাদের জীবনেও কি কখনো হতাশা আসেনি? কখনো কি চরম বিষণ্নতায় মন উদাসীন হয়নি? কারো অকৃতজ্ঞতা আর বিশ্বাসঘাতকতায় মন কাতর হয়নি? উত্তর হয়তো হ্যাঁ বা না। ভাবুন, তখন আপনি কি করেছিলেন? সেসময় আপনার পাশে কারা দাঁড়িয়েছিল। অথবা আপনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় কার সাহায্য পাওয়ার আশা রাখেন?

করোনা মহামারীতে আমরা এসব বিষয়ে অসচেতন ছিলাম। পরিস্ফুট হ'ল যে, আমরা অনেকে ধোঁকায় ছিলাম। পূর্বে চকচকে স্বপ্নীল জগত, ক্রীড়াজগত, বিনোদন জগত সবকিছু জনগণের আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকলেও করোনার বিপদে কোন নতুন উপযোগ সৃষ্টিতে তা এগিয়ে আসেনি। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা নতুন কোন পথ দেখাতে পারেনি। নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে নতুন উদ্যোগের প্রসার ঘটানো হয়নি।

চলমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিন ধরে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে গড়ে তুলে তারপর তাকে একদম শূন্য পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়া হয়। যে বিষয় তাকে পাঠদান করানো হয়, সে সম্পর্কিত কর্মক্ষেত্র থাকে নগণ্য বা একদমই থাকে না। তাকে সাফল্যের নানা সংজ্ঞা শুনিয়ে, সে পথগুলোয় তার সামর্থ্য, সক্ষমতা, মেধা, যোগ্যতার সঠিক বিচার করার সুযোগ যথাযথভাবে না দিলেও এ সমাজ কথা শোনাতে বা অপদস্থ করতে ছাড়ে না। রি রি রব পড়ে যায়। দীর্ঘসূত্রীতার বাতাবরণে যৌবনক্ষয়ী শিক্ষার যে পসরা সাজিয়ে বসেছে প্রতিষ্ঠানগুলো, তার গলদ ফুটে উঠছে প্রতিনিয়ত। ওগুলোয় প্রলুব্ধ হওয়া যেন নির্ঘাত বোকামি। ঘটনা ঘটবার আগেই হুঁশ ফিরলে উত্তম হ'ত। সেজন্য শিক্ষা ব্যবস্থার খোল নলচে পাল্টানোর কথা বলছেন অনেকে। বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি নিয়েও ভাববার অবকাশ রয়েছে আমাদের। এজন্য আমাদের কর্মক্ষম জনশক্তিকে যোগ্য কর্মে নিযুক্তির মাধ্যমে জনশক্তির সুফল লাভ করতে হবে।

যে মানুষটা আত্মহত্যা করতে প্রবৃত্ত হয়, তাঁর কাছেও জীবনটা খুব সুখের ও আনন্দের। পরিস্থিতি এতই কঠিন হয়ে যায় যে, তার কাছে সমাজ, ধর্ম ও জীবনটা বোঝা হয়ে যায়। এর পেছনের কারণগুলোকে না দুষে শুধু আত্মহত্যাকারীদের ঢালাওভাবে দোষারোপ করা আমাদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের পরিচায়ক। ছোট থেকেই একটা মানুষকে সমাজের সাথে যতটা সম্পৃক্ত করে গড়ে তোলার, তা তুলতে আমরা ব্যর্থ। প্রজন্মের দূরত্বের সাথে সাথে সামাজিকীকরণের এতটা দূরত্ব হয়েছে যে, প্রৌঢ় বা পঞ্চাশোর্ধ মানুষও যেন পরিবারের সাথে নিজেদের মেলাতে পারছেন না। এই সময়ের একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা হ'ল বৃদ্ধগণ ও শিশুরা নিজেদের সমবয়সী সাথীদের পাশে পাচ্ছে না। এই দূরত্ব মেটাতে তারা বেছে নিচ্ছেন ইন্টারনেট ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। মিছে এ নৈকট্যে সাময়িক শ্রান্তি মিললেও হতাশা আরো বাড়ছে। অবসাদ জেঁকে বসছে আষ্টেপৃষ্ঠে। এর পেছনের কারণ খুঁজতে গেলে বেরিয়ে আসে শিশুর বিকাশকালীন সামাজিক পরিবর্তন। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমরা দেখেছি শিশুরা সমাজের সকলের সাথে মিলেমিশে বড় হয়েছে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠগণের আদর-যত্নে, সোহাগ-শাসনে আর সহোদর-সহোদরাদের খুনসুঁটিতে কেটে যেত শৈশব। সভ্য দুনিয়ার ট্রেন্ড হ'ল ছোট পরিবার বা অণু পরিবার। সেজন্য 'দুটি সন্তানের বেশী নয়, একটি হ'লে ভালো হয়' শ্লোগানের বিস্তার যেমন ঘটেছে তেমনি ভাই- বোন সংখ্যাও কমতে বসেছে। তথাকথিত পরিবার পরিকল্পনার সুবাদে অনেকের শুধু ভাই আছে তো বোন নেই, বোন আছে তো ভাই নেই অথবা ভাই-বোন কেউই নেই। এরকম চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত মামা-চাচা, ভাতিজা-ভাগ্নে, বড়চাচা-ছোটচাচা সম্বোধনগুলো বাংলার সমাজ থেকে জাদুঘরে চলে যাবে।

স্বামী-স্ত্রী কর্মজীবী বেশীরভাগ পরিবারের শিশুরা বাবা-মাকে সবসময় কাছে পাচ্ছে না। অর্থ, যশ-খ্যাতি, জ্ঞান, সম্মান অর্জনের তাকীদে নিরন্তর ছুটে চলা এসব অভিভাবকদের একটু ফুরসত হয় না নিজের সন্তানদের সাথে দুদণ্ড বসে গল্প করবার। খোঁজ-খবর নেবার ও অবসর কাটাবার। তাই শিশুদের পরিচর্যার দায়িত্ব তুলে দিচ্ছে বাড়িতে থাকা পরিচারিকাকে বা ডে-কেয়ারের সহকারীকে। উন্নত দেশের আদলে কেউ আবার রাখছেন সন্তান দেখভালের জন্য উচ্চ প্রশিক্ষিত ন্যানী।[১১] কিছু ক্যারিয়ার সফল মানুষ সন্তান জন্ম দেবার পরও জাগতিক মোহে নানা কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছেন। বিচ্ছেদ পরবর্তীকালে সন্তানের দায়িত্ব পাবার জন্য সুদূর জাপান থেকে ছুটে আসছেন মা, এমনও নযীর দেখছি।[১২] বাবা-মায়ের মধ্যে এমন দ্বন্দ্বের জেরে সন্তানদের মনে গভীর ক্ষত তৈরি হচ্ছে। তীব্র বিদ্বেষ থেকে জন্ম নিচ্ছে তীব্র হতাশা। এমন মানসিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ সে করতে

---

১১. *'ন্যানী' (Nanny) হ'ল শিশু পরিচারিকা। শিশুর দেখভালের জন্য আলাদাভাবে যাকে নিয়োগ দেয়া হয়, সে হ'ল ন্যানী। ন্যানী প্রত্যয়টি পশ্চিমের দেশে ব্যবহার হ'লেও আমাদের দেশে এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। তবে বিত্তশালীগণ সন্তানের মাতৃসেবার ঘাটতি পূরণে উচ্চবেতনে 'ন্যানী' নিয়োগ করেন। 'আয়া', 'বুয়া', 'খালাম্মা' ইত্যাদি প্রত্যয় দ্বারা যে ধরনের শিশুর দেখভালকারীদের আমরা বুঝি, ন্যানী তার চেয়ে একটু আলাদা আমাদের দেশে। যাঁরা উচ্চশিক্ষিতা (তারা সাধারণত নারী হন), শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার চিকিৎসাজ্ঞান, সূচীকর্ম ও শিশুদের খাবার তৈরির উপযোগী রান্নায় পারদর্শী হন। সাথে সাথে শিশুর বডি গার্ডের মতো কাজ করেন। শিশুর নিরাপত্তা ও কিডন্যাপারের সম্ভাব্য হাত থেকে রক্ষার জন্য শিশুকে বাঁচিয়ে লড়াই করার ট্রেনিংও দেয়া হয় কিছু বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে। যেমন Norland Nanny। এখান থেকে অনেকে ব্রিটিশ রাজপরিবারের সন্তানদের দেখভালের দায়িত্ব পেয়েছেন।*

১২. *বাঙালী বাবার কাছে দুই মেয়ে : জাপানি মায়ের আপিল শুনানির তালিকায়, জাগোনিউজ অনলাইন, ১১ ডিসেম্বর ২০২১, সংগৃহীত : https://www.jagonews24.com/law-courts/news/722912*

পারে না আবার সইতেও পারে না। এর অনিবার্য ফল হিসাবে সে সন্তান একসময় মাদক ও খারাপ অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে, সংসারত্যাগী বা সংসার বিদ্বেষী হয়, কিংবা নিজেকে নিঃশেষ করতে প্রবৃত্ত হয়।

আত্মহত্যা চূড়ান্ত পদক্ষেপ। তার আগে ঐ ব্যক্তির দীর্ঘদিন মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকারীগণ কিছুদিন যাবত অস্বাভাবিক আচরণ করেন, আত্মহত্যার আয়োজন ও পরিকল্পনা করেন। তাই পূর্বে কখনো আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন, এমন মানুষের এ ঝুঁকি বেশি। এছাড়াও আত্মহননের উপরোক্ত কারণগুলো যাদের মনোজগতে তীব্র প্রভাব ফেলছে তাদের ব্যাপারে সম্মিলিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। পরিবারের সদস্যের প্রতি মনোযোগ দেয়া, প্রতিবেশী, বন্ধু ও অনুসারীদের ব্যাপারে ভাবতে হবে। এর সাথে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নিতে হবে। মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। আত্মউন্নয়ন, সমাজ সংস্কার, পরিবেশ উন্নয়ন, নৈতিকতার বিকাশ, স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা, সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা পায় এমন কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তিপণ্য ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে। ধরা-ছোঁয়া যায় না শুধু স্ক্রীনের পর্দায় দেখা যায়, এমন জ্ঞান শিশুদের বাস্তব জগত সম্পর্কে ভুল বার্তা দেয়। এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিশু মনোস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষকগণ। এক গবেষণায় দেখা যায়, যেসব শিশুরা দিনে ৪ ঘণ্টার বেশী সময় প্রযুক্তিপণ্যের পর্দার দিকে তাকিয়ে কাটায়, তারা মানসিক অসুস্থতায় তীব্র আশঙ্কায় থাকে।[১৩] সেজন্য শিশুদের চাক্ষুষ ও বাস্তব পরিদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দিয়েছেন।

দক্ষতা উন্নয়নমূলক কাজ যেমন ভাষাশিক্ষা, শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণ শেখা, শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লেখা, সূচিকর্ম শিক্ষা, বাড়ির কাজগুলো শেখা, ড্রাইভিং শেখা, সাঁতার শেখা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অনেক। এগুলোয় শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে, প্রেষণা (Motivation) দিতে হবে। পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, শারীরিক কসরত করা, দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করা ও খেলাধূলারও সুযোগ করে দিতে হবে শিশুদের।

প্রিয় পাঠক! সময় এসেছে আমাদের কাছের মানুষ, স্বজন, প্রিয় বন্ধুটির খোঁজ নেবার। সেলুলয়েডের মেকি ফ্রেম থেকে চোখ সরিয়ে আপনজনের সাথে একটু কথা বলার, তাকে আত্মবিশ্বাসী করার। একটু হিম্মত যোগানোর। এ সাহস হয়ত তাঁকে আশার সলতে জ্বালিয়ে সামনে পথ চলতে সাহায্য করবে। নিজের হতাশাগুলো কাটাতে আল্লাহ্‌র নে'মতের উপযুক্ত প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এর সাথে কাজের বিকল্প উপায় বের করার চেষ্টা করি। নতুন ধারণা ও মানিয়ে নিয়ে আগানোর প্রয়াস শুরু হোক পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

আসুন, আমরা মানবিক সম্পর্কগুলো যোরদারে ব্রতী হই। সম্পর্কগুলোর যত্ন ও সুরক্ষায় নিজের দায়িত্বশীলতা নিয়ে অগ্রসর হই। বিপদে ধৈর্যধারণ করা, একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা, দায়িত্বশীলগণের যথাযোগ্য দায়িত্ব পালন করা, বিভিন্ন আবিষ্কার ও সেবা দেয়া, মানবিক সহযোগিতার হাত সবসময় উন্মুক্ত রাখা ইত্যাদি ইতিবাচক গুণাবলীকে জাগিয়ে তুলি।

ইসলাম সমাজের জন্য কল্যাণ স্বরূপ। ইসলামে শিশুকে আদব শিক্ষা দেবার জন্য পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। উত্তম লালন-পালনের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নেক সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করবে, মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও তার ছওয়াব প্রাপ্তি চলতে থাকবে। সন্তানও পিতামাতার প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য পোষণ করবে, দেখভাল করবে, দো'আ করবে। তাঁদের প্রতি সদাচরণ করবে, বৃদ্ধকালে কোন ব্যাপারে তাদের প্রতি কষ্টের স্বরে 'উফ' উচ্চারণেও নিষেধ করেছেন আল্লাহ তা'আলা।[১৪] রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে সন্তানের উত্তম আচরণ পাবার অধিকারী বলেছেন। সাথে সাথে ইসলামী সমাজের নানা কাজে শিশুদের অন্তর্ভুক্তির নযীর রয়েছে রাসূল ও ছাহাবীগণের জীবনীতে। এছাড়াও ভুলের ক্ষমা, কাফফারা, অপরাধের শাস্তি ও সমাজে তার বিস্তৃতি রোধে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। যা মেনে চললে সমাজে শিশুরা গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকবে।

আত্মহত্যা ইসলামে বড় পাপের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এমনতর কাজ করবে সে জাহান্নামেও অনুরূপ কাজ করতে থাকবে। এ বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ 'যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজেকে ফাঁস লাগাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নাম (অনুরূপভাবে) বর্শা বিদ্ধ করতে থাকবে'।[১৫]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، 'যে ব্যক্তি কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা

১৩. *Morgan, A. D. (2014), The internet can be bad for children's mental health, The Independent, 16 May 2014, retrieved from : https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/the-internet-can-be-bad-for-children-s-mental-health-9381551.html*

১৪. *সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭/২৩।*

১৫. *বুখারী হা/১৩৬৫, ই.ফা. হা/১২৮১; মিশকাত হা/৩৪৫৪।*

আত্মহত্যা করবে, সে অস্ত্র তার হাতে থাকবে, জাহান্নামের মধ্যে সে অস্ত্র দ্বারা নিজ পেটে আঘাত করতে থাকবে, এভাবে সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে অবস্থান করে উক্ত বিষ পান করতে থাকবে, এভাবে সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি সর্বদা পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হ'তে থাকবে, এভাবে সে ব্যক্তি সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে'।[১৬]

জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى بَادَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، 'তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে (বনী ইসরাঈলের ঘটনা) একজন লোক আঘাত পেয়ে কাতর হয়ে পড়েছিল। এরপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে স্বীয় হাত কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হ'ল না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করল (অর্থাৎ সে আত্মহত্যা করল)। কাজেই আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম'।[১৭]

খায়বার যুদ্ধের এক বিখ্যাত ঘটনা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি যে মুসলিম বলে দাবী করত, তার সম্পর্কে বললেন, লোকটি জাহান্নামী। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, এমনকি তার দেহের অনেক স্থান ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। এতে কারো কারো (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণীর উপর) সন্দেহের উপক্রম হ'ল। (কিন্তু তারপরেই দেখা গেল) লোকটি আঘাতের যন্ত্রণায় তূণীরের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেখান থেকে তীর বের করে আনল। আর তীরটি নিজের বক্ষদেশে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করল। তা দেখে কতিপয় মুসলিম দ্রুত ছুটে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার কথা সত্য বলে প্রমাণিত করেছেন। ঐ লোকটি নিজেই নিজের বক্ষে আঘাত করে আত্মহত্যা করেছে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! দাঁড়াও এবং ঘোষণা দাও যে, মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য আল্লাহ (কখনো কখনো) ফাসেক ব্যক্তি দ্বারাও দ্বীনের সাহায্য করে থাকেন।[১৮] বোঝা গেল, ইসলামের সামাজিক চেতনা বাস্তবায়নে আত্মহত্যার এমন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি সম্ভব। তাই সমাজের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী জাযবার প্রসারে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র উদ্ভাবন ও সেসব কাজের মাধ্যমে ইসলামের চর্চা করতে হবে। সকল সমস্যায় ইসলামকে একমাত্র সমাধান হিসাবে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তবেই সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ আমাদের এমন সমাজ গঠনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

১৬. *মুসলিম হা/১০৯।*
১৭. *বুখারী হা/৩৪৬৩, ই.ফা. হা/৩২১৭।*
১৮. *বুখারী হা/৪২০৪-৪২০৫, ই.ফা. হা/৩৮৮৯।*

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

কেজি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বি.এম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল প্রকার ইসলামী বই সমূহ ও কুরআন মাজীদ পাওয়া যায়।

মোবাইল : ০১৬৭০-৬১৯৯০৬, ০১১৯৭-১১৭৯২৮, ০১৭৪৫-০০৩৩৩১।

সমবায় মার্কেটের পূর্ব পার্শ্বে, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

শাকিল বই বিতান

কাশিয়া ডাঙ্গা রোড, রাজশাহী

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ **ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬**

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

উমাইয়া বিন খালাফের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ছিলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকার না করলেও তারা জনতো যে মুহাম্মাদ আল্লাহ্র নবী *(বাক্বারাহ ২/১৪৬; আন'আম ৬/২০)*। কিন্তু বংশ গৌরব ও বিদ্বেষ বশতঃ তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে মানতো না। তবে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও কথাকে সত্য বলে জানতো এবং তাঁর অভিশাপকে ভয় করতো। এ সম্পর্কেই নিম্নের হাদীছটি-

সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর ও উমাইয়া ইবনু খালাফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া মদীনায় আসলে সা'দ ইবনু মু'আযের অতিথি হ'ত এবং সা'দ (রাঃ) মক্কায় গেলে উমাইয়ার আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর একদা সা'দ (রাঃ) ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন এবং উমাইয়ার বাড়ীতে অবস্থান করলেন। তিনি উমাইয়াকে বললেন, আমাকে এমন একটি নিরিবিলি সময়ের কথা বল যখন আমি (শান্তভাবে) বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করতে পারব। তাই দ্বি-প্রহরের সময় একদিন উমাইয়া তাঁকে সাথে নিয়ে বের হ'ল। যখন তাঁদের সাথে আবূ জাহলের দেখা হ'ল তখন সে (আবূ জাহল উমাইয়াকে লক্ষ্য করে) বলল, হে আবূ ছাফ্ওয়ান! তোমার সাথে ইনি কে? সে বলল, ইনি সা'দ (ইবনু মু'আয)। তখন আবূ জাহল তাকে (সা'দ ইবনু মু'আযকে) লক্ষ্য করে বলল, আমি তোমাকে নিঃশঙ্ক চিত্তে ও নিরাপদে মক্কায় (বায়তুল্লাহ্র) তাওয়াফ করতে দেখছি অথচ তোমরা ধর্মত্যাগীদের আশ্রয় দান করেছ এবং তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলেছ। আল্লাহ্র কসম! (এ মুহূর্তে) তুমি আবূ ছাফওয়ানের (উমাইয়া) সঙ্গে না থাকলে তোমার পরিজনদের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না।

সা'দ (রাঃ) তার চেয়েও অধিক উচ্চস্বরে বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি এতে যদি আমাকে বাঁধা দাও তাহ'লে আমিও এমন একটি ব্যাপারে তোমাকে বাঁধা দেব যা তোমার জন্য এর চেয়েও ভীষণ কঠিন হবে। আর তা হ'ল, মদীনার উপকণ্ঠ দিয়ে তোমার (ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহত্তম কেন্দ্র সিরিয়ার) যাতায়াতের রাস্তা (বন্ধ করে দেব)। তখন উমাইয়া তাকে বলল, হে সা'দ (রাঃ)! এ উপত্যাকার প্রধান সর্দার আবূল হাকামের (আবূ জাহলের) সাথে এরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। তখন সা'দ (রাঃ) বললেন, হে উমাইয়া! তুমি চুপ কর। আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তারা তোমার হত্যাকারী। উমাইয়া জিজ্ঞাসা করল, মক্কার বুকে? সা'দ (রাঃ) বললেন, তা জানি না। উমাইয়া এতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এরপর উমাইয়া বাড়ী গিয়ে তার (স্ত্রীকে ডেকে) বলল, হে উম্মে ছাফওয়ান! সা'দ আমার সম্পর্কে কি বলছে জানো? সে বলল, সা'দ তোমাকে কি বলেছে? উমাইয়া বলল, সে বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা আমার হত্যাকারী। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি মক্কায়? সে (সা'দ) বলল, তা আমি জানি না। এরপর উমাইয়া বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো মক্কা থেকে বের হব না।

কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন সমাগত হ'লে আবূ জাহল সর্বস্তরের জনসাধারণকে সদলবলে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলল, তোমরা তোমাদের কাফেলা রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হও। উমাইয়া (মক্কা ছেড়ে) বের হওয়াকে অপসন্দ করলে আবূ জাহল এসে তাকে বলল, হে আবূ ছাফওয়ান! তুমি এ উপত্যাকার আধিবাসীদের (একজন) নেতা, তাই লোকেরা যখন দেখবে (তুমি যুদ্ধ যাত্রায়) পেছনে রয়ে গেছ, তখন তারাও তোমার সাথে এ বলে পেছনেই থেকে যাবে। এ বলে আবূ জাহল তার সাথে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে বাধ্য করে ফেলেছ, তাই আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আমি এমন একটি উট ক্রয় করব যা মক্কার সবচাইতে ভাল। এরপর উমাইয়া (তার স্ত্রীকে) বলল, হে উম্মে ছাফওয়ান! আমার সফরের ব্যবস্থা কর। তখন তার স্ত্রী তাকে বলল, হে আবূ ছাফওয়ান! তোমার মদীনাবাসী ভাই যা বলেছিলেন, তা তুমি ভুলে গিয়েছ কি? সে বলল, না। আমি তাদের সাথে কিছু দূর যেতে চাই মাত্র। রওয়ানা হওয়ার পর রাস্তায় যে মনযিলেই উমাইয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে, সেখানেই সে তার উট বেঁধে রেখেছে, গোটা পথেই সে এরূপ করল। পরিশেষে বদর প্রান্তরে আল্লাহ্র হুকুমে সে মারা গেল' *(মুসলিম হা/৩৬৬৫)*।

পরিশেষে বলব, রাসূল (ছাঃ)-এর কোন কথা কখনও মিথ্যা হয় না। এ হাদীছ তারই বাস্তব প্রমাণ। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ, উপদেশ সবকিছুই উম্মতের জন্য পালনীয়। যে সম্পর্কে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন *(হাশর ৫৯/৭)*। আর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত মানার মধ্যেই পরকালীন জীবনের সফলতা-কামিয়াবী নিহিত *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর নির্দেশ মোতাবিক জীবন গঠনের তাওফীক দিন-আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

সামাজিক কুরবানী

[ক]

পড়ন্ত বিকেলে বৃষ্টি ভেজা দিনে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এনায়েতের চায়ের দোকানের আড্ডাটিও জমজমাট হয়ে উঠেছে। মাগরিবের আযান হ'তে তখনও মিনিট পনেরো বাকী আছে। বয়স পঞ্চাশোর্ধ আরাফাত সর্দার বাম হাতে চায়ের কাপ ও ডান হাতে জ্বলন্ত বিড়ি নিয়ে লম্বা টান মেরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কথাটি পাড়লেন, জানিস, এবার নাকি নাঈম মোড়ল কুরবানী দেবে না। আজকেই শুনলাম আনীসের মুখে।

পাশ থেকে ইমরান হাজী বলল, তাই নাকি! শালা এত টাকা রাখবে কোথায়? ও ভেবে নিয়েছে, শুধু ছালাত পড়ে জান্নাতে চলে যাবে।

বাবলু ওরফে আমানুল্লাহ বলল, বলিস কী রে ভাই! শুনলাম, গাঁয়ের উত্তরপাড়ার কালু, সে তো আবার ভিক্ষা করে খায়, সে পর্যন্ত এবার আড়াই হাযার টাকার ভাগা ধরেছে, আর মোড়ল বলছে, কুরবানী দিবে না। ঠিকই বলেছিস, শালা একটা আস্ত হাড়কিপটে।

বাবলু, এবার তুই কী কুরবানী দিচ্ছিস? ইমরান হাজী জিজ্ঞেস করল।

আমি তো সোনুদের সাথে দু'টি ভাগা ধরেছি। প্রায় সাত হাযার টাকা লাগল। এবার গরুর দাম আছে বাজারে। রবিবার হাটে গিয়েছিলাম। চব্বিশ হাযার পাঁচশ' টাকা দাম পড়ল। সবাই বলল, গোশত ভাল হবে। এক কুইন্টালের নীচে হবে না। তা তুমি কী কিনলা হে?

আর বলিস না ভাই। আমি তো খাসি দেবার জন্য তৈরি ছিলাম। কিনেও নিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়িতে এসে সুরুজের মা রেগে একদম ফায়ার। বলছে, তুমি শুধু খাসি কুরবানী দিবে। খাসির গোশত আর কতটুকু হবে দু'দিনেই তো শেষ হয়ে যাবে। তখন তোমার ছেলেগুলো তাকিয়ে থাকবে নাকি? যাও! একটি গরুর ভাগা ধর।

অগত্যা আমীনদের সাথে একটা ভাগা ধরেছি।

গরম পানি দিয়ে কাপগুলি পরিষ্কার করতে করতে এনায়েত বলল, সর্দার ছাহেব! আজ মসজিদে মৌলবী ছাহেব খুৎবায় কী বলেছেন শোননি? তাহ'লে শুধু শুধু কেন নাঈমের গীবত গাইছ।

সর্দার বলল, কি বলেছিল তা আর অত মনে আছে? কুরবানীর জন্য বাড়ি-ঘর সব পরিস্কার করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই মসজিদে আসতে অনেক দেরী হয়েছিল। কী বলেছে শুনিনি।

এনায়েত বলল, মৌলবী ছাহেব বলেছেন, এই দশ দিন অর্থাৎ চাঁদ ওঠার পর আমলের ফযীলত অনেক। মহান আল্লাহ্‌র কাছে নাকি যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের আমলের চাইতে আর কোন আমল অধিক পসন্দের নয় *(দারেমী হা/১৭৭৪; ইরওয়া হা/৮৯০; ছহীহুত তারগীব হা/১২৪৮)*। তাই বেশী বেশী নফল ছিয়াম, তওবা-ইসতেগফার, নফল ছালাত ও জোরে জোরে তাকবীর পড়তে হবে। তা না করে তোমরা গীবত করছ।

আরাফাত সর্দার, ইমরান হাজী ও বাবলু একসঙ্গে বলে উঠল, আমরা তো আর গীবত বলছি না, যা সত্যি তাই বলছি।

[খ]

নাঈম মোড়ল, ওরফে নাঈমুদ্দীন। শুধু নামেই মোড়ল। তাঁর দাদা ছিল আসল মোড়ল। জমিজমা ছিল অনেক। নাঈমেরা চার ভাই আর তিন বোন। পৈত্রিক সূত্রে সেই জমির কিছু ভাগ পেয়েছে। তাতে ধান, গম, সরিষা আর কখনও বা কালাইয়ের চাষ হয়।

কিন্তু এখন বাজারে ধানের যা দাম তাতে সংসারে নিত্য অভাব লেগেই থাকে। তাঁর একমাত্র ছেলে, সে কলকাতায় শিয়ালদহের কাছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ে। বেলঘড়িয়ার একটি মেসে থাকে। তাঁর পেছনে মাসে চার-পাঁচ হাযার টাকা খরচ হয়। ছোট মেয়েটার অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। প্রতি মাসে ডাক্তার আর ওষুধের বিল নেহায়েত কম নয়। বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়েছে। ভালো ঘরের জামাই পেয়েছে। এবছর মেয়েটা মোটর সাইকেলের আবদার করেছে। নাঈম বলেছে, বর্ষার ধান উঠলে তবেই দিতে পারবে। বড় মেয়ের বিয়ের জন্য ক'কাঠা জমি পর্যন্ত বন্ধক আছে। নাঈম সব দিক ম্যানেজ করে কষ্টে সংসার চালায়। কাউকে এই কষ্ট বুঝতে দেয় না।

চায়ের দোকানে বসে যারা গীবত-পরনিন্দা করে, তারা ক'জন এই সংসারের ভিতরের খোঁজ-খবর রাখে? তাছাড়া নাঈমের বয়স হয়েছে, ভারি কাজ সেরকম করতে পারে না। ছেলেটা চাকরি করবে এই আশায় আছে। কিন্তু এখন চাকরির আশা করা...

রাস্তার ধারে শতক পাঁচেক জমি আছে তাঁর। একেবারে নিষ্কণ্টক জায়গায়। দাম নেহাত কম নয়। সবার চোখ ওখানে। বেঁচে দিলে সেই টাকায় কতদিন চলবে নাঈমের এই চিন্তা! তাছাড়া জায়গাতো আর একটু একটু করে বেঁচে, সেই টাকায় সংসার চালানো আর কুরবানীর পশু কেনা যায় না। বেঁচতে হ'লে একসাথে দুই তিন শতক বেঁচতে হবে। অত টাকা হাতে পেয়ে কী করবে সে। ক'দিনেই তো শেষ হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে জায়গাটুকুও হাতছাড়া হবে।

নাঈমের আশা ওখানে একটি বিল্ডিং করে ঘরগুলি ভাড়া দিলেও কিছু আয় হবে। কিন্তু বিল্ডিং করার মত পয়সা তাঁর কাছে নেই।

গাঁয়ে কত লোক চাকরি করে, কত লোক বড় ব্যবসা করে, তবুও তাদেরকে ছেড়ে নাঈমকে নিয়েই আলোচনা হয় বেশী। হাযার হোক মোড়ল বলে কথা!

[গ]

কুরবানীর দিন। নাঈম এই প্রথম কুরবানী দিতে পারেনি। তাই তার মন সকাল থেকে খারাপ। প্রতিবছরই তো কুরবানী দেয়, কিন্তু এবার হাতে একদমই টাকা নেই।

নাঈম ভেবেছিল ধার করে এবছর কুরবানী দেবে কিন্তু ছেলেটা শুনল না। বলল, আব্বা! তুমি কেন ধার করে কুরবানী দেবে? পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলবে তাই তো? তাহ'লে তো তুমি লোককে খুশি করতেই কুরবানী কর;

আল্লাহকে খুশি করতে নয়। তাছাড়া অধিকাংশ আলেম তো বলেন যে, কুরবানী দেওয়া সুন্নাত। তোমার যা পরিস্থিতি, তাতে কুরবানী না দিলেও তুমি গুনাহগার হবে না। বাকি থাকল লোকেদের কথা যে যা বলে বলুক, আল্লাহ তো তোমার অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। কথাটা মনে ধরেছিল নাঈমের। তাইতো, আমি কি লোককে দেখাবার জন্য কুরবানী করব, না কি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য?

ঈদের ছালাত পড়তে গিয়েও নিজেকে হীনমন্য মনে হয় নাঈমের। কি জানি! পাশের লোক মনে মনে বলছে বোধ হয়, 'কুরবানী দেয়নি আবার ঘটা করে ঈদের ছালাত পড়তে এসেছে দেখ। কিন্তু হাদীছে তো আছে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন ঈদগাহে না আসে *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৯০)*। কিন্তু কে কাকে বোঝাবে যে, নাঈমের এবছর সত্যিই সামর্থ্য নেই।

ছালাত শেষে বাড়ি ফিরে রান্নাঘরের খুঁটিতে হেলান দিয়ে উদাস মনে বসে আছে নাঈম। বেলা গড়ালে একে একে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী নাঈমের বাড়িতে গোশত নিয়ে হাযির। কুরবানীর ঈদের খুশিতো এটাই যে, নিজে খাবে এবং অপরকে খাওয়াবে। তবুও যেন নাঈমের কেমন কেমন মনে হয়। নাঈমের স্ত্রী রেগে গিয়ে বলল, ছিঃ! লজ্জায় আমার মাথাটা নিচু হয়ে গেল। কুরবানী দেইনি বলে ভিখারী ভেবে সবাই গোশত দিয়ে যাচ্ছে। কত করে বললাম, ধার করে হ'লেও অন্তত একটা ভাগা ধরো; কিন্তু আমার কথা শুনলেই তো বাপ-ব্যাটা মিলে ছিঃ! লজ্জা!

[ঘ]

বড় মসজিদের মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, যারা কুরবানী দেননি, মসজিদের সামনে চলে আসুন। নাম লিখিয়ে যান। যোহরের ছালাতের পরে গোশত বিতরণ করা হবে।

নাঈমের গিন্নি ব্যঙ্গ করে তাঁর ছেলেকে বলল, যা মসজিদে। ব্যাগ নিয়ে গিয়ে লাইনে দাঁড়া। শুনলিই তো মাইকে কি বলল।

নাঈম শুধু বলল, তুমি চুপ কর। সব কিছু জানোই তো, তাহ'লে শুধু শুধু কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছো।

যোহরের ছালাত পড়তে গিয়ে মসজিদে আরাফাত সর্দার নাঈমকে বলল, নাঈম! কুরবানী তো দাওনি; তা নামটা লেখাতে এলে না যে। লজ্জা লাগছে নাকি? ঠিক আছে, যাও আমি তোমার বাড়িতে গোশত পাঠিয়ে দেব।

নাঈম বলল, না গো! গোশত পাঠাতে হবে না। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনেরা দিয়েছে। আর মসজিদ থেকে নেব না।

এটা কি অহংকারী কথা হ'ল না তোমার। তুমি কুরবানী দাওনি, নাম না হয় লেখাতে লজ্জা করেছ, তা বলে বাড়ি দিয়ে আসব, তাও নেবে না? বলল আরাফাত সর্দার।

নাঈমের চোখ পানিতে ছল ছল করে। এত অপমান! কুরবানী না করার জন্য। গ্রামে মাতাল, জুয়াড়ি, বেনামাযী হরহামেশা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের তো অপমান করা হয় না। বিয়ের বাড়িতে ডি.জে বাজিয়ে, পণ নিয়ে ধুমধাম বিয়ে হচ্ছে, সর্দাররা কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে আসছে। কই তাদেরকে তো অপমান হ'তে হয় না। তারা তো হারাম কাজ করে, নিজেও কখনও অপমান বোধ করে না। তবে কুরবানী না দেওয়ার কারণে কেন এমন হচ্ছে?

ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরার পথে, রাস্তায় নাঈম শুনতে পেল, হাসীব ও এমাদের কথোপকথন। হাসীব বলছে, 'কত গোশত হ'ল রে তোদের? এমাদ বলল, আর বলিস না ভাই! দারুন ঠকা এবছর। ভেবেছিলাম এক কুইন্টাল দশ-পনেরো কেজি হবে, তা না হয়ে মাত্র নব্বই কেজি। তা তোদেরটা কত হয়েছিল?

আমাদের প্রায় এক কুইন্টাল বিশ কেজির মত হয়েছিল।

তাহ'লে তো তোরা জিতে গেছিস! আমাদের অনুমান ঠিকঠাকভাবে করা হয়নি। শালা! ছাহেবকে সাথে নিয়ে হাটে যাওয়া বড় ভুল হয়েছিল। কত করে তাকে বললাম, এটা নিস না। কিন্তু আমার কথা শুনলই না।

বাড়ি ফিরে নাঈম ভাবতে থাকে। কুরবানী না দেওয়ার এই দুঃখ মৃত্যু পর্যন্ত মনে হয় হৃদয়ে গাঁথা থাকবে তার। সে ভাবছে আল্লাহকে খুশি করা দূরে থাক, লোক দেখানোর জন্যেও ধার করে কুরবানী করলে অন্তত এতটা অপমান সইতে হ'ত না। কারণ সমাজ তো এই সিস্টেমেই পরিচালিত।

হায় রে কুরবানী! আজ কোথায় ইব্রাহীমী চেতনা? কোথায় ইসমাঈলের আত্মত্যাগ? আর কোথায় মা হাজেরার ধৈর্য? কোথায় গেল কুরবানীর শিক্ষা? কোথায় গেল তাক্বওয়া অর্জন? আল্লাহ বলেছেন, আর আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশত এবং না এগুলোর রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া' *(হজ্জ ২২/৩৭)*।

নাঈম স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কুরবানী আল্লাহ্র বিশেষ ইবাদত হ'লেও এখন অনেকের কাছেই এটি একটি সামাজিক রীতি। তাইতো সমাজকে এত ভয়! নইলে...

** জাবির হোসাইন, এম.এ (বাংলা), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ, ভারত।*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

কবিতা

আকাঙ্ক্ষা

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইবরাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

প্রভু তোমার কাছে করি রহমত কামনা
অন্তরে দাও হেদায়াত এই মোর বাসনা।
এলোমেলো জীবন আমার কর সুশৃঙ্খল
পবিত্র করে দাও আমার সকল আমল।
শুদ্ধ কর দ্বীন-ধর্ম কর তোমার অধীন
আমাকে কর পাপমুক্ত শুদ্ধ স্বাধীন।
হেদায়াতের নূর ঢেলে দাও মোর অন্তরে
সকল অকল্যাণ থেকে হেফাযত কর মোরে।
প্রভু দিও না মোদের মরণব্যাধি যন্ত্রণা
তাসবীহ ও তাহলীলে করো না আনমনা।
বাঁচাও নিফাক-শিরক মন্দ স্বভাব হ'তে
উপশম দাও দুষ্টের সংক্রমিত ক্ষতে।
তোমার নিকট চাই এ দিনের কল্যাণ
আগামী দিনের উচ্ছ্বাস হৃদয়ভরা প্রাণ।
পড়তে দিও মোরে ঈমানের কলেমাখানি
মৃত্যু যখন প্রাণ নিয়ে করবে টানাটানি।
হে আল্লাহ! দূর কর মোর অন্তরের ক্রোধ
প্রাচুর্য দাও, সকল ঋণ করতে পরিশোধ।

আল-'আওন

-মুহাম্মাদ মাস'ঊদ
গোবিন্দপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

আল-'আওন আল-'আওন
স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান সংগঠন
আল-'আওনের শ্লোগান
বাঁচবে জাতি হাসবে প্রাণ।
সবার মুখে একই বন্দনা
রক্তদানে নেই যে তুলনা,
আল-'আওনের পক্ষ থেকে
রক্ত পাবে নিরাপদে।
মাদকসেবীর রক্ত গ্রহণে
রোগীর মৃত্যু বয়ে আনে,
আল-'আওনের অবদান
মাদকমুক্ত রক্তদান।
রক্তদানের উপকারিতা
রোগ-বালা থেকে মুক্ত থাকা,
আল্লাহ্র কাছে জাযা পাওয়া
পরকালে জান্নাতে যাওয়া।
আল-'আওনের স্বেচ্ছাসেবী
রক্ত দিচ্ছে দিবা-নিশি,
মানুষকে সাহায্য করব
আল-'আওনের সাথে থাকব।
আল-'আওনের সদস্য হব
রক্তদান চালিয়ে যাব,
সকল জাতিকে রক্ত দানে
যোগ দাও সবে আল-'আওনে।

শিরক

-শাহীন ইসলাম
-সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

রবের সাথে শরীক করা সবচেয়ে বড় পাপ,
করব না তা, কেউ দিব না জাহান্নামে ঝাঁপ।
গলায় যত তাবীয ঝুলে
টান দিয়ে সব ফেলবো খুলে,
পীর-মুরীদী করব না ভাই
লোকসমাজে বলুক যে যাই।
ঐ মিনারে ফুল দিবো না নোয়াবো না মাথা,
হাত দেখিয়ে ভাগ্য তালাশ করব না কেউ কোথা।
হকের কথা বলব সদা করব নাকো ভয়,
ঈমান নিয়ে করতে হবে পরকালকে জয়।

ঈদের খুশি

-মুহাম্মাদ মোবারক হোসাইন
বসুয়া অচিনতলা, রাজপাড়া, রাজশাহী।

বছর ঘুরে আবার এলো
ছিয়াম শেষে ঈদ
সেই খুশিতে ক'দিন থেকে
নেইকো চোখে নিদ।
সারামাস ছিয়াম রেখে
পড়লাম তারাবীহ
কুরআন মাজীদ পড়ি আমি
খেয়ে সাহারী।
যাকাত-ফিতরা দিয়ে দিলাম
যার্রা হিসাব করে
ধনী-গরীব নেই ভেদাভেদ
সবাই সবার তরে।
ঈদগাহেতে পড়ব ছালাত
নতুন পোষাক পরে
শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে
ফিরব আবার ঘরে।
দু'হাত ভরে বিলাই খানা
করি মোনাজাত
জীবন ভরে ঈদের খুশি
থাকুক দিবারাত।

স্বদেশ

যুগান্তকারী রায় : সংসারজীবনে ফিরলেন ৫০ দম্পতি

পারিবারিক কলহ, ভুল বোঝাবুঝি, যৌতুক দাবী, নির্যাতন ইত্যাদি কারণে সুখ পালিয়েছিল তাদের সংসার থেকে। পারিবারিক ও সামাজিক বিচার সালিশে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এক পর্যায়ে আদালত পর্যন্ত গড়ায় তাদের কলহ। এমন ৫০ দম্পতিকে আবারও তাদের সংসার জীবনে ফিরিয়ে দিয়েছেন সুনামগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে নিজেদের স্বামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে পৃথক মামলা করেছিলেন যেলার বিভিন্ন উপযেলার ৫০ নারী। তবে আদালত কোন আসামীকে কারাগারে না পাঠিয়ে সংসার জীবন চালিয়ে যাওয়ার শর্তে বাদীদের সঙ্গে আপস করে দিয়েছেন। গত ১৫ই মার্চ আদালত একসঙ্গে এই ৫০ মামলার রায় দেন। এ সময় সব বাদী-বিবাদী, তাদের আইনজীবী ও পরিবারের লোকজন ছিলেন উচ্ছ্বসিত। আবেগে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানিও ঝরান অনেকে।

আদালতের আপসনামায় ৫০ দম্পতি অঙ্গীকার করেন 'সন্তানাদি নিয়ে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে সংসারধর্ম পালন করবেন তারা। স্বামী তার স্ত্রী বা তার পিতা-মাতা ও অভিভাবকের কাছে যৌতুক দাবী করবেন না। স্বামী কখনো স্ত্রীকে নির্যাতন করবেন না, স্ত্রীকে নির্যাতন করলে বা যৌতুক দাবী করলে স্ত্রী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। সুনামগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট নান্টু রায় বললেন, আদালত পৃথক ৫০টি নারী-শিশু নির্যাতন দমন মামলায় এক সঙ্গে যুগান্তকারী একটি রায় দিয়েছেন।

[আমরা বিচারককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কতই না ভাল হ'ত যদি আদালতের অন্যান্য বিচারকগণ এরূপ মানবদরদী হ'তেন! (স.স.)]

ইরেজারে বিষাক্ত রাসায়নিক : স্বাস্থ্যঝুঁকিতে শিশুরা

ইরেজারে (লেখা মোছার রাবার) বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে, যা ব্যবহারে শিশুরা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছে। একটি গবেষণার আওতায় দেশ থেকে পাঠানো ইরেজারের ৪৭টি নমুনা পরীক্ষায় ৩০টিতে চার ধরনের ক্ষতিকর থ্যালেটসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। থ্যালেটস হ'ল অনেকগুলো রাসায়নিক পদার্থের সমষ্টি, যা 'এণ্ডোক্রাইন ডিসরাপ্টার' হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এগুলো শরীরের ইস্ট্রোজেন, টেস্টোস্টেরন এবং অন্যান্য হরমোনের স্বাভাবিক মাত্রায় হস্তক্ষেপ করে। যা শিশু স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে।

'টক্সিক কেমিক্যালস ইন কিডস স্টেশনারি : থ্যালেটস ইন ইরেজারস' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গত ১৪ই মার্চ 'এনভায়রনমেন্ট অ্যাণ্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন' এসডো আয়োজিত এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়।

থ্যালেটস হ'ল বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের একটি গ্রুপ, যা প্লাস্টিককে আরো টেকসই করতে ব্যবহার করা হয়। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত একটি দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশুদের মানসিক আচরণ বিকাশের ওপর থ্যালেটস প্রভাব ফেলে। যার ফলে শিশুদের মধ্যে আগ্রাসন, মানসিক অস্থিরতা, মনোযোগের ঘাটতি এবং বিষণ্ণতার প্রবণতা অধিক দেখা যায়। এ ব্যাপারে এসডোর সভাপতি সৈয়দ মারগূব মোর্শেদ বলেন, ইরেজার শিশুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্টেশনারি। দুর্ভাগ্যজনক যে, এই ইরেজারগুলো শিশুদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারকে থ্যালেটস এবং দৈনন্দিন পণ্যে এর উপস্থিতি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে।

[জনসচেতনতা সৃষ্টির সাথে সাথে এটির উৎপাদকদের উপর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ আবশ্যক, যাতে সেখানে সংশোধিত হয়ে গেলে এটির ব্যবহারে কোন বাধা থাকবে না (স.স.)]

বাংলাদেশের যে ভাষা জানেন মাত্র ৬ জন!

পার্শ্ববর্তী আরাকান থেকে আগত পার্বত্য চট্টগ্রামের আলীকদম ও নাইখ্যংছড়ি উপযেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় এদের বাস। ভাষাটির নাম 'রেংমিটচ্য'। বর্তমানে এ ভাষা জানা ছয়জন লোক বেঁচে আছেন। এদের মধ্যে একজন নারী ও পাঁচজন পুরুষ। যাদের চারজনের বয়স ৬০-এর ঊর্ধ্বে। তাঁদের মৃত্যু হ'লে রেংমিটচ্য নামের ভাষাটিরও মৃত্যু ঘটবে। পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাবে একটি ভাষা ও একটি সংস্কৃতি। তারা সবাই দরিদ্র জুমচাষী এবং তাদের বসবাসের পাড়াগুলো আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপযেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম পাহাড়ে ম্রো জনগোষ্ঠীর পাড়ায়। ম্রো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সবাই ম্রো ভাষায় কথা বলে এবং নিজেদের ম্রো হিসাবেই পরিচয় দিয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য, গত শতকের ৫০ ও ৬০-এর দশকে আলীকদমে চার-পাঁচটি পাড়ায় শতাধিক রেংমিটচ্যভাষী পরিবার ছিল। তবে তাদের আদি বসবাসের স্থান ৩০০ বছরেরও বেশী প্রাচীন ক্রাংসিপাড়ায়। পাড়াটি আলীকদম উপযেলা সদর থেকে ১৭-১৮ কিলোমিটার দূরে তৈনখালের উপত্যকায় অবস্থিত। সেখান থেকে জুমচাষের জমির সন্ধানে পার্শ্ববর্তী এলাকায় রেংমিটচ্যরা সমগোত্রীয় ম্রোদের সঙ্গে মিলেমিশে আরও তিন-চারটি পাড়া গড়ে তোলে। তখন থেকে তাঁরা সংখ্যায় বেশী একই সংস্কৃতির ম্রোদের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যেতে থাকে এবং রেংমিটচ্য ভাষাও হারিয়ে যেতে থাকে।

ম্রো জনগোষ্ঠী নিয়ে ক্লাউস-ডিয়েটার ব্রাউনস ও লোরেন্স জি লোফলার ১৯৬০-এর দশকে 'ম্রো হিল পিপল অন দ্য বর্ডার অব বাংলাদেশ' নামে একটি বই লিখেছেন। সেখানে তাঁরা বলেছেন, আরাকান থেকে আসা খামি নামে রেংমিটচ্য ভাষার একটি উপজাতি মাতামুহুরী নদীর উজানের ম্রোদের সঙ্গে মিশে গেছে। সেখান থেকে বুঝা যায়, রেংমিটচ্য ভাষা তখন থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বইয়ের সূত্র ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ডারমুথ কলেজের লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড কগনিটিভ সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ডেভিড এ পিটারসন ২০১৩ সালে রেংমিটচ্য ভাষার ম্রোদের খুঁজে পেয়েছেন। তিনি ২০১৫ সালের ১১ই জানুয়ারী বান্দরবান প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে রেংমিটচ্য ভাষার বিপন্নতার কথা তুলে ধরেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক জানিয়েছেন, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে বাংলাদেশের নৃভাষা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় সমতলে ও পাহাড়ে পাওয়া ৪১টি ভাষার মধ্যে ১৪টি বিপন্ন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের রেংমিটচ্য ভাষা, সমতলের পাত্র জনগোষ্ঠীর লালেং ভাষা গুরুতর সংকটাপন্ন।

[ভাষা আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি বলেন, আর তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে (রূম ৩০/২২)। ভাষা বিলুপ্ত হবে। আবার জন্ম নিবে। কেবল আরবী ভাষা ব্যতীত। কারণ এটি ছিল জান্নাতে পিতা আদমের ভাষা, দ্বিতীয়তঃ এভাষার বুকে রয়েছে আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন ও হাদীছ। বিস্তারিত 'আমাদের লিখিত ও হাফাবা প্রকাশিত বই, শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রস্তাবনাসমূহ পৃ. ৯-২৬ (স.স.)]

বিদেশ

নারীদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ শহর মদীনা

নারীর একাকী ভ্রমণের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ শহর সঊদী আরবের মদীনা শহর। ভ্রমণবিষয়ক ব্রিটিশ কোম্পানী ইনশিউর মাই ট্রিপ তাদের সমীক্ষায় নারীর একাকী ভ্রমণে সারা বিশ্বের নিরাপদ শহরগুলির তালিকা প্রকাশ করে। তালিকা অনুযায়ী নারীর একাকী ভ্রমণের জন্য নিরাপদ শহরের তালিকার শীর্ষ পাঁচ শহরই এশিয়ায় অবস্থিত। এ সমীক্ষায় ১০/১০ স্কোর পেয়ে প্রথমে আছে মদীনা। এ তালিকায় ৯.০৬/১০ স্কোর পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই শহর। এর পরই ৯.০৪/১০ স্কোরে তৃতীয় স্থানে আছে আরব আমীরাতের দুবাই শহর। দুবাইয়ের বেশীর ভাগ গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করতে 'শুধু নারীদের জন্য' সুবিধা দেওয়া হয়। ৯.০২/১০ স্কোর পেয়ে নিরাপদ শহরের এ তালিকার চতুর্থ স্থানে জাপানের কিয়োটো শহর। এরপর ৮.৭৫/১০ স্কোর পেয়ে পঞ্চম স্থানে আছে চীনের ম্যাকাও শহর। অন্যদিকে নারীর একাকী ভ্রমণের জন্য উচ্চ অপরাধের হারে ০/১০ স্কোর পেয়ে সবচেয়ে অনিরাপদ শহরের শীর্ষে আছে (১) দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ। (২) মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর শহর। (৩) ভারতের দিল্লী শহর। (৪) ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা শহর। ৫ নম্বরে আছে বিশ্বের অন্যতম পর্যটননগরী ফ্রান্সের প্যারিস।

দ্য মুসলমান : বিশ্বের একমাত্র সচল হাতে লেখা পত্রিকা

ইন্টারনেটের এই যুগে অনলাইন মিডিয়ার দাপটে যখন অনেকদেশে ছাপাখানাও বন্ধের পথে, তখন ভারতের চেন্নাই থেকে ক্যালিগ্রাফির ছোঁয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে একটি দৈনিক পত্রিকা। বর্তমান বিশ্বের একমাত্র সচল হাতে লেখা দৈনিক হিসাবে স্বীকৃত এটি। 'দ্য মুসলমান' নামের এই পত্রিকাটি তাদের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ-কে ধরে রেখে জনপ্রিয় ও দেশটির প্রাচীনতম উর্দূ পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে প্রায় ১০০ বছর যাবৎ। মাত্র ৭৫ পয়সা মূল্যের পত্রিকাটি মোট চার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। গ্রাহক সংখ্যা ২২ হাযারেরও বেশী।

'দ্য মুসলমানে'র সূচনা হয় ১৯২৭ সালে, ভারতের তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে। উর্দূ ভাষায় লেখা সংবাদপত্রটি প্রতিষ্ঠা করেন সৈয়দ আযমাতুল্লাহ। বর্তমানে পত্রিকাটি সম্পাদনা করছেন তাঁর নাতি সৈয়দ আরীফুল্লাহ। পত্রিকা অফিসে এখনো নিয়মিত আগমন ঘটে বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক ও নামকরা ব্যক্তিদের। তাদের অনেকের লেখাই এখানে প্রকাশিত হয়।

শুধুমাত্র হাতে লেখাই এই পত্রিকাটির বিশেষত্ব নয়; আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি পেশাদার ক্যালিগ্রাফারদের ক্যালিগ্রাফি দ্বারা সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। এছাড়া দৈনিক পত্রিকাগুলো সকালে প্রকাশিত হ'লেও 'দ্য মুসলমান' প্রকাশিত হয় সন্ধ্যায়। তিনজন বিশেষজ্ঞ ক্যালিগ্রাফার সংবাদপত্রটি লেখার কাজ করেন। পত্রিকার সংবাদ সংগ্রহ করেন তিনজন প্রতিবেদক। ৮০০ বর্গফুটের সীমিত পরিসরে সংবাদপত্রটির এক কক্ষবিশিষ্ট কার্যালয়। কিন্তু তাতে পত্রিকার কর্মীদের কাজের আগ্রহের কোন কমতি নেই। একনিষ্ঠতা ও সর্বোচ্চ দক্ষতা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তারা।

চেন্নাই ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এর গ্রাহক। অনেকে শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত কারণেই পত্রিকাটির গ্রাহক হয়ে আছেন। গ্রাহকদের বেশিরভাগই মুসলিম, তবে উর্দূ ভাষা জানেন এমন কিছু হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও নিয়মিত পড়েন পত্রিকাটি।

[আধুনিকতার কৃত্রিমতার মধ্যে এই অকৃত্রিম প্রচেষ্টা আমাদের অনুপ্রাণিত করুক-এটাই প্রার্থনা (স.স.)]

ভারতের সবচেয়ে বড় সোনার ভাণ্ডারের খোঁজ দিয়েছে পিঁপড়েরা!

সম্প্রতি ভারতের সবচেয়ে বড় স্বর্ণ ভাণ্ডারের খোঁজ মিলেছে বিহারের জামুই যেলার করমটিয়া এলাকায়। দেশটির ৪৪ শতাংশ স্বর্ণ ভাণ্ডার রয়েছে এই এলাকাতেই। এক সময় যে এলাকায় মাওবাদীদের বন্দুকের নল কথা বলত, এখন সেই এলাকাই সোনা ফলাচ্ছে! গাছ-গাছালি আর লাল মাটির নীচের এই সোনার ভাণ্ডারের সন্ধান পেতে ৪০ বছর সময় লেগেছে। এখান থেকে ২২৩ টন সোনা পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হ'ল কোনও বিজ্ঞানী বা কোনও যান্ত্রিক উপায়ে এর খোঁজ মেলেনি। বিশাল এই সোনার ভাণ্ডারের খোঁজ দিয়েছে পিঁপড়েরা। এমনই দাবী করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাদের দাবী অনুযায়ী, ঐ এলাকায় পিঁপড়েরা বাসা বানানোর জন্য মাটি খোঁড়া শুরু করে। নীচ থেকে উপরে তোলা সেই মাটির মধ্যে হলুদ চকচকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা মিশে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। অতঃপর ১৯৮২-৮৬ সাল পর্যন্ত ঐ এলাকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (জিএসআই)। তারা খননকাজ পরিচালনা করে। তখন বেশি সোনা না পাওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। তারপর ২০১০-১১ সালে আরেকদফা পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর ২০২০ সালের সর্বশেষ পরীক্ষায় বর্তমান সরকার সেখানে দেশের সবচেয়ে বড় সোনার ভাণ্ডার আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়।

[কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবী তার ভিতরের সব সম্পদ বের করে দেবে (যিলযাল ২)]

মুসলিম জাহান

তুরস্ক ও পাকিস্তানের যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রথম 'মুসলিম বিশ্বের যুদ্ধবিমান' প্রকল্প

পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমানের উন্নয়নের জন্য তুরস্ক ও পাকিস্তান যৌথভাবে কাজ করছে। বিমান নির্মাণে দু'দেশের এ যৌথ কার্যক্রমকে মুসলিম বিশ্বের প্রথম যুদ্ধবিমান প্রকল্প বলে অভিহিত করা হচ্ছে। বর্তমানের যুদ্ধবিমানগুলোকে পরিবর্তন করে নিজেদের বিমানবহরে আরো শক্তিশালী ও আধুনিক পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমানগুলোকে নিয়ে আসতে কাজ করছে তারা।

টিএফ-এক্স (তুর্কি ফাইটার এক্সপেরিমেন্টাল) নামের এ পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমানগুলোর নির্মাণের বিষয়ে ২০১৬ সালে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপর এ পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমানগুলোর প্রযুক্তির উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে থাকে তুরস্ক ও পাকিস্তান। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের এয়ার ভাইস মার্শাল রিযওয়ান রিয়ায বলেন, পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান নির্মাণ প্রকল্পে অসংখ্য পাকিস্তানী গবেষক ও ছাত্র কাজ করছে।

দক্ষিণ সুদানের ওয়াও প্রদেশের রহস্যময় কূপ

দক্ষিণ সুদানের ওয়াও প্রদেশে একটি রহস্যময় কূপ রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে সেখান থেকে পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। এখন প্রতিদিন প্রায় ২ লাখ লিটার পানি তোলা হয় কূপটি থেকে। বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল এত পানি তোলা হ'লেও কিন্তু কূপের পানির স্তর একটুও নিচে নামে না। কিভাবে এই কূপ সৃষ্টি হয়েছে বা এটির বয়স কত সঠিকভাবে বলতে পারেনি এখানকার বাসিন্দারা। তবে কূপটিকে প্রাকৃতিক কূপ হিসাবে মানছেন সবাই।

ওয়াও প্রদেশে পানির একমাত্র উৎস এই কূপ। জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী মিশনের অধীনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সেখানকার শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত আছে। কেবল তারাই ঐ কূপ থেকে দৈনিক প্রায়

১ লাখ লিটার পানি উত্তোলন করে। আর পুরো প্রদেশের ২ লাখ ৩২ হাযার মানুষ বাকী লক্ষাধিক লিটার পানি তোলে। সমগ্র দক্ষিণ সুদানে রয়েছে পানি সংকট। আর ওয়াও প্রদেশে পানির সংকট আরো তীব্র। পানির অভাবে অনেকেই দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত গোসল করেন না। ঐ কূপ থেকে পানি এনেই চাহিদা মেটাতে হয় পুরো প্রদেশবাসীর। ওয়াও প্রদেশের জনগণ ঐ কূপকে আল্লাহ্র দান হিসাবেই জানে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা এই পানি ফিল্টার করে জনগণের মধ্যে সরবরাহ করেন। এতে ওয়াও প্রদেশের মানুষজন অত্যন্ত খুশি। ওয়াও প্রদেশের বাসিন্দারা বলেন, যতদিন বেঁচে থাকব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। তারা সোনার বাংলার সোনার মানুষ।

[এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র দান। তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের এভাবেই বাঁচিয়ে রাখবেন খাদ্য ও পানীয় দিয়ে। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় কর এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না (বাক্বারা ২/১৫২)।

জেলখানাতেই কুরআন হেফয করল ৬০৫ বন্দী

জেলখানা মানে অপরাধীদের বন্দীশালা। বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের ধরে এখানে রাখা হয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এই বন্দিশালা বা জেলখানা রয়েছে। এসব জেলখানায় অপরাধের সাজা হিসাবে বন্দীদের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে থাকতে হয়। তবে এবার অনন্য নযীর স্থাপন করল দুবাই কর্তৃপক্ষ। জেলখানা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় গত দুই বছরে ধর্মশিক্ষা প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে ৬০৫ জন বন্দী কুরআন হেফয সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে বিভিন্ন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে থাকে আরব আমিরাত সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ধর্ম, খেলাধুলা ও পেশাদার বিষয়ক বিভিন্ন প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোর্স হ'ল সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগ শিল্প কোর্স, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইংরেজী ভাষা, চীনা ভাষা, রাগ নিয়ন্ত্রণ, চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যের পথ, ক্রিয়েটিভ কোর্স ইত্যাদি।

দুবাই পুলিশের শাস্তি ও সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বিভাগের পরিচালক মেজর জেনারেল আলী আল-শামালী বলেন, এসব প্রোগ্রামের মাধ্যমে বন্দীদের দক্ষতা ও সক্ষমতার বিকাশ, পুনর্বাসন এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা। এসব প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক সমস্যার মোকাবেলা করা এবং বন্দীদের মুক্তির পর ভয় ও দ্বিধাদ্বন্দের বাধা অপসারণে সহায়তা করা, যেন বন্দীরা সহজেই সমাজের মূলধারায় পুনরায় সংগঠিত হ'তে পারে।

[ধন্যবাদ দুবাই কারা কর্তৃপক্ষকে। বাংলাদেশের কারা কর্তৃপক্ষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি? (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এবার মানব মস্তিষ্কে বসবে মেমোরি কার্ড!

মোবাইলসহ বিভিন্ন ডিভাইসে মেমেরি কার্ড ব্যবহার করা হয়। তাতে সংরক্ষণ করা হয় নানা প্রয়োজনীয় তথ্য। এবার মানব মস্তিষ্কেও বসানো হবে মেমোরি কার্ড, যেন পুরনো কোনও কথা আর কেউ ভুলে না যায়। পাশাপাশি এতে থাকবে আরও অনেক সুবিধা। এমন উদ্যোগ নিয়েছে মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান নিউরোটেক স্টার্টআপ নিউরালিংক। ইতিমধ্যেই এই ব্রেইন চিপ বানরের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে, ব্রেইন চিপটি স্থাপনের পর বানরটি মন দিয়ে ভিডিও গেমস খেলতে পারছে। এখন মানুষের মস্তিষ্কে পরীক্ষা চালানোর প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে।

ইলন মাস্কের মতে, প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বা যারা স্মৃতি হারিয়ে ফেলার মতো ভয়ঙ্কর সমস্যার মধ্য দিয়ে গেছেন, মূলত তাদের কথা চিন্তা করেই এই ভাবনা। তিনি বলেছেন, নিউরোলিংক ডিভাইসটি একটি ছোট্ট কয়েনের আকারের এবং এটি খুব সহজেই মাথার ভেতরে স্থাপন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে প্রথমে মস্তিষ্কের ব্যাধি এবং রোগে আক্রান্তদের নিরাময় দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

এটি সফল হ'লে শুধুমাত্র এই একটি যন্ত্রের সাহায্যেই মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের সমস্যা সহজেই সমাধান করা যাবে। এর মাধ্যমে পক্ষাঘাত, শ্রবণশক্তি ও অন্ধত্বের সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। শুধু তা-ই নয়, এই ডিভাইসের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যাবে মানুষের স্মৃতি। এটি দিয়ে মস্তিষ্কের সাথে সরাসরি কম্পিউটারকে সংযোগ করা যাবে।

[আল্লাহ সর্বশক্তিমান। সবই তাঁর দয়াগুণের প্রকাশ (স.স.)]

সদ্য প্রকাশিত কিছু মোবাইল এ্যাপ

এ্যাপগুলো পেতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন -https://cutt.ly/OPIVGO2

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২

GET ON Google Play

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

৩২তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা সম্পন্ন

রাজশাহী ১০ ও ১১ই মার্চ মোতাবেক ২৫ ও ২৬শে ফাল্গুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর উদ্যোগে দু’দিন ব্যাপী ৩২তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২২ রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর তাবলীগী ইজতেমা’২২-এর সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়া বিভিন্ন যেলা থেকে ৭৫০ জনের অধিক স্বেচ্ছাসেবক একদিন আগে থেকেই ইজতেমা ময়দানে দায়িত্ব পালন শুরু করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :

বাদ আছর পবিত্র কুরআন থেকে অনুবাদসহ তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মক্তব বিভাগের শিক্ষক ক্বারী আব্দুল আউয়াল। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক এবং ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি ইজতেমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর গত এক বছরে মৃত্যুবরণকারী দেশ ও প্রবাসী শাখা সমূহের নেতা-কর্মী ও উপদেষ্টাদের ২০ জনের নাম-পরিচয় উল্লেখ করেন ও তাদের সকলের রূহের মাগফেরাতের জন্য প্রাণ খোলা দো‘আ করেন। অতঃপর তিনি সকলকে শৃংখলা ও সহমর্মিতার সাথে ইজতেমার ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে এখানে দু’দিন অবস্থানের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নামে তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে, ৩২ বছরের তাবলীগী ইজতেমার মধ্যে এবারেই প্রথম আগে থেকেই মুছল্লীদের ঢল নামে। ফলে বৃহস্পতিবার বাদ ফজর থেকেই ইজতেমা ময়দানে ধারাবাহিকভাবে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শুরু হয়।

নির্ধারিত বক্তৃতা পর্ব :

উদ্বোধনের আগে থেকেই পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর ১ম দিন বৃহস্পতিবার বাদ ফজর থেকে বেলা ১১-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে (১) মারকাযের শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী) (২) মারকাযের শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (৩) রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান (রাজশাহী) (৪) রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি ও মারকাযের শিক্ষক ফায়ছাল মাহমূদ (সাতক্ষীরা) (৫) ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর (কুমিল্লা) (৬) চট্টগ্রাম যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর (৭) জামালপুর-উত্তর যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সাধারণ সম্পাদক ইসমাঈল বিন আব্দুল গণী ও (৮) আব্দুল্লাহ আল-কাফী (সাতক্ষীরা)।

অতঃপর বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর রাত ২-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে (১) ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ (বগুড়া) (২) ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (রাজশাহী) (৩) ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (মারকায) (৪) মারকাযের শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী) (৫) গাযীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন (৬) ‘আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি’-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) (৭) ড. আহসানুল্লাহ বিন ছানাউল্লাহ (ঢাকা) (৮) মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ) (৯) সাতক্ষীরা যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান (১০) নারায়ণগঞ্জ যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম।

আমীরে জামা‘আতের ১ম দিনের ভাষণ :

এ দিন বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা‘আত সূরা ফাতিহার ৪র্থ আয়াতের উপর হেদায়াত বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন।

২য় দিন বাদ ফজর থেকে :

২য় দিন বাদ ফজর ইজতেমা প্যাণ্ডেলে দরসে কুরআন পেশ করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন, সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী। একই সময়ে দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে দরসে হাদীছ পেশ করেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি’-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)। এ সময় ছোট মসজিদে দরসে কুরআন পেশ করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)।

অতঃপর ইজতেমা প্যাণ্ডেলে বেলা ১১-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা পেশ করেন যথাক্রমে (১) ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা) (২) ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর) (৩) ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুরুল হুদা (রাজশাহী) (৪) ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) (৫) মারকাযের শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী) (৬) মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ)। এরপর শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাসিক ‘আত-তাহরীক’-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও মারকাযের শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী)।

শিক্ষক সমাবেশ সকাল ৮-টা থেকে ৯-টা :

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ৮-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর উদ্যোগে ‘শিক্ষক সমাবেশ’ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের পক্ষে ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুরুল হুদা। ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন বোর্ডের সচিব ও মারকাযের শিক্ষক শামসুল আলম এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন (১) ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-এর আইকিউএসি’র অতিরিক্ত পরিচালক ও ইন-চার্জ মুহাম্মাদ জুনায়েদ মুনীর (২) আহসানিয়া মিশন আলিম মাদ্রাসা, সাতক্ষীরার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল ও দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরার সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুল মান্নান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন

(১) বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম (২) দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ্র প্রিন্সিপ্যাল সোহেল বিন আকবর (৩) একলারামপুর মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার (কুমিল্লা) প্রধান শিক্ষক ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান। (৪) সালাফিইয়াহ একাডেমী কুলবাড়িয়া, মেহেরপুরের সুপার রাজীবুল হাসান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বোর্ডের সহকারী পরিদর্শক মুহাম্মাদ ফেরদাঊস। সমাবেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, সভাপতি, প্রিন্সিপ্যাল, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও শিক্ষকমণ্ডলীসহ অন্যান্য সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন' সকাল ৯-টা থেকে ১১-৩০ :

২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টা থেকে মারকাযের শিক্ষক মিলনায়তনে 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন, কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মাওলানা মানছূরুর রহমান (সভাপতি, কুষ্টিয়া-পশ্চিম)। স্বাগত ভাষণ দেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের নিকট থেকে সংগঠনের অগ্রগতি বিষয়ে পরামর্শ আহ্বান করা হয়। তাতে বিভিন্ন যেলা থেকে মোট ২৪ জন পরামর্শ প্রদান করেন।

অতঃপর দ্বিতীয় আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জন্য জমি ক্রয় প্রকল্প প্রসঙ্গে আলোচনায় সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্ব স্ব এলাকা থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে সংকল্প ব্যক্ত করেন। অতঃপর আলোচ্যসূচী-৩ অনুযায়ী প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য চূড়ান্তকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। এ সময় মজলিসে শূরার গৃহীত ৪নং সিদ্ধান্ত সবাইকে জানানো হয়। যেখানে বলা হয় যে, (ক) ১৯৯৪ সালে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের প্রস্তাবিত 'ইক্বরা বিসমে রব্বিকাল্লাযী খালাক্ব' সংযুক্ত মনোগ্রাম গ্রহণ। (খ) লক্ষ্য : তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের ভিত্তিতে নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। (গ) উদ্দেশ্য : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যুগ সমস্যার সমাধান দেওয়া। (ঘ) শরী'আহ অনুষদ সহ মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, বন গবেষণা, সমুদ্র বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ সমূহ রাখা। অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিভাগ খোলা। সকল বিভাগ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে পরিচালিত হওয়া। (ঙ) একটি পৃথক 'কুরআন গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপন।

প্রস্তাবগুলি খুশীর সাথে সমস্বরে গৃহীত হয়। অনুষ্ঠানে মজলিসে 'আমেলা ও শূরা সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের হেদায়াতী ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

যুব সমাবেশ ২য় দিন সকাল ৯-টা থেকে ১২-টা :

২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টা থেকে মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'যুব সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম এবং উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বক্তব্যে তিনি জামা'আতবদ্ধ জীবনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ইমারত ও বায়'আতের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদানকারী ও বায়'আত ভঙ্গকারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)। (২) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর)। (৩) কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায)। (৪) যুব বিষয়ক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)। (৫) 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী)। (৬) 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা)। (৭) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (মারকায)। (৮) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর (মারকায)। (৯) প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ (ঝিনাইদহ)।

অতঃপর যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন (১) সিলেট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক। (২) বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান। (৩) জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইসমাঈল। (৪) যশোর যেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহীম। (৫) ঢাকা-দক্ষিণ যেলা সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। (৬) বগুড়া যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন। (৭) দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সভাপতি রায়হানুল ইসলাম। (৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মুনতাছির আহমাদ। (৯) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক। (১০) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি আব্দুর রঊফ।

সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, তোমাদেরকে অবশ্যই সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখবে, ঐক্যবদ্ধ যুবশক্তিই আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রাণশক্তি। আল্লাহ তোমাদেরকে সমাজ সংস্কারের গুরুদায়িত্ব পালনে সাহসের সাথে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন! সমাবেশে 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

জুম'আর খুৎবা :

ইজতেমা ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত (আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয় বিষয়ে) এবং মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন 'তাক্বওয়া' বিষয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা শূরা ২০ আয়াতের আলোকে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য সকলের প্রতি প্রাণস্পর্শী আহ্বান জানান। এ সময় মূল প্যাণ্ডেল ছাড়াও প্যাণ্ডেলের বাইরে বিভিন্ন স্থানে ও মহাসড়কে বসে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী খুৎবা শ্রবণ করেন।

২য় দিন বাদ আছর থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত :

এদিন আছরের ছালাতে ইমামতি করেন মারকাযের হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয মশীউর রহমান। অতঃপর অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন, আব্দুল্লাহ ছাকিব (সিলেট; ছাত্র, মারকায; সূরা যুমার ৭৩-৭৪ আয়াত)। জাগরণী পেশ করেন, ইয়াকূব আলী (মেহেরপুর, অহি-র দাওয়াত নিয়ে...)।

অতঃপর নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য পেশ করেন (১) অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (নরসিংদী, ইমারত ও বায়'আত)। (২) ক্বামারুয্যামান (জামালপুর-দক্ষিণ, দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি)। (৩) মারকাযের সাবেক ছাত্র ড. আব্দুল্লাহিল কাফী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ ও বর্তমান প্রেক্ষাপট)। (৪) আবুল কালাম (জয়পুরহাট, আহলেহাদীছের পরিচয়)। অতঃপর মাগরিবের ছালাতে ইমামতি করেন, হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। অর্থসহ কুরআন

তেলাওয়াত করেন, হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর, সূরা লোকমান ৬-৯ আয়াত)। অতঃপর সম্মিলিত জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ (সত্যের সংগ্রাম করছি...)।

অতঃপর বক্তব্য পেশ করেন (৫) ড. নূরুল ইসলাম (মারকায, আলেমদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ নিরসনের উপায়)। (৬) ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায, মুমিন নারীদের কর্তব্য)। (৭) ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায, আল্লাহ্র পথে ব্যয়)।

অতঃপর এশার ছালাতে ইমামতি করেন, হাফেয আখতার। জাগরণী পেশ করেন, আব্দুল্লাহ আল-মামূন (সাতক্ষীরা, গ্রাস করেছে...)। বৈঠকী দানের পর মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট, তোমরা ভুলেই গেছ...)।

বাদ এশা (৮) মুহতারাম আমীরে জামা'আত (সূরা বাক্বারাহ্র ২১৪ আয়াত অবলম্বনে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের লোকদের পরীক্ষা)। (৯) হাফেয আখতার (নওগাঁ, ফিরক্বা নাজিয়াহ)। অতঃপর জাগরণী পেশ করেন, রোকনুয্যামান (সাতক্ষীরা, কে আসবি আয় তোরা...)। (১০) আব্দুল হাই (রাজশাহী, জাগ্রত জ্ঞান সহ আল্লাহ্র পথে দাওয়াত)। (১১) আব্দুল ওয়াদূদ (কুমিল্লা, জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থা থেকে আত্মরক্ষার উপায়)। (১২) মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা, মাল ও মর্যাদার লোভ)। (১৩) আফযাল হোসাইন (নওগাঁ, সূদ ও ঘুষ : সমাজ দূষণের বড় হাতিয়ার)। (১৪) সাইফুল ইসলাম (ঢাকা-উত্তর, মৃত্যুকে স্মরণ)। (১৫) হাফেয শামসুর রহমান (ঢাকা-দক্ষিণ, জান্নাত পিয়াসীদের জন্য তওবার প্রয়োজনীয়তা)। (১৬) হাফেয আব্দুল আলীম (যশোর, গান-বাজনা ও তার পরিণতি)। অতঃপর জাগরণী পেশ করেন, হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর)। সবশেষে ফজর পর্যন্ত (১৭) মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী, বিদ'আত ঘোরতর অপরাধ)।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ :

ইজতেমার শেষ দিন শনিবার ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর ইমামতিতে ফজরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাত শেষে তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ দেন। অতঃপর সভাপতি হিসাবে তিনি সবাইকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী ৩২তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২২-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

২য় দিন বাদ এশা আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমস্বরে সেগুলির প্রতি জোরালো সমর্থন জানান।-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

(২) মানুষের রক্তচোষা সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করে অনতিবিলম্বে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সূদী এনজিও ও মহাজনী দাদন প্রথা এবং সেই সাথে অফিস-আদালত থেকে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

(৩) দেশের বিভিন্ন শহরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী আক্বীদা ও সংস্কৃতি বিরোধী মূর্তি-ভাস্কর্য ও শহীদ মিনার স্থাপন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

(৪) জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটন এবং সামাজিক অনাচার সমূহ প্রতিরোধের জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৫) মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদ সহ সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী মতবাদ প্রত্যাহার করতে হবে।

(৬) যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে মদ-জুয়ার অবাধ সয়লাব রোধ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার ছড়াছড়ি বন্ধ করতে হবে।

(৭) এ সম্মেলন বাংলাদেশের সংবিধান থেকে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাদ দেওয়ার চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

(৮) এ সম্মেলন ইউক্রেন-রাশিয়ার মধ্যে চলমান যুদ্ধ বন্ধ করে অবিলম্বে শান্তি ফিরিয়ে আনার জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৯) এ সম্মেলন সরকারের প্রতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য অসাধু মওজূদদারদের চক্রান্ত কঠোর হস্তে দমন করার আহ্বান জানাচ্ছে।

[প্রস্তাবগুলি ১৪.০৩.২০২২ রবিবার দৈনিক ইনকিলাব ৯ম পৃষ্ঠার ৫ম কলামে ইজতেমার বড় ছবিসহ প্রকাশিত হয়]।

ইজতেমার বিভিন্ন রিপোর্ট

১. পরিচালকবৃন্দ : দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)। (২) সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর)। (৩) প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায)। (৪) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুর্রুল হুদা (রাজশাহী) ও (৫) প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা)।

২. উপস্থাপকবৃন্দ : (১) ড. নূরুল ইসলাম (মারকায)। (মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (রাজশাহী) (২) কাযী হারূণুর রশীদ (ঢাকা)। (৩) আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)। (৪) আবুল কালাম (জয়পুরহাট)। (৫) ফয়ছাল মাহমূদ (মারকায)। (৬) আবু রায়হান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

৩. অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত : (১) হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায)। (২) হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া)। (৩) ক্বারী আব্দুল আউয়াল (শিক্ষক, মক্তব বিভাগ, মারকায)। (৪) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর)। (৫) ক্বামারুল ইসলাম (ছাত্র, হিফয বিভাগ, মারকায)। (৫) আব্দুল্লাহ ছাকিব (ছাত্র, মারকায)। (৬) হাবীবুর রহমান (ছাত্র, মারকায)। (৭) ক্বারী আব্দুর রহীম (শিক্ষক, মক্তব বিভাগ, মারকায)।

৪. জাগরণী : আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য (১) মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট)। (২) আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া)। (৩) আব্দুল্লাহ আল-মামূন (সাতক্ষীরা)। (৪) ইয়াকূব আলী (মেহেরপুর)। (৫) রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর)। (৬) রোকনুযযামান (সাতক্ষীরা)। (৭) কেরামত আলী (পাবনা)।

৫. প্যাণ্ডেল : গতবারের ন্যায় এবারও মহিলা প্যাণ্ডেল হয়নি। এতদ্ব্যতীত মোট ৪টি প্যাণ্ডেল হয়। (১) ট্রাক টার্মিনালে মূল ময়দান (২) মহিলা মাদ্রাসা ময়দানে পুরুষ প্যাণ্ডেল (৩) মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বের ময়দান। (৪) মারকাযের পূর্ব পার্শ্বের ময়দান। এছাড়াও ছিল বৃহদাকার খাদ্য প্যাণ্ডেল ও পৃথক খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্যাণ্ডেল।

৬. টয়লেট : ট্রাক টার্মিনালের পশ্চিম পার্শ্বে রাজশাহী-চাঁপাই হাইওয়ের উত্তর পার্শ্বস্থ ক্যানালে ৯৩টি ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ক্যানালে ৮০টি সাময়িক এবং মহিলা মাদ্রাসায় ৩৫টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়।

৭. বুক স্টল : ট্রাক টার্মিনালের দক্ষিণ পার্শ্বে ৩৬টি এবং মারকাযের সম্মুখে পূর্ব পার্শ্বে ৬টি ও পশ্চিম পার্শ্বে ২টি সহ মোট ৪৪টি বুক স্টল স্থাপন করা হয়।

৮. ড্রোন ক্যামেরা : গতবারের ন্যায় এবারও ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে ইজতেমার প্যাণ্ডেল ও মারকাযসহ অন্যান্য প্যাণ্ডেলগুলির ভিডিও

ধারণ করা হয়। এলইডি মনিটরের মাধ্যমে ট্রাক টার্মিনাল থেকে সব প্যাণ্ডেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। তাছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের হাযার হাযার শ্রোতা ইজতেমার সরাসরি সম্প্রচার দেখেন।

৯. জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা (অনলাইন) :

গত বছরের ন্যায় এবারও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে অনলাইনে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত ১. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ২. ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি এবং ৩. ড. নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর লিখিত ও আব্দুল মালেক অনূদিত ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল (১) হাফীযুল ইসলাম (সিরাজগঞ্জ, ছাত্র ৮ম শ্রেণী, মারকায)। (২) ইরফানুল ইসলাম (কুমিল্লা, ছাত্র, ছানাবিয়া ২য় বর্ষ, মারকায)। (৩) মুহাম্মাদ মুদ্দাছ্ছির ছাকিব (কুমিল্লা, সাবেক ছাত্র মারকায)।

এছাড়া বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত ১০ জন হ'ল (১) মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম (নওগাঁ)। (২) মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন (সাতক্ষীরা)। (৩) মাহফূযুর রহমান (নওগাঁ)। (৪) সাজেদুর রহমান (দিনাজপুর)। (৫) আলমগীর হোসাইন (নওগাঁ)। (৬) মুহাম্মাদ জিহাদ আলী (নাটোর)। (৭) রায়হানুদ্দীন কবীর (দিনাজপুর)। (৮) শামসুয্যামান (সুনামগঞ্জ)। (৯) মা'রূফা খাতূন (রাজশাহী)। (১০) মুহাম্মাদ ফায়ছাল (খুলনা)। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন 'যুব সমাবেশে' বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

১০. দেওয়াল পত্রিকা : তাবলীগী ইজতেমা'২২ উপলক্ষ্যে 'সোনামণি' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে 'সোনামণি প্রতিভা' এবং 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে 'ছওতুল মারকায' নামে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যা ইজতেমা প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বুক স্টলের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় প্রদর্শিত হয়।

১১. ফৎওয়া বুথ : গত বছরের ন্যায় এবারও ফৎওয়া বুথের ব্যবস্থা করা হয়। আত-তাহরীক কার্যালয়ে স্থাপিত ফৎওয়া বুথে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'দারুল ইফতা'র সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। ইজতেমার ১ম ও ২য় দিন বাদ আছর থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

১২. আল-'আওন : ইজতেমা ময়দানে 'স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওনে'র ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিংয়ে ১০৬ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ৯৪ জন ডোনর তালিকাভুক্ত হন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে কেন্দ্রসহ বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৩. যরূরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র : ট্রাক টার্মিনাল ময়দানের পূর্ব পার্শ্বে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক দু'টি পৃথক যরূরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সংগঠনের চিকিৎসক কর্মীগণ সেখানে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করেন। ইজতেমা কমিটির পক্ষ থেকে এসব কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়।

১৪. নিরাপত্তা : প্রশাসনের প্রস্তাবক্রমে ১টি ওয়াচ টাওয়ার ও ২৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। সেই সাথে সংগঠনের ৭৫০ জনের অধিক স্বেচ্ছাসেবক দু'দিন আগে থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও ছিল পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যগণের নিয়মিত তদারকি।

১৫. যানবাহন : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বিভিন্ন যেলা থেকে মুছল্লীগণ বাস, ট্রেন, মাইক্রো, বিমান ও অন্যান্য যানবাহনে করে ইজতেমায় আগমন করেন। এবারে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত মোট বাসের সংখ্যা ২৯২টি ও মাইক্রোর সংখ্যা ১২টি। সবচেয়ে বেশী বাস আসে সাতক্ষীরা থেকে ৬৩টি ও বগুড়া থেকে ৫০টি। এছাড়া ভারত, সঊদী আরব, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কুয়েত, কাতার সহ অন্যান্য দেশ থেকে সদ্য দেশে ফেরা অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন।

১৬. সাইকেলে আগমন : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও সাইকেলযোগে ইজতেমায় যোগদান করেন সাতক্ষীরা সদর উপযেলার কাওনডাঙ্গা গ্রামের জয়নাল আবেদীন (৮৪)। এবার নিয়ে তিনি পরপর ১৯ বছর যাবৎ সাড়ে ২১ ঘণ্টায় দীর্ঘ ৩০০ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে নিজেই সাইকেল চালিয়ে আসেন।

১৭. জানাযা : ইজতেমার দ্বিতীয় দিন বাদ জুম'আ ইজতেমার মূল স্টেজে ছালাতের পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় মারকাযের নিকটস্থ ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে মৃত্যুবরণকারী রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক হেলালুদ্দীনের জানাযায় ইমামতি করেন। জানাযায় উপস্থিত লাখো মুছল্লী মাইয়েতের জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করেন।

ইজতেমা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুষ্ঠান সমূহ

১. আল-'আওন : তাবলীগী ইজতেমা ২০২২ উপলক্ষ্যে ৯ই মার্চ বুধবার সকাল ১০-টা থেকে এশা পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার হল রুমে কেন্দ্রীয় 'আল-'আওনে'র উদ্যোগে যেলা দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আল-'আওনে'র সভাপতি ডা. আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম নাঈম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর নূর, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল, প্রচার সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ শাহীন ও দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে ১৩টি যেলা থেকে ২৮ জন দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

২. সোনামণি র‍্যালি : তাবলীগী ইজতেমা'২২ উপলক্ষ্যে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে ৯ই মার্চ বুধবার বাদ আছর থেকে সোনামণি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি মারকায থেকে শুরু হয়ে মহাসড়ক ধরে পূর্ব দিকে নতুন বাস-টার্মিনালে যায়। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে ভাঁড়ালীপাড়া হয়ে শিশু পার্ক দিয়ে পোস্টাল একাডেমী হয়ে নওদাপাড়া বাজারে যায়। সেখান থেকে মধ্য নওদাপাড়ার ভিতর দিয়ে ট্রাক টার্মিনালে যায়। সেখান থেকে রাজশাহী-ঢাকা বাইপাস মহাসড়ক দিয়ে মারকাযে ফিরে আসে।

৩. ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২২ :

৯ই মার্চ বুধবার বাদ মাগরিব থেকে রাত সাড়ে ১০-টা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আজমালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের সচিব শামসুল

আলম, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুরুল হুদা, উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ প্রমুখ। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানান এবং জাগরণীর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে সমাজ গড়ার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, আমি দো'আ করি তোমাদের কণ্ঠই যেন তোমাদের জান্নাতে যাওয়ার অসীলা হয়। সবশেষে তিনি অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওন'-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও প্রতিযোগীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আবু সাইফ (কুমিল্লা) ও বিভিন্ন পর্যায়ে জাগরণী পেশ করেন হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, রাক্বীবুল ইসলাম, মীযানুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ইয়াকূব আলী, রোকনুয্যামান, কেরামত আলী, ফরীদুল ইসলাম, আলে ইমরান ও আব্দুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান ও আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য রাক্বীবুল ইসলাম।

৪. 'অনলাইন দাওয়াতী কাফেলা' সমাবেশ : ইজতেমার ১ম দিন সকাল ৯-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মাঠে 'অনলাইন দাওয়াতী কাফেলা' সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন হাবীবুর রহমান (ছাত্র, মারকায, সূরা ক্বা-ফ ৪৩-৪৫) ও জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (সদস্য, আল-হেরা, একটি জান্নাত আমার কাম্য...)। অতঃপর উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন 'অনলাইন দাওয়াতী কাফেলা' সমাবেশের সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুন নূর।

অতঃপর প্রথম অধিবেশনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন- 'যুবসংঘ'-এর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক, বরিশাল যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান, দিনাজপুর-পশ্চিমের উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর সহ-পরিদর্শক মুহাম্মাদ ফেরদাউস, ঢাকা-উত্তরের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইলিয়াস, দিনাজপুর-পূর্ব যেলার সভাপতি রায়হানুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চট্টগ্রাম যেলার সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর, জয়পুরহাট যেলার সভাপতি নাজমুল হক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি মফীযুল ইসলাম প্রমুখ।

দ্বিতীয় অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন- 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, আত-তাহরীক টিভির প্রোগ্রাম পরিচালক শরীফুল ইসলাম, 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয আখতার, আত-তাহরীক টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক।

৫. 'যুবসংঘে'র কর্মী মতবিনিময় সভা : তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন বাদ আছর মারকাযের শিক্ষক মিলনায়তনে 'যুবসংঘে'র কর্মী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন মারকাযের ছাত্র ফরীদুল ইসলাম। জাগরণী পরিবেশন করেন মারকাযের ছাত্র আব্দুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যেলার কর্মীগণ সাংগঠনিক মতামত ও কাজের অগ্রগতি বিষয়ক মতামত ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব পরামর্শগুলিকে পর্যালোচনা করে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অতঃপর মাগরিবের পূর্বে বৈঠক ভঙ্গের দো'আর মাধ্যমে কর্মী মতবিনিময় সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

৬. 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল পুনর্মিলনী বৈঠক :

ইজতেমার ২য় দিন বাদ মাগরিব বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল পুনর্মিলনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। জাগরণী উপস্থাপন করেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। বিভিন্ন সেশনে দায়িত্ব পালনকারী 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের পারস্পরিক পরিচিতির পর সাংগঠনিক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম।

৭. বায়'আত অনুষ্ঠান : ইজতেমার দু'দিনে ১৮টি যেলা থেকে ৫২ জন 'সাধারণ পরিষদ সদস্য' এবং ১৪টি যেলা থেকে ১৮ জন 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য' লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাশের পর বায়'আত গ্রহণ করেন। এছাড়া ইজতেমার ২য় দিন রাতে আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর 'আম বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কেবল ইচ্ছুক ভাই-বোনেরা সরাসরি এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি ও বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন (৭৫) গত ১১ই মার্চ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯-টায় তাবলীগী ইজতেমায় রাজশাহী এসে হার্ট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে নওদাপাড়া ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি ১ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী, ছাত্র, গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তিনি রংপুর বেগম রোকেয়া সরকারী মহিলা কলেজের সাবেক প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। ঐদিন বাদ জুম'আ ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

জানাযায় 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত লাখো মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন এবং তার জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করেন। অতঃপর তার লাশ এ্যাম্বুলেন্স যোগে রংপুর শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐদিনই রাত্রি ১০ ঘটিকায় রংপুর শহরের কৈলাশ রঞ্জন উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে তার দ্বিতীয় জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন শহরের সেন্ট্রাল রোডস্থ সালাফিইয়াহ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা শামসুল হক সালাফী। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মোকছেদুর রহমান, সাধারণ পরিষদ সদস্য মুমিনুল ইসলাম, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ডা. মুহাম্মাদ শাহজাহানের পুত্র ও হারাগাছ ক্লিনিকের স্বত্তাধিকারী ডা. এ. কে. এম মুনীরুয্যামান সহ বহু মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাকে শহরের বাহার কাছনা আহলেহাদীছ কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : বিদ'আতীদের কবরস্থানে হকপন্থীদের লাশ দাফন করার শারঈ বিধান কি?

-কাওছার হোসাইন, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মুসলিম মাইয়েতকে মুসলিম কবরস্থানে দাফন করায় কোন বাধা নেই। কারণ বারযাখী জীবনের সুখ বা দুঃখের বিষয়টি ব্যক্তির আমলের উপর নির্ভরশীল *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১/৩৩৭)*। উল্লেখ্য যে, 'তোমরা সৎ ব্যক্তিদের পাশে মৃতদের দাফন কর। কেননা জীবিত অসৎ প্রতিবেশীদের কারণে যেমন কষ্ট পেতে হয় তেমনি মৃত অসৎ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পেতে হয়'- মর্মের বর্ণনাটি জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬৩)*।

প্রশ্ন (২/২৪২) : জনৈক ব্যক্তি যেলা জজ আদালতের পেশকারের সাথে মামলা লিখেন। সারাদিন মানুষের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে যে টাকা জমা হয় তার কিছু অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে প্রতিদিন তাকে দেওয়া হয়। উক্ত চাকুরী তার জন্য হালাল হচ্ছে কি?

-ইমন সরকার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।*
[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : ঘুষ দেওয়া এবং নেওয়া উভয়টিই হারাম *(তিরমিযী হা/৬১৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৭২৮)*। সুতরাং যে টাকা সরাসরি ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত হয়, জেনে-শুনে তা থেকে পারিশ্রমিক নেওয়াও হারাম। এতে হারাম উপার্জনে সাহায্য করা হয়। যা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : সূরা 'আলাক্ব ছালাতে তেলাওয়াত করলে শেষ আয়াতে তেলাওয়াতের সিজদা ও ছালাতের সিজদার মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা হবে?

-য়য়নাল আবেদীন, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

উত্তর : তেলাওয়াতের সিজদা দেওয়া কর্তব্য। তবে এটি ফরয নয়। যদি কেউ এটা না করে, তবে কোন ক্ষতি নেই *(বুখারী হা/১০৭২, ৭৭; তিরমিযী হা/৫৭৬)*। এক্ষণে ছালাতে ইমাম সূরা 'আলাক্ব পাঠ করলে সূরা শেষে তেলাওয়াতের সিজদা দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। অতঃপর রুকূ করে ছালাত শেষে সালাম ফিরাবেন। অথবা তেলাওয়াতের সিজদা শেষে দাঁড়িয়ে অন্য কোন একটি সূরা বা আয়াত পাঠের পর রুকূ করে ছালাত শেষে সালাম ফিরাবেন।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : আমার ৫-৬ বিঘা জমি রয়েছে। আমার উপর কি হজ্জ ফরয হয়েছে?

-রেযাউল করীম, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : যদি উক্ত জমি তার পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস হয় এবং বছর শেষে কোন সঞ্চয় না থাকে, তাহ'লে হজ্জ ফরয হবে না। অর্থাৎ নিয়মিত পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের পর হজ্জ করার মত আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে তার উপর হজ্জ ফরয হবে, নইলে নয় *(নববী, রওযাতুত ত্বালেবীন ৩/৬; মুগনী ৩/৮৭)*। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা ঐ ব্যক্তির উপর ফরয করা হ'ল, যার এখানে আসার সামর্থ্য আছে' *(আলে-ইমরান-মাদানী ৩/৯৭)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : ছালাতের মধ্যে 'জান্নাতুল ফেরদাউস' প্রার্থনার জন্য মাসনূন কোন দো'আ আছে কি?

-হৃদয় খান শান্ত, শরীফপুর, গাযীপুর।*
[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। তবে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করা যেতে পারে।- আল্লা-হুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা ওয়া আজিরনী মিনান্ না-র (৩ বার)। 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও'! *(তিরমিযী হা/২৫৭২; নাসাঈ হা/৫৫২১; মিশকাত হা/২৪৭৮)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু বলেছেন, তোমরা জান্নাত চাইলে ফেরাদাউস জান্নাত চাও' *(বুখারী হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৩৭৮৭)*, সেহেতু 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতাল ফেরদাউস' (হে আল্লাহ আমি আপনার নিকটে জান্নাতুল ফেরদাউস প্রার্থনা করছি) বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : আমি কোম্পানীর 'সাইট ইঞ্জিনিয়ার' হিসাবে কোম্পানীর টাকা দিয়ে প্রজেক্ট চালাই। প্রত্যেক লেবারের জন্য কোম্পানী থেকে আমি যে অর্থ নেই লেবারদের সাথে তার চেয়ে কমে চুক্তি করি এবং অতিরিক্ত অর্থ নিজে ভোগ করি। এটা আমার জন্য হারাম হবে কি?

-রাক্বীবুল ইসলাম, বেনাপোল, যশোর।

উত্তর : এতে যদি কোম্পানীর অনুমোদন থাকে, তাহলে জায়েয। নইলে প্রতারণার শামিল হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : মানবদেহের অবাঞ্ছিত লোম ৪০ দিনের অধিক সময় পরিষ্কার না করলে ইবাদত কবুল হবে কি এবং তা পরিষ্কার করার পর গোসল করা আবশ্যক কি?

-কায়ছার হানীফ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : মানবদেহের অবাঞ্ছিত লোম ৪০ দিনের মধ্যে পরিষ্কার করা সুন্নাত *(বুখারী হা/৫৮৯০; মিশকাত হা/৩৭৯)*। অতএব তা ৪০ দিনের মধ্যে পরিষ্কার করা কর্তব্য *(মুসলিম হা/২৫৮; মিশকাত হা/৪৪২২)*। তবে কেউ কোন কারণে সময়মত পরিষ্কার করতে না পারলে তা ইবাদত কবুলের জন্য প্রতিবন্ধক নয় *(নববী, শরহ মুসলিম ৩/১৪৯; শাওকানী, নায়লুল*

আওত্বার ১/১৪৩ পৃ.)। অনুরূপভাবে অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করার পর গোসল করাও শর্ত নয়।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : আমরা কয়েকজন বন্ধু ঢাকার একটি ভবনের ৬ তলায় থাকি। দৈনিক ৫ ওয়াক্ত ছালাত সিঁড়ি ভেঙ্গে মসজিদে গিয়ে আদায় করা কঠিন হয়। সেক্ষেত্রে ঘরে জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করলে জামা'আতে ছালাতের নেকী পাওয়া যাবে কি?

-কাযী রতন, বারিধারা, ঢাকা।*
[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : ঘরে জামা'আত করলে জামা'আতের নেকী পাওয়া গেলেও মসজিদে যাওয়ার নেকী থেকে মাহরূম হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) দূরের বাসিন্দা অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকেও মসজিদে জামা'আতে না আসার ব্যাপারে অনুমতি দেননি *(মুসলিম হা/৬৫৩; মিশকাত হা/১০৫৪, ১০৭৮)*। তিনি বলেন, 'ঐ মুছল্লী সবচেয়ে বেশী ছওয়াবের অধিকারী হবে, যে সবচেয়ে দূর থেকে মসজিদে আসে এবং ঐ মুছল্লী অধিক পুরস্কৃত হবে, যে আগে মসজিদে আসে এবং অপেক্ষা করে। অতঃপর ইমামের সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে) মসজিদে যাতায়াত করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারী প্রস্তুত রাখেন' *(বুখারী হা/৬৬২; মুসলিম হা/৬৬৯; মিশকাত হা/৬৯৮)*। তিনি বলেন, 'যখন কোন মুছল্লী সুন্দরভাবে ওযূ করে ও স্রেফ ছালাতের উদ্দেশ্যে ঘর হ'তে বের হয়, তখন তার প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ্র নিকটে একটি করে নেকী হয় ও একটি করে মর্যাদার স্তর উন্নীত হয় ও একটি করে গোনাহ ঝরে পড়ে। যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি ছালাতরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করতে থাকে ও বলে যে, 'হে আল্লাহ! তুমি তার উপরে শান্তি বর্ষণ কর'। 'তুমি তার উপরে অনুগ্রহ কর'। যতক্ষণ সে কথা না বলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা আরও বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর' 'তুমি তার তওবা কবুল কর' *(মুসলিম হা/৬৫৪ (২৫৭); মিশকাত হা/১০৭২)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : ঋতু অবস্থায় শুকরিয়ার সিজদা করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : সিজদায়ে তেলাওয়াতের ন্যায় এখানেও একটি সিজদা হবে এবং এই সিজদাতে ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। অতএব ঋতু অবস্থায় এই সিজদা দেওয়া এবং দো'আ পাঠ করায় কোন দোষ নেই *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫৫ পৃ.; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/২২৪;)*।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : এক মুষ্টি গম বা খেজুর দান করা বা মসজিদ থেকে ময়লা সরিয়ে ফেলা জান্নাতের হূরের মোহর হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলোর বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-রবীউল ইসলাম, রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মর্মে ছয়টি বর্ণনা পাওয়া যায় যার সবগুলো যঈফ বরং জাল *(আলবানী, যঈফাহ হা/৫৭১, ১৬৭৫, ৪১৪৭, ৬১৯৭; যঈফুল জামে' হা/৪০৭১)*। বরং হূরের মোহর হবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কৃত ব্যক্তির সৎকর্ম *(কুরতুবী, আত-তাযকেরাহ ৫৫৬ পৃ. ইবনু রজব, লাতাইফুল মা'আরেফ ১৫৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : আমরা তিন ভাই। বড় ভাই পরিবার থেকে ভিন্ন হয়ে আলাদা সংসার করছে। বোনেরা বিবাহিতা। আমরা দুই ভাই পিতার সংসারে কাজ করে ধান-গমসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদন করছি। এক্ষণে আমাদের পিতা আমাদের কষ্টোপার্জিত সম্পদ থেকে আমাদের দুই ভাইকে কিছু টাকা দিয়ে জায়গা ক্রয় করে দিলে তা জায়েয হবে কী? উল্লেখ্য যে, আমাদের কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে তিনি যে জায়গা ক্রয় করেন তা তার নামেই রেজিষ্ট্রি করেন, যা পরবর্তীতে সকল ওয়ারিছরা পেয়ে যাবে।

-আহমাদুল্লাহ ইফতিখার, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : সন্তানদের কোন সম্পদ দান বা হেবা করার সময় সমতা স্থাপন করা ওয়াজিব। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে ইনছাফ কায়েম কর *(বুখারী হা/২৫৮৭; মুসলিম হা/১৬২৩; মিশকাত হা/৩০১৯)*। তবে কোন সন্তান যদি পিতার সম্পত্তি দেখাশোনা করে বা সম্পদ নিয়ে ব্যবসা করে তাহ'লে দেখা-শুনার জন্য মজুরী হিসাবে বা ব্যবসায়ের লভ্যাংশ থেকে কিছু সম্পদ লিখে দেওয়া যায় *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৫৩; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৬/০২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/২২৩ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : বোন মারা যাওয়ার পর তার মোহরানার ৪ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা ছিল, যার নমীনী ছিল তার স্বামী। তিনি উক্ত জমাকৃত টাকা উঠিয়ে মৃত স্ত্রীর নামে হজ্জ করতে চান। এরূপ করা যাবে কি?

-সেলিম মিঞা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : মৃত স্ত্রীর নামে হজ্জ করা যায়। কিন্তু ব্যাংকে থাকা চার লাখ টাকার মালিক এখন স্ত্রী নয়। বরং তার উত্তরাধিকারীরা *(বুখারী হা/৬৫১৪; মিশকাত হা/৫১৬৭)*। এক্ষণে ওয়ারিছরা সর্বসম্মতিক্রমে মাইয়েতের স্বামীকে উক্ত অর্থ দিয়ে হজ্জ সম্পাদন করার অনুমতি দিলে সে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারবে, অন্যথায় নয়। উল্লেখ্য যে, বদলী হজ্জকারীকে অবশ্যই প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে *(বুখারী হা/৬৬৯৯; মিশকাত হা/২৫০৯, ২৫১২)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না সে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পদে বিশেষতঃ পুলিশ প্রশাসনে চাকুরী করা জায়েয হবে কি?

-মামূনুর রশীদ, মাদ্রাসা মোড়, নাটোর।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গুনাহ ও অন্যায়ের কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। অতএব কোন দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে যদি শরীআ'তের উপরোক্ত

নির্দেশনা মেনে দায়িত্ব পালন করা দুঃসাধ্য হয়, তাহ'লে ঐরূপ চাকুরী থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের উপরে এমন শাসকদের আগমন ঘটবে, যারা নিকৃষ্ট লোকদের কাছে টানবে এবং উত্তম লোকদের পিছনে সরিয়ে দিবে। তারা ছালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেবে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে পাবে, তারা যেন কখনোই তাদের গুপ্তচর, পুলিশ, কর আদায়কারী এবং রাজস্ব কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত না হয়' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৫৮৬; মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/১১১৫; ছহীহাহ হা/৩৬০)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যদি তাতে মুসলমানদের জন্য কল্যাণ থাকে এবং সে তা করতে সক্ষম হয়, তাহ'লে তার জন্য চাকুরী ত্যাগ করা সমীচীন হবে না... বরং সাধ্যমত অন্যায় থেকে বেঁচে থাকবে। তবে দ্বীন পালন করা সম্ভব না হ'লে বা তার যুলুমে সহযোগিতা করা ছাড়া কোন উপায় না থাকলে উক্ত চাকুরী করা যাবে না *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৮/২৬, ২৮৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৭৯৩-৯৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : অজ্ঞতার কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিক হারাম টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে পরবর্তীতে মূলধনে যে পরিমাণ হারাম ছিল তা সরিয়ে ফেললে ব্যবসাটি হালাল হবে কি?

-জামীল হাসান, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : হারাম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর হারাম সম্পত্তি জনকল্যাণ মূলক কাজে খরচ করে দিলে বাকী সম্পত্তি হালাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, অতঃপর যার নিকটে তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার জন্য পিছনের সব গোনাহ মাফ। তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত *(বাক্বারাহ ২/২৭৫; শানক্বীতী, আযওয়াউল বায়ান ৭/৪৯৮)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, উছায়মীন প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, হারাম জানার পূর্বে যা কিছু গ্রহণ করেছে তওবার পরে সেগুলো তার জন্যই থাকবে। তাকে কিছুই করতে হবে না *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৪৪৩; যাদুল মা'আদ ৫/৬৯১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৫/৪৫)*। অতএব হারাম জানার সঙ্গে সঙ্গে তা আলাদা করে দিলে বাকী সম্পত্তি হালাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : অনেকে বলে থাকেন, চেয়ার-টেবিলে খাওয়া ঠিক নয়। বরং মাটিতে বসে খাওয়াই সুন্নাত। একথা সঠিক কি?

-শাফীন চৌধুরী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) অধিক বিনয় প্রকাশের জন্য মাটিতে বসে খেতেন। যেমন তিনি বলেন, আমি খাই যেভাবে গোলাম খায়। আমি বসি যেভাবে গোলাম বসে *(শারহুস সুন্নাহ; মিশকাত হা/৫৮৩৬; ছহীহাহ হা/৫৪৪)*। তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, আমি হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণ করি না *(বুখারী হা/৫৩৯৮; মিশকাত হা/৪১৬৮)*। তবে এটা অভ্যাসগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত *(জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত পৃ. ১২২)*। রাসূল (ছাঃ) প্রয়োজনে চেয়ারে বসতেন। আবু রিফা'আহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একটি চেয়ারের উপর বসলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তিনি আমাকেও শিখালেন' *(মুসলিম হা/৮৭৬)*। এছাড়া ছাহাবীগণও চেয়ারে বসতেন *(বুখারী হা/১৫৯৪; আবুদাঊদ হা/১১৩)*। যা প্রমাণ করে যে, চেয়ারে বসে যেকোন কাজ-কর্ম করা যায়। অতএব চেয়ারে বসে খাওয়ায় কোন দোষ নেই *(ফাৎহুল বারী ১১/২৮০, 'আওনুল মা'বূদ ১০/২৩৪)*।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : শীতকালে গর্ভাবস্থায় সহবাসের পর গোসলের কারণে ক্ষতির আশংকা থাকলে করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ, জৈন্তাপুর, সিলেট।

উত্তর : প্রবল শীতের কারণে শারীরিক অসুস্থতা, রোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে *(আবুদাঊদ হা/৩৩৬; মিশকাত হা/৫৩১)*। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার আশংকায় গোসল না করে তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। পরে সাথীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই ঘটনা বর্ণনা করলে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি অপবিত্রাবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেছ? তখন আমি গোসল না করার কারণ ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসলেন এবং চুপ থাকলেন *(আবুদাঊদ হা/৩৩৪ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : জন্মের পর থেকে কোন পিতা যদি সন্তানের প্রতি কোন দায়িত্ব পালন না করে সেই পিতার প্রতি সন্তানের কোন দায়িত্ব আছে কি?

-ফারহান তানভীর ফাহীম, সিলোনিয়া, ফেনী।

উত্তর : পিতা সন্তানের কোন দেখাশুনা বা ভরণ-পোষণ না দিলে তার জবাবদিহিতা আল্লাহ্‌র দরবারে তিনিই করবেন। তবে এ কারণে সন্তান তার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকবে না। পিতা পাপ করলে এর জন্য সন্তান দায়ী নয়; আবার সন্তান পাপ করলে তার জন্য পিতা দায়ী নন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা নিজেদের ধ্বংসের জন্যই পথভ্রষ্ট হবে। আর কেউ অন্য কারু (পাপের) বোঝা বহন করবে না' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৫)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতা হ'লেন সন্তানের জন্য জান্নাতের মধ্যম দরজা স্বরূপ। যে চায় সে উক্ত দরজার হেফাযত করবে। আর যে চায় তা বিনষ্ট করবে' *(তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৩)*। তিনি বলেন, পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি *(তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬)*।

অতএব পিতা-মাতা সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন না করলেও সন্তান তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে এবং তার দেখাশুনা করবে।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : মা তার সন্তানকে কত বছর পর্যন্ত বুকের দুধ পান করাতে পারবে?

-রুহুল আযম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, জন্মদাত্রী মাতাগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। অর্থাৎ পূর্ণ দুই বছর শিশুর শরীর গঠনে মায়ের দুধ যরূরী। তবে এরপরেও যদি মা শিশুর কল্যাণের জন্য দুধ পান করায় তাতে কোন দোষ নেই। কেননা অত্র আয়াতে দুগ্ধদানের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। বরং সাধারণ মেয়াদের কথা বলা হয়েছে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, দুই বছর দুধ পান করানো 'রাযা'আত' বা মায়ের দুগ্ধদানের পূর্ণ সময়। এরপর যা সে পান করাবে তা সাধারণ খাবার হিসাবে গণ্য হবে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/৬৩ পৃ.)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এটি মায়েদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা যে, তারা সন্তানদের দু'বছর দুধ পান করাবে *(ইবনু কাছীর, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। ইমাম কুরতুবী বলেন, সন্তানকে দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে দু'বছরের কম-বেশী করা নির্ভর করবে সন্তানের লাভ-ক্ষতি ও পিতা-মাতার ইচ্ছার উপর *(তাফসীরে কুরতুবী, বাক্বারাহ ২৩৩ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। সেজন্য ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে তিনটি সময় রয়েছে। সর্বনিম্ন দেড়বছর, মধ্যম দু'বছর ও সর্বোচ্চ আড়াই থেকে তিন বছর *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/৬০; ড. ওয়াহবাহ যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ১০/৩৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : আমি আমার প্রতিষ্ঠানের পণ্যগুলো ট্রান্সপোর্টে বিভিন্ন যেলায় পাঠাই। সেক্ষেত্রে আমি ট্রান্সপোর্ট থেকে নিয়মিত কমিশন পাই। এটা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আরীফুর রহমান, আফতাবনগর, ঢাকা।

উত্তর : কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকলে এটি জায়েয। নইলে নয়। কর্তৃপক্ষের অজান্তে কমিশন পাওয়ার লোভে নির্দিষ্ট কোন ট্রান্সপোর্টে পণ্য প্রেরণ করা প্রতারণার শামিল। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমরা যাকে অর্থের বিনিময়ে কোন কাজে নিয়োজিত করি, তার অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা হবে খেয়ানত বা আত্মসাৎ *(আবুদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করলে সে এসে বলল যে, এগুলি জমাকৃত যাকাত এবং এগুলি আমাকে প্রদত্ত হাদিয়া। এ ঘটনা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কর্মকর্তাদের কি হ'ল যে তারা এরূপ বলছে! সে তার পিতা-মাতার বাড়িতে বসে থেকে দেখুক তো কে তাকে হাদিয়া দেয়? যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! যা কিছুই সে গ্রহণ করবে ক্বিয়ামতের দিন তা কাঁধে নিয়ে সে হাযির হবে *(বুখারী হা/২৫৯৭; মুসলিম হা/১৮৩২; মিশকাত হা/১৭৭৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণ আত্মসাৎ স্বরূপ' *(ইরওয়া হা/২৬২২; ছহীহুল জামে' হা/৭০২১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী দু'বার অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ করে ঘর ছেড়েছে। এক্ষণে সে পুনরায় মূল স্বামীর কাছে ফিরতে চায়। এরূপ নারীকে বিবাহ করে ঘরে আনা যাবে কি?

-আব্দুর রাক্বীব, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রশ্ন অনুযায়ী উক্ত নারী দু'বার 'খোলা' করে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আর 'খোলা'র মাধ্যমে স্ত্রী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে এবং পুনরায় উভয়ে সংসার করতে চাইলে নতুন বিবাহ ও মোহরের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে *(বাক্বারাহ ২/২৩২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৩০৬)*।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : জুম'আর খুৎবার সময় সামনে উঁচু ডেস্ক থাকায় সেখানে হাত এবং নোট রেখে বক্তব্য দেওয়ায় লাঠি রাখা কঠিন হয়। এক্ষণে সামনে টেবিল থাকা সত্ত্বেও লাঠি হাতে থাকতে হবে কি?

-মাসঊদ রাণা, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তর : জুম'আর খুৎবাকালীন লাঠি, ধনুক বা যেকোন জিনিসের উপর হেলান বা ঠেস দিয়ে খুৎবা দেওয়া মুস্তাহাব *(আবুদাঊদ হা/১০৯৬; ইরওয়া হা/৬১৬)*। কারণ এতে খত্বীবের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে সুবিধা হয় *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৫/৬২-৬৩)*। এক্ষণে কেউ যদি খুৎবাকালীন ডেস্ক ব্যবহার করে তাহ'লে তাকে আলাদাভাবে লাঠি ব্যবহার করা আবশ্যক নয় *(ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২৭২ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : মাযহাবী ভাইয়েরা ইফতারের সময় তিন/চার মিনিট বিলম্ব করেন। এর কারণ কী? এরূপ করা যাবে কি?

-কামরুল হাসান
মোল্লাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : সূর্য ডোবার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরও বাড়তি সতর্কতার দোহাই দিয়ে তারা এটা করেন। যা সুন্নাত পরিপন্থী। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে *(বুখারী হা/১৯৫৪; মুসলিম হা/১১০০; মিশকাত হা/১৯৮৫)*। শুধু তাই নয়, দেরী করে ইফতার করাকে নিন্দা করে তিনি বলেন, ইহূদী-নাছারারা ইফতার পিছিয়ে দেয়' (আবুদাঊদ হা/২২৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫)। তিনি বলেন, 'লোকেরা অতদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৭)*। অতএব সতর্কতার নামে দেরী করে ইফতার করার নীতি বর্জনীয়।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : রামাযান মাসে শয়তানের পায়ে শিকল দেয়া থাকে তবুও কেন মানুষ পাপ কাজ করে?

- হোসাইন, বেলঘরিয়া, নাটোর।

উত্তরঃ রামাযান মাসে শয়তানের পায়ে শিকল দেয়া থাকে, রহমতের দরজা খোলা থাকে, জান্নাতের দরজা খোলা থাকে, জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬)*। এর মাধ্যমে মূলতঃ বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অসীম রহমত ও দয়াকে বুঝানো হয়েছে এবং রামাযান মাসের বিশেষ মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৪/১৪৩, হা/১৮৯৯)*। তবে রামাযানের এই বিশেষ অবস্থাতেও পূর্ব অভ্যাসের কারণে পাপীদের পাপাচার চলমান থাকতে পারে। তাই মানুষের উচিত হবে এ মাসে সাধ্যমত পাপ হতে বিরত থেকে রহমত অর্জন করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : যে ব্যক্তি রামাযান মাসে একটি নফল আমল করল সে অন্য মাসে একটি ফরয কাজ করার নেকী পেল। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আমল করল সে অন্য মাসের সত্তরটি ফরয আমল করার নেকী পেল। উক্ত হাদীছটি কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সনদ ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : হাদীছটি ইমাম বায়হাক্বী সংকলিত 'শু'আবুল ঈমানে' বর্ণিত হয়েছে *(হা/৩৭১৭)*। তবে বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫৮৯; আলবানী, মিশকাত হা/১৯৬৫ 'ছওম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : ফরয গোসল না করে সাহারী খাওয়ায় কোন বাধা আছে কি?

-শামীম ইসলাম, ঝিনাইদহ।

উত্তর : কোন বাধা নেই। নাপাক অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে শুধু সাহারী খাওয়ার সময় অবশিষ্ট থাকলে বিনা গোসলেই সাহারী খাবে। অতঃপর গোসল করে ফজরের ছালাত আদায় করবে। তবে সাহারী খাওয়ার সুযোগ নেই এমন সময় ঘুম ভাঙলে গোসল করে ছালাত (ফজর) আদায় করে মনে মনে ছিয়ামের নিয়ত করবে। কোন কিছু খাবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পর অপবিত্র অবস্থায় ফজর করতেন এবং ছিয়াম রাখতেন' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২০০১; হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : দোকানদার মাল দেওয়ার সময় প্রায়ই হিসাবে ভুল করে। সে বুঝতেও পারে না যে আমাকে অতিরিক্ত মাল দিয়েছে। এক্ষণে অতিরিক্ত মাল পেলে তাকে ফেরত দেওয়া আমার জন্য আবশ্যক কি?

-মুহাম্মাদ শাহীন, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : কেউ ভুল করে কিছু দিলে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং তা ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় অতিরিক্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করার জন্য ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে *(মুজাদালাহ ৫৮/৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করে থাকে, তাহ'লে সে যেন আজই তার সমাধা করে নেয়। সেদিন আসার আগে যেদিন তার কাছে কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তা থেকে যুলুম পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎকর্ম না থাকলে মযলূমের পাপসমূহ থেকে নিয়ে উক্ত যালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*। অতএব কোন প্রকার ছলচাতুরী বা অবহেলা না করে বিক্রেতাকে অতিরিক্ত মাল ফিরিয়ে দিবে।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : সঊদী আরবে অবস্থানকালে মাসিক দোকান ভাড়া বাবদ ৪৫০০ রিয়াল আমার নিকট জনৈক ব্যক্তির পাওনা রয়েছে। উক্ত বকেয়া পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। এমতাবস্থায় তার পাওনা থেকে কি করে মুক্ত হ'তে পারি?

-সুলতান আহমাদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : মালিককে সাধ্যমত খুঁজতে হবে। একান্ত না পাওয়া গেলে উক্ত অর্থ মালিকের নামে দান করে দিবে। কিন্তু পরবর্তীতে মালিককে খুঁজে পেলে উক্ত টাকা প্রদান করতে হবে। যদি সামর্থ্য না থাকে, তবে ক্ষমা চেয়ে নেবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩০/৪১৩-১৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/১৯১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৪/৪১, ফৎওয়া নং ৮৪০৬)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : তাফসীর কুরতুবীতে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে দারিদ্রের অভিযোগ করলে তিনি তাকে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম প্রদান এবং সূরা ইখলাছ পাঠের নির্দেশনা দেন। অতঃপর তিনি কয়েকদিন আমল করতেই তার দারিদ্রতা দূর হয়ে যায়। এ ঘটনার সত্যতা আছে কি?

-রেযওয়ান, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত ঘটনা তাফসীরে ইবনু কাছীর, কুরতুবীসহ বেশ কিছু হাদীছ গ্রন্থে রয়েছে। তবে এর সনদ যঈফ বরং জাল *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৭০৭৫; যঈফাহ হা/৪৮৪৩)*।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : বিভিন্নভাবে এলার্ম দিয়েও ফজরের ছালাতে নিয়মিতভাবে সঠিক সময়ে উঠতে পারি না। পিতা-মাতাও আমার প্রতি ক্ষোভবশত আমাকে ডেকে দেন না। এথেকে পরিত্রাণের জন্য আমার করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমতঃ নিয়ত বিশুদ্ধ করতে হবে। কারণ বান্দা কোন সৎ কাজের দৃঢ় নিয়ত করে থাকলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*। দ্বিতীয়তঃ ফজর ছালাত জামা'আতে আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্ক সচেতন থাকতে হবে। কারণ এতে যেমন সারা রাত জেগে ইবাদত করার ছওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি জামা'আতে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি সারা দিনের জন্য আল্লাহ্র যিম্মায় চলে যায় *(মুসলিম হা/৬৫৬, ৬৫৭; মিশকাত হা/৬৩০, ৬২৭)*। তৃতীয়তঃ রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যেতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) এশার পর

(বিনা প্রয়োজনে) জেগে থাকাটা অপসন্দ করতেন *(বুখারী হা/৫৬৮; মিশকাত হা/৫৮৭)*। চতুর্থতঃ রাতে ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করবে এবং সূরা নাস, ফালাক, ইখলাছ তিন বার করে ও একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ঘুমাবে। উপরোক্ত আমলগুলো করলে নিয়মিত জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ডিভোর্স লেটারে স্বাক্ষর করার তিন মাস পর ডিভোর্স কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে মেয়েরা স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ইদ্দত শুরু করবে, না তিন মাস পর থেকে শুরু করবে?

-রাসেল মাহমূদ, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

উত্তর : ডিভোর্স লেটার কোর্ট থেকে যেই তারিখে পাঠানো শুরু হবে, সেদিন থেকে ইদ্দত পালনের সময় হিসাব করবে। তালাকপ্রাপ্তার নিকট কয়েক দিন পরে পৌঁছলেও তা ধর্তব্য নয়। আর তিন মাসের মধ্যে রাজ'আত না করা হ'লে বা ফিরিয়ে না নিলে তা তালাকে মুগাল্লাযা বা চূড়ান্ত তালাক হয়ে যাবে। তবে ইদ্দতকালীন উক্ত নারীর খরচ বহন করবে তার স্বামী *(বাক্বারাহ ২/২২৮; তালাক ৬৫/৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/৩১১)*। উল্লেখ্য যে, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী আদালত কর্তৃক তিন মাসে তিনটি পত্র প্রেরণ করা হয় ছেলে বা মেয়ের ঠিকানায়। আর অনুরূপ পত্র প্রেরণ করা হয় স্থানীয় চেয়ারম্যানের নিকটেও, যাতে তারা উভয় পরিবারের সাথে আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করেন। এই নিয়মটি শরী'আতসম্মত। আরো উল্লেখ্য যে, তালাক সংঘটিত হওয়ার জন্য ডিভোর্স লেটারে স্বাক্ষর করা শর্ত নয়।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : ছোট বোন বড় বোনের জমিতে ২৫ বছর যাবৎ বসবাস করায় বর্তমানে সে শুফ'আর ভিত্তিতে বড় বোনের অংশও দাবী করছে। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান কি?

-মাহমূদুল্লাহ, কাপ্তাই, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বড় বোন তার অংশ বিক্রয় করার ইচ্ছা করলে এবং উভয়ের জমিতে যাওয়ার পথ, সেচের পথ ও জমির সীমানা একই হ'লে প্রথমে ছোট বোনকে উক্ত অংশ নায্যমূল্যে ক্রয়ের প্রস্তাব করবে। সে প্রস্তাব গ্রহণ করলে তাকেই দিবে অন্যথায় বাইরে বিক্রয় করে দিবে। আর জমিতে প্রবেশের পথ আলাদা হ'লে বা সীমানা আলাদা হ'লে যে কারো কাছে তার জায়গা বিক্রয় করতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রেও প্রতিবেশীকে অবহিত করা উত্তম *(বুখারী হা/২২৫৭; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/১০০; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১০/২৮৫ পৃ.)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রতিবেশী তার শুফ'আর সর্বাধিক হকদার। প্রতিবেশী অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য এ ব্যাপারে অপেক্ষা করা হবে, যদি উভয়ের পথ এক হয় *(আবুদাউদ হা/৩৫১৮; মিশকাত হা/২৯৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৩)*। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক এমন অংশীদারী সম্পত্তিতে শুফ'আর অধিকার দিয়েছেন, যা ভাগ-বণ্টন করা হয়নি। যদি তা ঘর-বাড়ি বা বাগান হয়। তার পক্ষে তা বিক্রি করা জায়েয নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অংশীদারকে অবহিত করে। অংশীদার স্বীয় ইচ্ছায় গ্রহণ করবে, আর ইচ্ছা না করলে ছেড়ে দেবে। যখন সংবাদ না দিয়ে বিক্রি করবে, শুফ'আ-ই তার হকদার হবে *(মুসলিম হা/১৬০৮; মিশকাত হা/২৯৬২)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : বুখারীতে এসেছে আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করি।... যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে, আমি তাকে তা দেই। সে যদি আমার নিকট আশ্রয় চায়, তাহ'লে আমি তাকে আশ্রয় দেই।- এ হাদীছের ব্যাখ্যা কি? কারণ এ হাদীছ থেকে বাতিলপন্থীরা দলীল গ্রহণ করে।

-আযাদ রায়হান, নবীনগর, বি-বাড়িয়া।

উত্তর : প্রথমতঃ এই হাদীছে মুমিন বান্দারা যে আল্লাহ্র অলী বা বন্ধু, তা বর্ণিত হয়েছে। যারা এসকল বান্দার সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই ব্যবস্থা নেন। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের যে সকল মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে ফরয ইবাদতই প্রথম। তবে নফলের গুরুত্বও কম নয়। তৃতীয়তঃ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র বিশেষ ভালোবাসা অর্জন করা যায়। আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন তিনি তার হাত, পা, চোখ ও কান হয়ে যান। অর্থাৎ আল্লাহ যে আমলগুলো ভালোবাসেন সে ব্যক্তি কেবল সেই আমলগুলো দেখা, শোনা এবং করার তাওফীক লাভ করে। আল্লাহ্র অপসন্দনীয় কোন আমল সে দেখতে-শুনতে পায় না এবং তা করতেও পারে না। কারণ তার সমস্ত অঙ্গ আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুবর্তী হয়ে যায়। মূলত: আল্লাহ এভাবে তাকে দ্বীনের উপর হেফাযত করেন। চতুর্থত: যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে ভালোবাসেন আর সে দো'আ করে তখন আল্লাহ তা কবুল করেন *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১১/৩৪৪; ইবনু বাত্তাল, শারহুল বুখারী ১০/২১২; মির'আত ৭/৩৮৯; মিরকাত ৪/১৫৪৫ পৃ.)*। অতএব উক্ত হাদীছ থেকে বিশেষ ব্যক্তি বা দলের ফায়েদা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : ঘরে প্রবেশ করার সময় ঘরে কেউ না থাকলে সালাম প্রদানের প্রয়োজন আছে কি?

-আব্দুল বাতেন, বুড়িরহাট, রংপুর।

উত্তর : ঘরে কেউ না থাকলেও ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। এ সময় সাথে আরো কিছু বাক্য যোগ করতে পারে- *আস-সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ-ছালেহীন* অথবা- *আস-সালামু আলাইকুম আহলাল বায়তি ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারারাকাতুহ (বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮০৬, সনদ হাসান; নববী, আল-আযকার হা/১২৯৯, ২৫৭, ৪২৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : কোন অমুসলিম মুসলিম ব্যক্তিকে উপকার করলে তাকে জাযাকাল্লাহু খায়রান বলতে বা শুকরিয়া

জানাতে পারবে কি?

-আব্দুল আহাদ, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তর : কোন অমুসলিম উপকার করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে 'শুকরান' বা ধন্যবাদ বলা যায়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতিও শুকরিয়া আদায় করে না' *(আবুদাঊদ হা/৪৮১১; ছহীহাহ হা/৪১৬)*। এছাড়া তার প্রতি মৌখিকভাবে ও ব্যবহারিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : নিজে নিজে কুরআন-হাদীছ থেকে সরাসরি আমল করতে গেলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এটা অনেকটা মেডিকেলের বই বাসায় পড়ে ওপেন হার্ট সার্জারী করতে যাওয়ার নামান্তর। তাই কোন এক মাযহাবের বিদ্বানদের নিকটে অধ্যয়ন বা তাদের মতামতের আলোকেই দ্বীন পালন করতে হবে। একথার সত্যতা আছে কি?

-আকরাম, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : কথাটি স্বীয় জায়গায় সঠিক হ'লেও প্রয়োগক্ষেত্রটি সঠিক নয়। এর ভিত্তিতে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবকে অন্ধভাবে অনুসরণ সাব্যস্ত করা অবান্তর। বরং শারঈ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ আলোকে মাসআলা প্রদানকারী নির্ভরযোগ্য বিদ্বানদের দলীলভিত্তিক ফৎওয়া অনুসরণ করতে হবে। আর ফৎওয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল স্তরের মানুষের জন্য যরূরী হ'ল, দলীল জেনে নেওয়া। ছাহাবীগণ একটি বিষয়ে একাধিক ছাহাবীর কাছে জানতেন *(আবুদাঊদ হা/৪৬৯৯, ৩৬৪১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১১৫, ২১২)* এবং পরস্পরের নিকট দলীলও চাইতেন *(তিরমিযী হা/৩০০০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩৫৫৪)*। তবে দলীল বুঝার ক্ষমতা না থাকলে যিনি যিদ ও হঠকারিতা থেকে মুক্ত এবং যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ফৎওয়া দেন, সেরূপ যোগ্য ও আল্লাহভীরু আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া গ্রহণ করতে হবে *(নাহল ১৬/৪৩-৪৪)* এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। যদি কোন আলেম ইচ্ছাকৃতভাবে দলীলবিহীন ফৎওয়া দেন, তাহ'লে তার দায়িত্ব তার উপরেই *(আবুদাঊদ হা/৩৬৫৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৪২)*।

উল্লেখ্য যে, কুরআন-হাদীছের হালাল-হারাম ও স্পষ্ট বিধান সমূহ সকলের জন্য সহজবোধ্য। কেবল অস্পষ্ট ও গূঢ় বিষয়গুলির জন্য যোগ্য আলেমের প্রয়োজন হয়। এজন্য মাযহাব নির্বিশেষে যেকোন বা একাধিক আলেমের নিকট থেকে মাসআলা জেনে নিবেন। যেভাবে ছাহাবায়ে কেরাম করতেন। এটিকে মেডিকেলের বই ও ওপেনহার্ট সার্জারীর সাথে তুলনা করা নিতান্তই অন্যায়।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : রামাযান মাসে অনেক স্থানে মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে মৃত মাতাপিতার মাগফিরাতের জন্য কুরআন খতম করানো হয়। এটা জায়েয কি?

-শাহাদত, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ রামাযান মাসে হোক কিংবা রামাযানের বাইরে হোক মৃত ব্যক্তির জন্য আলেম-ওলামা বা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম করানো একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ নিয়ম চালু ছিল না *(যাদুল মা'আদ ১/৫২; নায়লুল আওত্বার ৪/৯২)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : কোন প্রসূতি যদি রামাযানের কতিপয় ছিয়াম ভঙ্গ করে এবং পরবর্তী রামাযান আসার পূর্বে ক্বাযা আদায় করতে না পারে; পরবর্তী বছর সন্তানকে দুধপানের কারণে যদি তার আরো কিছু ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং রামাযান আসার পূর্বে ক্বাযা আদায় করতে না পারে, তাহ'লে তার করণীয় কী?

-রূহুল আমীন, ফরিদপুর।

উত্তর : উক্ত অবস্থায় যখন তাদের পক্ষে সম্ভব তখন আদায় করবে। এক বা দু'বছর পরেও যদি হয়। কেননা তাদের শারঈ ওযর রয়েছে। কিন্তু যদি কোন মহিলা অবজ্ঞা ও অবহেলা করে, তাহ'লে সে গোনাহগার হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার কিছু ছিয়াম ক্বাযা হয়ে যেত, যা পরবর্তী শা'বান মাসে ছাড়া আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৩০ 'ক্বাযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী রামাযান আসার পূর্বেই আদায় করতে হবে। বিশেষ ওযর ব্যতীত তা আদায়ে বিলম্ব করার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : রামাযান মাসে একটি সুন্নাত আমল করলে অন্য মাসের ফরয আমলের ছওয়াব পাওয়া যায়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ, আবুধাবী, আরব আমিরাত।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ ও মুনকার *(ইবনু আবী হাতিম, ইলালুল হাদীছ ১/২৪৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৭১; মিশকাত হা/১৯৬৫)*। এর সনদে আলী ইবনু যায়েদ ইবনে জুদ'আন নামে একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে *(বুগইয়াতুল বাহেছ ১/৪১২)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : রামাযান মাসে কোন ব্যক্তি সাহারী খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে জেগে দেখল যে, সময়সূচী মোতাবেক আর মাত্র ১ মিনিট বাকী আছে। সে ব্যক্তি ছিয়াম পালনের নিয়তে এক গ্লাস পানি পান করে নিল। এক্ষণে সাহারী না খাওয়ার কারণে তার ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

-অহীদুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : সাহারীর সময়সূচীর ১ মিনিট বাকী থাকলেও সে সময় এক লোকমা খাদ্য বা এক ঢোক পানি পান করলে সাহারী আদায় হয়ে যাবে এবং সাহারী খাওয়ার ফযীলত পাওয়া যাবে। তাছাড়া সাহারী খেতে না পারলেও ছিয়ামের নিয়ত করলে ছিয়াম আদায় হয়ে যাবে *(বুখারী, ফাৎহুল বারী ৪/১৭৫ হা/১৯২২-এর আলোচনা দ্রঃ 'সাহারী ওয়াজিব নয়' অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ২/২২২)*।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : ছিয়াম অবস্থায় ডায়াবেটিস রোগীদের ইনসুলিন গ্রহণের বিধান কি? বিশেষতঃ যাদের দিনে একাধিকবার গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

-আযীয, বছরা, ইরাক।

উত্তর : ইফতারের পর ও সাহারীর পূর্বে ইনসুলিন নেওয়াই উত্তম। যদি এরপরেও প্রয়োজন হয়, সেটা দিনের বেলায় ছিয়াম অবস্থায় নিতে পারে। কেননা ইনসুলিন গ্রহণ করা ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। আর এটি কোন খাদ্য নয়। অনুরূপ হাঁপানী রোগের জন্য ছিয়াম অবস্থায় 'ইনহেলার' নেওয়া যায় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৫/২৪৫; মাজাল্লাতু মাজমা'ইল ফিক্বহিল ইসলামী ১০/৯১৩; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৯৬-৯৯)*।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ূ নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার

সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স

ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।

রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮

সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর

কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন!

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নম্বর ০০৭১০২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং- ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

ছিয়াম ও ক্বিয়াম

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
www.hadeethfoundationbd.com

এ বইয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- ছিয়ামের তাৎপর্য, উপকারিতা ও ফযীলত
- ছিয়ামের বিস্তারিত বিধি-বিধান
- মক্কার সাথে ছিয়াম ও ঈদ
- ছায়েমের জন্য যা বৈধ ও অবৈধ
- নফল ছিয়াম সমূহ
- ছালাতুত তারাবীহ
- ই'তিকাফ ও যাকাতুল ফিৎর
- ঈদায়নের ছালাত

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০।
ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১।

আল-মারকাযুল ইসলামী
আস-সালাফী (বালিকা শাখা)
নওদাপাড়া রাজশাহী

রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা)-এর বৃহদায়তন ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক ও ১টি প্রশাসনিক ভবনসহ ১টি স্টাফ কোয়ার্টার এবং ১টি বৃহদায়তন মসজিদ থাকবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করুন!

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ নং : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২।

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব নেকী উপার্জনের অনন্য মাস আসন্ন রামাযানে দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 25, Issue 7, April 2022

তুহফায়ে রামাযান

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী

(ঢাকার জন্য)

হিজরী : ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দ : ২০২২

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময়	ইফতারের সময়
হিজরী	খৃষ্টাব্দ		ঘণ্টা-মিনিট	ঘণ্টা-মিনিট
০১ রামাযান	০৩ এপ্রিল	রবিবার	৪:৩২	৬:১৫
০২ রামাযান	০৪ এপ্রিল	সোমবার	৪:৩১	৬:১৬
০৩ রামাযান	০৫ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:৩০	৬:১৬
০৪ রামাযান	০৬ এপ্রিল	বুধবার	৪:২৯	৬:১৭
০৫ রামাযান	০৭ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:২৮	৬:১৭
০৬ রামাযান	০৮ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:২৭	৬:১৭
০৭ রামাযান	০৯ এপ্রিল	শনিবার	৪:২৬	৬:১৮
০৮ রামাযান	১০ এপ্রিল	রবিবার	৪:২৪	৬:১৮
০৯ রামাযান	১১ এপ্রিল	সোমবার	৪:২৩	৬:১৯
১০ রামাযান	১২ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:২২	৬:১৯
১১ রামাযান	১৩ এপ্রিল	বুধবার	৪:২১	৬:১৯
১২ রামাযান	১৪ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:২০	৬:২০
১৩ রামাযান	১৫ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:১৯	৬:২০
১৪ রামাযান	১৬ এপ্রিল	শনিবার	৪:১৮	৬:২১
১৫ রামাযান	১৭ এপ্রিল	রবিবার	৪:১৭	৬:২১
১৬ রামাযান	১৮ এপ্রিল	সোমবার	৪:১৬	৬:২১
১৭ রামাযান	১৯ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:১৫	৬:২২
১৮ রামাযান	২০ এপ্রিল	বুধবার	৪:১৪	৬:২২
১৯ রামাযান	২১ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:১৩	৬:২২
২০ রামাযান	২২ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:১২	৬:২৩
২১ রামাযান	২৩ এপ্রিল	শনিবার	৪:১১	৬:২৩
২২ রামাযান	২৪ এপ্রিল	রবিবার	৪:১০	৬:২৪
২৩ রামাযান	২৫ এপ্রিল	সোমবার	৪:০৯	৬:২৫
২৪ রামাযান	২৬ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:০৮	৬:২৫
২৫ রামাযান	২৭ এপ্রিল	বুধবার	৪:০৭	৬:২৬
২৬ রামাযান	২৮ এপ্রিল	বৃহস্পতি	৪:০৬	৬:২৬
২৭ রামাযান	২৯ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:০৫	৬:২৬
২৮ রামাযান	৩০ এপ্রিল	শনিবার	৪:০৪	৬:২৭
২৯ রামাযান	০১ মে	রবিবার	৪:০৩	৬:২৭
৩০ রামাযান	০২ মে	সোমবার	৪:০৩	৬:২৭

বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য যেলা সমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণ অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচী দেখানো হয়েছে।

[যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	০	০
শরীয়তপুর	+১	০	−১	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	−১	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−২	−১	−১	−১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৪
মাদারীপুর	+২	+১	০	০
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+২	+১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৪
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৫	+৫	+৬
রাজশাহী	+৬	+৭	+৭	+৮
নাটোর	+৫	+৬	+৬	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৬	+৭	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৯	+৯	+১০
নওগাঁ	+৪	+৭	+৭	+৭

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+৩	+৯	+১০	+১১
দিনাজপুর	+৪	+৮	+৯	+৯
লালমণিরহাট	০	+৫	+৬	+৭
নীলফামারী	+৩	+৭	+৮	+৯
গাইবান্ধা	+১	+৪	+৫	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৪	+৯	+১০	+১১
রংপুর	+১	+৬	+৭	+৭
কুড়িগ্রাম	০	+৪	+৫	+৬

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	০	+২	+৩	+৩
ময়মনসিংহ	−২	+১	+১	+১
জামালপুর	০	+৩	+৩	+৩
নেত্রকোণা	−৩	−১	−১	০

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৬	+৫	+৪	+৪
সাতক্ষীরা	+৭	+৫	+৪	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৫	+৩	+৩	+২
বাগেরহাট	+৫	+২	+১	+১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	−২	−৪	−৪	−৪
ফেনী	−৩	−৫	−৫	−৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৫	−৮	−৯	−৯
নোয়াখালী	−১	−৪	−৪	−৪
চাঁদপুর	০	−২	−২	−২
লক্ষ্মীপুর	০	−২	−৩	−৩
চট্টগ্রাম	−৩	−৭	−৭	−৮
কক্সবাজার	−২	−৮	−৯	−১০
খাগড়াছড়ি	−৫	−৭	−৭	−৮
বান্দরবান	−৫	−৮	−৯	−৯

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+৩	০	০	−১
পটুয়াখালী	+৩	−১	−১	−২
পিরোজপুর	+৩	+১	+১	০
বরিশাল	+২	−১	−১	−১
ভোলা	+১	−২	−২	−৩
বরগুনা	+৪	০	−১	−১

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	−৯	−৫	−৫	−৫
মৌলভীবাযার	−৬	−৫	−৫	−৫
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৪	−৩
সুনামগঞ্জ	−৬	−৩	−৩	−২

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ’ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। ‘সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*।

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

বি. দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল